উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮৪,৪০৪.৪৬ (-৫৯২.৬৭)

নিফটি : ২৫,৮৭৭.৮৫ (-১৭৬.০৫)

উদ্ধার পণবন্দি ১৭ শিশু

বৃহস্পতিবার পুলিশের রুদ্ধশ্বাস অভিযানে মুম্বইয়ের পাওয়াইয়ের স্টুডিও থেকে মুক্তি পেল ১৭ জন পণবন্দি শিশু। শিশুদের সঙ্গে পণবন্দি হন দুই প্রাপ্তবয়স্ক। » ৭

বন্ধ সান্দাকফুর ট্রেকিং রুট

উত্তরে দুর্যোগের আশঙ্কা। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ সান্দাকফু সহ সংলগ্ন এলাকায় যাবতীয় ট্রেক রুট। অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের পাশাপাশি বন্ধ পাহাড়ের সমস্ত পার্ক। » ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
	২৯°	২২°	২৬°	২২°	২৭°	২২°	২৩°	২২°

রিঙ্কুদের নয়া কোচ অভিষেক নায়ার » ১২

১৩ কার্তিক ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 31 October 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 161

চিরদিন কাহারো... ক্যাফে কালচারে স্বাদবদল

একসময় ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। দার্জিলিং মানেই ছিল কেভেন্টার্স কিংবা গ্লেনারিজের ছাদে বসে কফিকাপে চুমুক দেওয়া। সময় বদলেছে। বদলেছে স্বাদও। একচ্ছত্র আধিপত্যে ভাগ বসিয়েছে অন্য আরও সংস্থা। সেইসঙ্গে ছোটখাটো ক্যাফে তো রয়েইছে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

রাহুল মজুমদার

দার্জিলিং, ৩০ অক্টোবর : শীতের জামা গায়ে ধোঁয়া ওঠা কাপ ঠোঁটে ঠেকিয়ে দার্জিলিং চায়ে চুমুক দিতেই জুড়িয়ে যায় প্রাণ। রোদ ঝলমলে আকাশ। কোনায় কিছুটা মেঘ। বুদ্ধের অবশ্য ঘুম ভাঙেনি। সাদা চাদর মুড়িয়ে তিনি তখন ঘুমিয়ে আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে। কেভেন্টার্সের ছাদে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘায় যখন চোখ আটকে, তখন ওয়েটার নিয়ে আসেন ইংলিশ ব্রেকফাস্ট প্ল্যাটার। চিকেন সসেজটি কাঁটাচামচে তুলে মুখে পুরতেই... আহা! গ্লেনারিজের চকোলেট বা ড্রাইফ্রুট মাফিনের ভক্ত ছড়িয়ে দেশ থেকে বিদেশে। ট্রেনে আসতে আসতে ফোনে দক্ষিণ ভারতের এক বন্ধুকে এসবই বলছিলেন সল্টলেকের অমলিতা মজুমদার। বছরদশেক পর ফের তিনি বেড়াতে এসেছেন শৈলশহরে।

কিন্তু চিরদিন কি কাহারো সমান যায়? নামের খ্যাতির জোরে কি বেশিদিন ভিড় আটকে রাখা সম্ভব হয়? পর্যটন মরশুমেও লম্বা লাইন চোখে পড়ছে শুধুমাত্র 'আশা'কে ঘিরে। কিছুটা দূরে আরেক বিখ্যাত কাফেটেরিয়ার অধিকাংশ বসার জায়গা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা মেলে না এখন। অমলিতা সব দেখে, চেখে তাই ভীষণরকম হতাশ।

দার্জিলিংয়ের একটি ক্যাফেটেরিয়ায় ভিড়।

দার্জিলিংয়ের বিখ্যাত সেই কাফেটোরিয়া ও ক্যাফে কাম বেকারির একচ্ছত্র আধিপত্যতে ভাগ বসিয়েছে ফ্লুরিস। ভিড় টানতে জোর টক্কর দিচ্ছে ব্রিটিশ আমলে কলকাতায় তৈরি ওই ব্র্যান্ডের নতুন আউটলেট। সকাল সাড়ে ৭টা থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে, জানালেন ওই ক্যাফের এক কর্মী। জনপ্রিয়তা বাড়ছে নেহরু রোডে থাকা ছোট ছোট স্থানীয় ক্যাফেগুলিরও।

ভিড় হ্রাস ও বৃদ্ধির অঙ্কে অন্যতম ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে খাবারের মান। বহু লোকের অভিযোগ, আগের তুলনায় অনেকটাই পড়েছে স্বাদ। কফি থেকে সসেজ, মাফিন থেকে অন্যান্য স্ন্যাক্স- সবেতেই বিখ্যাত দুই খাবারের জায়গা যেন ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। সেখানে প্রায় একই বা কিছুক্ষেত্রে কম দামে ভালো মানের খাবার পরিবেশন করে খাদ্যপ্রেমীদের মন জিতছে অন্যরা।

অক্টোবরের এক সন্ধ্যায় কথা হচ্ছিল মহারাষ্ট্রের এক দম্পতির সঙ্গে। বরাবরের মতো ওই দুই জায়গায় প্রাতরাশ সেরেছেন। খাবার নিয়ে তাঁরা মোটেই সন্তুষ্ট নন। একটি টেক সংস্থার কর্মী সঞ্জয় আগরওয়ালও বললেন, 'দুই জায়গায় আগেও খেয়েছি। ইংলিশ প্ল্যাটারে থাকা চিকেন সসেজের

এরপর দশের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

তৈরি থাকুন, বন্যা বইবে নাটক আর সংলাপের

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

ভোট আসছে মানে আপনারা সবাই তৈরি হয়ে যান মনে মনে! এই বাংলায় শিশির ভাদুড়ি, কৃষ্ণচন্দ্র দে, অহীন্দ্র চৌধুরী, উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র, সরযূবালা দেবী, তৃপ্তি মিত্রদের অতি ক্ষুদ্র কিছু সংস্করণ দেখার জন্য।

অতি ক্ষুদ্র, তবে এঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের মনে করেন অতি চালাক।

সংলাপের বন্যা বইবে, সংলাপের বন্যা। নাটক হবে, নাটক। নেতা হয়ে উঠবেন নাট্যাভিনেতা। আজকে স্বরক্ষেপণ বদলে যা বলা হবে, কাল বলা হবে তার সম্পূর্ণ উলটো। ভোটে টিকিট পাওয়ার জন্য বিদ্রোহীসুলভ কথাবার্তা শুরু করবেন অনেকে, মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে।

তারপর একদিন? তারপর একদিন নিঃশব্দে দেখবেন ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে গেল সব অঙ্ক মিলে যাওয়ায়। নিজস্ব লাভ হলেই এঁদের যাবতীয় বিদ্রোহ শেষ।

এসব শুরুও হয়ে গিয়েছে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে।

মুর্শিদাবাদের হুমায়ুন কবীরকে দিয়ে শুরু না করলে তাঁর মানইজ্জত থাকে না। পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে তাঁর মতো বৈপ্লবিক কথাবার্তা কোনও নেতা বলছেন না। গত ক'দিন ধরে নিজের পার্টির বিরুদ্ধে এত কথা বলে গেলেন, যেন মনে হবে, তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে খারাপ কোনও পার্টি হতে পারে না। এবং বহু দল ঘোরা হুমায়ুনের থেকে সততার পরাকাষ্ঠা হতেই পারে না কেউ। তবে আপনি জানেন না, কখন হুমায়ুনবাবু আবার কোনদিকে ডিগবাজি খাবেন।

উত্তরবঙ্গে এই মুহূর্তে হুমায়ুনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো নেতা আছেন দুজন। নগেন্দ্র রায় এবং বংশীবদন বর্মন। এঁদের কথা শুনলে একদিন মনে হবে, এঁরা বিজেপির দিকে। পরের দিনই মনে হবে তৃণমূলের দিকে। আসলে দুজনে বোঝাতে চান, যে দল বেশি গুরুত্ব দেবে, আমি তোমারই দলে।

দুজনে বহুদিন ধরেই রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকদের বোকা বানিয়ে চলেছেন নিজেদের আখের গুছিয়ে।

এরপর দশের পাতায়

বিধ্বংসী মেজাজে জেমিমা। ৮ বছর পর বিশ্বকাপ ফাইনালে পৌঁছাল ভারতীয় মহিলা দল।

জেমিমার ব্যাটে রূপকথা

অস্ট্রেলিয়া-৩৩৮
ভারত-৩৪১/৫ (৪৮.৩ ওভারে)
(ভারত ৫ উইকেটে জয়ী)

নভি মুম্বই, ৩০ অক্টোবর : আইসিসি-র টুর্নামেন্ট জিততে হলে অস্ট্রেলিয়াকে 'বাইপাস' করে খেতাব জয়ের স্বাদ পাওয়া যায় না। ইংল্যান্ডে ২০১৭ সালে মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে হরমনপ্রীত কাউরের মহাকাব্যিক অপরাজিত ১৭১ রানের ইনিংসে ক্যাঙারু বধ করেছিল মিতালি রাজের টিম ইন্ডিয়া। পরে ফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে ৮ রানে হার এখনও ভারতীয় ক্রিকেট সমাজের কাছে টাটকা ক্ষত। অনেকটা ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বরের 'কালো' রাতটার মতোই।

৮ বছর পর আরও একটা মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপ। আরও একটা সেমিফাইনাল। সামনে সেই অস্ট্রেলিয়া। যারা মহিলাদের ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে সাতবারের চ্যাম্পিয়ন। ২০২২ সাল থেকে বিশ্বকাপের আসরে অপরাজিত। ২০১৭ সালে ২০ জুলাইয়ের এক দুপুরে হরমনপ্রীত কাউর-ক্লাসিক দেখেছিল ক্রিকেট বিশ্ব। বৃহস্পতিবার নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে

এরপর দশের পাতায়

আরও এক আত্মহত্যায় সরব তৃণমূল

তালিকায় কারচুপির তত্ত্ব

নিউজ ব্যুরো

৩০ অক্টোবর : আরও এক আত্মহত্যায় জড়িয়ে গেল এসআইআর। এই নিয়ে পরপর তিনদিন। তার মধ্যে দুজনের মৃত্যু হয়েছে গলায় ফাঁস দিয়ে। দিনহাটার বিষপানে অসুস্থ খাইরুল শেখ আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আত্মহত্যার সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার বীরভূমের ইলামবাজারে। ক্ষিতীশ মজুমদার (৯৫) নামে একজনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় তাঁর বাড়িতে।

এই আবহে এসআইআরের ভিত্তিবর্ষ ২০০২-এর ভোটার তালিকাতেই কারচুপির অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। বৃহস্পতিবার তৃণমূল দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে একের পর এক উদাহরণ তুলে ধরে ভোটার তালিকায় 'চুপি চুপি কারচুপি'-র অভিযোগ তোলেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।

২০০২ সালে ভোটার তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা নতুন তালিকায় বিপুল সংখ্যকের নাম মুছে গিয়েছে তাঁদের অভিযোগ। অনিয়মের ওই অভিযোগগুলির মধ্যে বেশকিছু উত্তরবঙ্গের। যেমন নথি দেখিয়ে কুণাল দাবি করেন, কোচবিহার জেলার নাটাবাড়ি কেন্দ্রের ২ নম্বর বুথ যা কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রের খাপাইডাঙ্গা গ্রামের ৩০৩ নম্বর বুথের অন্তর্ভুক্ত, সেই বুথে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম ছিল ৭১৭ জনের। নতুন ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে মাত্র ১৪০ জনের।

তৃণমূল মুখপাত্র বলেন, মাথাভাঙ্গা কেন্দ্রের পচাগড় গ্রামের ১৬০ নম্বর বুথে (মাথাভাঙ্গা কলেজ, রুম নম্বর ২) ২০০২ সালের তালিকায় ভোটার ছিলেন ৮৪৬ জন। এখন ২/২৪৪ নম্বর বুথে ৪১৬ জনের নাম রয়েছে। ৪১৭ থেকে ৮৪৬ পর্যন্ত নামগুলি তালিকা থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

কোথায় অসংগতি

- কোচবিহারের ৩০৩ নম্বর বুথে ২০০২-এ ভোটার তালিকায় ছিলেন ৭১৭ জন। এখন আছেন মাত্র ১৪০ জন
- মাথাভাঙ্গার ১৬০ নম্বর বুথে ২০০২ সালের তালিকায় ভোটার ছিলেন ৮৪৬ জন। ৪১৭ থেকে ৮৪৬ পর্যন্ত নামগুলি উধাও হয়ে গিয়েছে
- আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরিতে তালিকা থেকে এক বিএলও-র বাবা-মা ও ভাইয়ের নামই বাদ চলে গিয়েছে

বিএলএ দিতে কালঘাম ছুটছে তৃণমূল ও বিজেপির

হরষিত সিংহ

মালদা, ৩০ অক্টোবর : রাজনৈতিক আঙিনায় এখন সিপিএম ও কংগ্রেস দুই দলই 'ক্ষয়িষ্ণু' হিসেবে চিহ্নিত। শাসকদলের কাছে তো ওই দুই দলই প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। নিজেদের সর্বশক্তিমান হিসেবে দাবি করে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি। কিন্তু এসআইআর প্রক্রিয়ায় এখনও পিছিয়ে প্রধান দুই রাজনৈতিক দল। সিপিএম ও কংগ্রেস যখন বিএলএ-দের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করে প্রশিক্ষণ পর্যন্ত দিয়ে ফেলেছে, তখন মালদায় এখনও বিএলএ-দের (বুথ লেভেল এজেন্ট) তালিকাই তৈরি করতে পারেনি তৃণমূল ও বিজেপি। শুধু তালিকা তৈরিই নয়, বিএলএ-দের নিয়ে কর্মশালা শুরু করেছে কংগ্রেস

মালদায় এগিয়ে সিপিএম ও কংগ্রেস

ও সিপিএম। আরও তাৎপর্যপূর্ণ, জেলাজুড়ে প্রায় সমস্ত বুথেই নিজেদের কর্মী দিতে পেরেছে ওই দুই রাজনৈতিক দল।

বিরোধীদের দাবি, গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস বিএলএ-দের তালিকাই চূড়ান্ত করতে পারছে না। আর সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় তো বিজেপি বিএলএ খুঁজেই পাচ্ছে না। একদিকে যখন মালদা জেলার দুই রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ও সিপিএম তালিকা চূড়ান্ত করে কর্মশালা শুরু করেছে, সেখানে দুই প্রধান শক্তি তালিকা তৈরি করতে না পারায় রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও মালদা জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, তাদের সমস্ত বুথেই বিএলএ থাকবেন। ইতিমধ্যে তালিকা প্রায় তৈরি হয়ে গিয়েছে। কিছু এলাকায় কাজ চলছে। দ্রুতই তালিকা প্রকাশ করা হবে। মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আবদুল রহিম বক্সী বলেন, 'তালিকা এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

তেলে-জলে মেশে না, কটাক্ষ নমোর

» *সাতের পাতায়*

'মেয়েরাই বেশি মদ খায়'

» *পাঁচের পাতায়*

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

কাকা-ভাইঝির প্রেমের ঘটনায় মৃত্যু প্রৌঢ়ের

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৩০ অক্টোবর : কাকা-ভাইঝির প্রেমকে কেন্দ্র করে খুনের ঘটনা ঘটল। এনিয়ে বহুদিন ধরেই সমস্যা চলছিল। পারিবারিক সেই বিবাদকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে কাকা ভাইপোকে কুপিয়ে খুন করলেন বলে অভিযোগ। পরে বাসিন্দারা অভিযুক্তকে গণধোলাই দেন। গুরুতর জখম ওই ব্যক্তি বর্তমানে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি। তাঁর পরিবারের সদস্যরা পলাতক। বৃহস্পতিবার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি গ্রামের ঘটনা। তদন্ত শুরু হয়েছে বলে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে খবর, সংশ্লিষ্ট পরিবারে এক ব্যক্তির এক ছেলে ও তিন মেয়ে। সেই মেয়েদের একজনের সঙ্গে ওই ব্যক্তির কাকার ছেলের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে বলে অভিযোগ। দুজনে সম্পর্কে কাকা-ভাইঝি। স্বাভাবিকভাবে কেউই বিষয়টিকে মেনে নিতে পারেননি। এ নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই বিবাদ চলছিল। ছয় মাস আগে দুজনে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। কিছুদিন আগে ওই তরুণী বাড়ি ফিরে এলেও তরুণ ফেরেননি। এনিয়ে মঙ্গলবার দুপুরে দুই পরিবারের মধ্যে ব্যাপক গণ্ডগোল শুরু হয়। সেই সময় তরুণের বাবা হঠাৎ করেই ওই তরুণীর বাবার ওপর চড়াও হন। তাঁর গলা, বুক ও পেটে এলোপাতাড়িভাবে হাঁসুয়ার কোপ মারা হয়। তরুণীর বাবা ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন। হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, গ্রামবাসীরা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাকড়াও করেন। তাঁকে বেধড়ক মারধরা করা হয়। গুরুতর আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর স্ত্রী সহ পরিবারের সদস্যরা পলাতক। পুলিশ তাঁদের খোঁজ শুরু করেছে।

এরপর দশের পাতায়

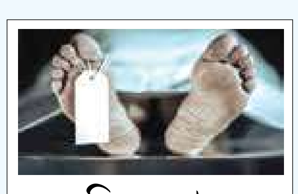

হরিশ্চন্দ্রপুরে হইচই

- সংশ্লিষ্ট পরিবারে এক ব্যক্তির এক মেয়ের সঙ্গে ওই ব্যক্তির কাকার ছেলের প্রেমের সম্পর্ক
- কেউই বিষয়টিকে মেনে নিতে পারেননি, এ নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই বিবাদ
- বৃহস্পতিবার দুপুরে দুই পরিবারের মধ্যে গণ্ডগোল, তরুণের বাবা তরুণীর বাবাকে কোপান
- ওই ব্যক্তির মৃত্যু, গণপ্রহারে আহত অভিযুক্ত ব্যক্তি হাসপাতালে ভর্তি

কুলিকে পরিযায়ীর সংখ্যা ছাড়াল ১ লক্ষ

'...তারপর চলে যায় কোথায় আকাশে? তাদের ডানার ঘ্রাণ চারিদিকে ভাসে।' জীবনানন্দ তাঁর কবিতার পাখিদের বর্ণনা করেছিলেন এভাবেই। উত্তরের আকাশেও পাখিদের অবাধ বিচরণ। পরিযায়ীদেরও। সেই পাখিদের নিয়েই বিশেষ সিরিজ। আজ প্রথম পর্ব।

পাখি সব করে রব

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৩০ অক্টোবর : বহুদিন ধরেই অধীর একটা অপেক্ষা ছিল। অবশেষে পরিবেশপ্রেমীদের সেই অপেক্ষার অবসান। রায়গঞ্জের কুলিক পক্ষীনিবাসে এবছর পরিযায়ী পাখির সংখ্যা এক লক্ষ ছাড়িয়ে গেল। গত পাঁচ বছরের মধ্যে এবারে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। রায়গঞ্জ বন দপ্তরের উদ্যোগে গত ১৪ এবং ১৫ সেপ্টেম্বর এখানে পাখি গণনা হয়। স্কুল, কলেজের পড়ুয়ারা ছাড়াও বনকর্মীরা ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা তাতে শামিল হন। এবারের গণনায় কুলিকে মোট ১ লাখ ৫৮টি পাখির খোঁজ মিলেছে। এর মধ্যে ওপেনবিল স্টর্কের সংখ্যা ৬৯ হাজার ৫৫৮, ইগরেট ১৫ হাজার ৪৮৬, কর্মোরেন্ট ৯ হাজার ৯৫১, নাইট হেরন ৩ হাজার ৫৫৭ এবং গ্লসি আইবিস ১ হাজার ৫০৬।

চারিদিকে কংক্রিটের জঙ্গল বাড়ছে। পাহাড়ের নানা এলাকাতেও হোমস্টের বাড়বাড়ন্ত। ফলে সেই সমস্ত জায়গা এখন পাখিদের সেভাবে পছন্দ নয়। সেই পরিস্থিতিতে রায়গঞ্জের এই পাখিরালয়ে কী কারণে পরিযায়ীদের আনাগোনা বাড়ছে? বন আধিকারিক ভূপেন বিশ্বকর্মা বললেন, 'পরিযায়ী পাখিদের জন্য এখানে বসবাসের উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ রয়েছে। বাসা বাঁধার মতো উপযুক্ত গাছ ও পর্যাপ্ত খাবার থাকায় এখানে তাদের আনাগোনা বেড়ে চলেছে।'

উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের কুলিক পক্ষীনিবাস এশিয়া মহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম পক্ষীনিবাস হিসেবে পরিচিত। প্রতি বছরের মে মাসের শেষের দিকে এখানে পরিযায়ী পাখিদের আগমন হয়। প্রজননের পর ছয়-সাত মাস এখানে থেকে ছোটদের লালনপালন চলে। এরপর নভেম্বর-ডিসেম্বরে তারা ভিনদেশে পাড়ি দেয়।

কুলিকে পরিযায়ী পাখিদের আগমন যে এবারই বেড়েছে এমনটা নয়। বন দপ্তরের একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে, ২০২০ সাল থেকে এখানে পরিযায়ীদের সংখ্যা বাড়ছে। সেই বছর এখানে ৯৯,৬৩১টি পরিযায়ী পাখি এসেছিল। পরের বছর ৯৮,৭৩৯টি পাখি আসে। ২০২২ সালে ৯৯,৩৯৩টি, ২০২৩ সালে ৭৮,১৪১টি এবং ২০২৪ সালে ৯৬,৭১৯টি পরিযায়ীর এখানে আগমন হয়েছিল। আর এই বছরের হিসেব তো আগেই বলা হয়েছে।

কুলিকে পরিযায়ী পাখিগুলি যেভাবে এক-একটি গাছ দখল করে থাকে তাতে সেগুলিকে খালি চোখে আলাদাভাবে ঠাওর

এরপর দশের পাতায়

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

শিলিগুড়ি চার্চ রোড শাখা : ২১/১ হিলকার্ট রোড, এয়ার ভিউ মোড় শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি :- (০৩৫৩) ২৬৬২১০১ * ইমেল : S024@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট - IV-এ' [রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।

ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত :

সম্পত্তিটি স্থাবর সম্পত্তি রূপে বিস্তারিত বিবরণ (সিকিউরিটি নং-১)	[illegible]
সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা	ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ৪২,১৬,০০০.০০ (টাকা বিয়াল্লিশ লক্ষ ষোলো হাজার মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টাঃ ৪,২২,০০.০০ (টাকা চার লক্ষ বাইশ হাজার মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাপ	টাঃ ২০,০০০ (টাকা কুড়ি হাজার মাত্র)
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম https://www.ebkray.in- এ ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	১৯.১১.২০২৫ সকাল ১১ :০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা
সম্পত্তি আইডি নং	আইডিআইবি ৩০৪৫১৪৩১৬৭০এ
প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রাংশ রূপে সম্পত্তিটির বিস্তারিত বিবরণ (সিকিউরিটি নং-২)	ভার্টিকাল ট্যাঙ্ক আইসিএসকে ইসি সঙ্গে থার্মো সাইফোন অপশান এবং পাওয়ার অল সাইলেন্ট ডিজি সেট ৩০ কেভিএ ডিজি সেন
সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা	ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ২৩,২৪,০০০.০০ (টাকা তেইশ লক্ষ চব্বিশ হাজার মাত্র) (১. ভার্টিকাল ট্যাঙ্ক আইসিএসকে- ইসি সঙ্গে থার্মো সাইফোন অপশান-এর জন্য টাঃ ২৩,০০,০০০.০০ ২. পাওয়ার অল সাইলেন্ট ডিজি সেট ৩০ কেভিএ ডিজি সেটের জন্য ২৪,০০০.০০ টাকা
ইএমডি অর্থমূল্য	টাঃ ২,৩২,৪০০.০০ (টাকা দুই লক্ষ বত্রিশ হাজার চারশত মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাপ	টাঃ ১০,০০০ (টাকা দশ হাজার মাত্র)
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম https://www.ebkray.in- এ ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	১৯.১১.২০২৫ সকাল ১১ :০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা
সম্পত্তির আইডি নং	আইডিআইবি ৩০৪৫১৪৩১৬৭০বি
বোলেরো পিকআপ রূপে সম্পত্তিটির বিস্তারিত বিবরণ (সিকিউরিটি নং-৩)	মাহিন্দ্রা বোলেরো পিকআপ এফবি পিএস ১.৩ এক্সএল
সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা	ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ৬,১৭,০০০.০০ (টাকা ছয় লক্ষ সতেরো হাজার মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টাঃ ৬২,০০০.০০ (টাকা বাষট্টি হাজার মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাপ	টাঃ ১০,০০০ (টাকা দশ হাজার মাত্র)
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম https://www.ebkray.in- এ ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	১৯.১১.২০২৫ সকাল ১১ :০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা
সম্পত্তির আইডি নং	আইডিআইবি ৩০৪৫১৪৩১৬৭০সি

তারিখ : ৩০.১০.২০২৫ স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড: ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in | ই-অকশন ওয়েবসাইট | সম্পত্তির অবস্থান | সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : ঈশ্বর চন্দ্র ঠাকুর, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৭০০৭৯৮৩৭৪৩, সুমিত বিশ্বাস, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং- ৯৪৩৪৬৩১২০৯

তুলসীহাটা শাখা
জেলা : মালদা
পশ্চিমবঙ্গ
ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
(পূর্বের এলাহাবাদ ব্যাংক)
আইএফএসসি কোড : আইডিআইবি০০০এস৬৯৩
ইমেল : S693@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - IV-এ'' [রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।

১. মেসার্স বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা)
ডিরেক্টর :- সঙ্গীতা আগরওয়াল, কিরণ দেবী আগরওয়াল এবং শীতল মোদি
নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা :- গ্রাম- মাসহালদা বাজার, পোস্ট- কারিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা, পিন- ৭৩২১২৫
নির্মাণভূমির ঠিকানা :- গ্রাম- কান্তুরিয়া, পোস্ট- তুলসীহাটা, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১৪০

ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত :

সম্পত্তির প্রতি দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ৪,১৬,০০,০০০/- (টাকা চার কোটি ষোলো লক্ষ মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টাঃ ৪১,৬০,০০০/- (টাকা একচল্লিশ লক্ষ ষাট হাজার মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টাঃ ১,০০,০০০/- (টাকা এক লক্ষ মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	১৯.১১.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকেল ০৫:০০ টা।

তারিখ : ৩০.১০.২০২৫
স্থান : তুলসীহাটা
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড: ব্যাংকের ওয়েবসাইট www.indianbank.in | ই-অকশন ওয়েবসাইট | সম্পত্তির অবস্থান | সম্পত্তির ছবি | সম্পত্তির ভিডিও

মালদার জোড়া সাফল্য

স্কুল গেমসে দুই সোনা

হরষিত সিংহ

মালদা, ৩০ অক্টোবর : রাজ্য স্কুল গেমসে জোড়া সোনা মালদার দুই প্রতিভার। অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগ জ্যাভলিনে প্রথম হয়েছে কাউল আখতার। আবার অনূর্ধ্ব-১৭ ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়েছে মেহেবুল আহমেদ। কাউল ও মেহেবুলের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত জেলার ক্রীড়া মহল। ওই দুজনেরই কোচ অসিত পাল বললেন, 'কাউল ও মেহেবুল কঠোর পরিশ্রম করছে। তাদের সাফল্যে আমি খুশি। আশা করছি আগামীতে দুজন আরও ভালো ফল করবে।'

কাউলের বাড়ি ইংরেজবাজার ব্লকের বুধিয়া গ্রামে। সে বুধিয়া হাই মাদ্রাসার একাদশ শ্রেণির ছাত্র। মেহেবুল কালিয়াচক থানার জালুয়াবাথাল দক্ষিণ কদমতলী গ্রামের বাসিন্দা। সে মহদিপুর হাইস্কুলে একাদশ শ্রেণিতে পাঠরত। স্কুল গেমসে প্রথম হওয়ায় তারা জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে।

কাউলের বক্তব্য, 'এখন থেকেই অনুশীলন শুরু করে দেব যাতে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় ভালো ফল করা যায়।' মেহেবুলের কথায়, 'একশো মিটার দৌড়ে প্রথম হয়ে খুব ভালো লাগছে। আগামীতে আরও ভালো খেলতে চাই। আমার দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন রয়েছে।' কলকাতা সাই ক্যাম্পে শুরু হয়েছে ৬৯তম স্কুল গেমস। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল ফর স্কুল গেমসের উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতা চলছে।

পদক হাতে কাউল আখতার (উপরে) ও মেহেবুল আহমেদ।

eNIT No: 08/WBSRDA/DD/2025-26 (1st Call) of The Executive Engineer, P & RD Department & HPIU, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division
Vide Memo No. : 790\WBSRDA\DD. Dated : 29.10.2025
(E-Procurement)
Details of eNIT NO :- 08/ WBSRDA/DD/2025-26 (1st Call) of The Executive Engineer, P & RD Department & HPIU, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division may be seen in the office of the undersigned between 11.00 hrs. to 16.00 hrs. on any working day and also be seen from Website https://wbtenders.gov.in (under the following organization chain-'PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT, WBSRDA, DAKSHIN DINAJPUR DIVISION') on 29.10.2025 at 17.00 Hrs.
Sd/-
Executive Engineer
P & RD Department & HPIU, WBSRDA
Dakshin Dinajpur Division

Brief Referral
NOTICE INVITING e-TENDER
Tender are invited vide (1) e-NIT No. 107/APAS/2025-26 to e-NIT No. 108/APAS/2025-26, Memo No. 1261/G-II to 1262/G-II, Dated: 11/10/2025, (2) e-NIT No. 109/ APAS/2025-26 to e-NIT No. 123/ APAS/2025-26, Memo No. 1269/G-II to 1283/G-II, Dated: 14/10/2025, (3) e-NIT No. 124/APAS/2025-26 to e-NIT No. 136/APAS/2025-26, Memo No. 1323/G-II to 1335/G-II, Dated: 18/10/2025, (4) e-NIT No. 137/APAS/2025-26 to e-NIT No. 162/APAS/2025-26, Memo No. 1345/G-II to 1370/G-II, Dated: 24/10/2025, (5) e-NIT No. 163/ APAS/2025-26 to e-NIT No. 178/ APAS/2025-26, Memo No. 1372/G-II to 1387/G-II, Dated: 24/10/2025 (of the undersigned, intending bidders may participate through http://wbtenders.gov.in and / or may contact this office for details.
Sd/-
Block Development Officer
Goalpokher-II Dev Block
Chakulia, Uttar Dinajpur

দিওয়ালি বাম্পারে ১১ কোটি

নিউজ ব্যুরো

৩০ অক্টোবর : পাঞ্জাব রাজ্য ডিয়ার দিওয়ালি বাম্পার ২০২৫-এর ড্র অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ৫০০ টাকা মূল্যের এই লটারিটি পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে। শুক্রবার লটারির ড্রটি ইউটিউবে সরাসরি দেখানো হবে। বিক্রিত টিকিটের ওপর খেলাটি হবে। এই খেলায় প্রথম পুরস্কার রয়েছে ১১ কোটি টাকা। এছাড়াও দ্বিতীয় পুরস্কার হিসাবে ৩ কোটি টাকা (১ কোটি টাকা করে ৩টি পুরস্কার), তৃতীয় পুরস্কার ১ কোটি ৫০ লক্ষ (৫০ লক্ষ টাকা করে ৩টি পুরস্কার) এবং আরও বেশ কিছু পুরস্কার রয়েছে।

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB63 20050899982 আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 29-10-25, J.M. 1st Court, সদর কোচবিহার, অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Najrul Miya, S/o. Najiruddin Miya এবং Nazrul Miah, S/o. Naziruddin Miah এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। ড্রাইভিং লাইসেন্সে শুদ্ধভাবে আমার এবং বাবার নাম, যথা- Najrul Miya, S/O. Najiruddin Miya প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। ধাইয়েরহাট, মোওয়ামারী, কোতোয়ালি, কোচবিহার, পঃ বঃ (ভারত)। (C/118169)

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং. এম-পিডি-ওটি-০৪ অফ ২০২৫-২৬, তারিখ ২৮.১০.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, পো. ঝলঝলিয়া, জেলা মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদনের জন্য রেলওয়ে/সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় নথিভুক্ত সমেত সমতুল ধরণের কাজের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং সুদৃঢ় আর্থিক সঙ্গতি এবং সামর্থ্য আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে নির্ধারিত ওয়েবসাইটে ১৯.১১.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **স্থান সহ কাজের নাম :** ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে মালদা টাউন এবং ভাগলপুর কোচিং ডিপোর এলএইচবি ধরনের কোচগুলিতে জলের ট্যাঙ্ক-এর ব্যবস্থা করতে পার্শ্ববর্তী স্থান অতিরিক্ত ভরাটের জন্য একবারের রেট্রো ফিটমেন্ট কাজ। **স্থান :** পশ্চিমবঙ্গের মালদা এবং বিহারের ভাগলপুর। **টেন্ডারের কাজের মূল্য:** ১৮% জিএসটি সমেত ৭,০৮,০০০.০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থঃ** ১৪,২০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য:** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ :** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১৮০দিন। **অনলাইনে টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়:** ১৯.১১.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। **ওয়েবসাইট বিবরণঃ** www.ireps.gov.in **নোটিস বোর্ড:** ১. সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার / পূর্ব রেলওয়ে / মালদার কার্যালয় ২. ডিএমই (সি অ্যান্ড ডব্লু)/ ভাগলপুর এর কার্যালয়। ৩. এসএসই/সিঅ্যান্ডডব্লু/মালদা টাউন এবং ভাগলপুর-এর কার্যালয়। **দ্রষ্টব্য:** (১) টেন্ডারদাতাগণকে ওয়েবসাইটে বিশদ বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দাখিল করা কোনো প্রস্তাব গৃহীত হবে না। (২) এই উদ্দীষ্ট কাজটির টেন্ডার সিঙ্গল প্যাকেট পদ্ধতিতে হবে। (৩) এই কাজের ক্ষেত্রে পিভিসি ধারা প্রযোজ্য হবে না। (৪) শিল্প সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও উৎসাহ বর্ধন বিভাগ যে স্টার্টআপ গুলিকে স্বীকৃতি দিয়েছে বিদ্যমান নিয়ম অনুসারে তাদেরকে সুবিধা দেওয়া হবে। নিয়ম অনুসারে ওই সংস্থাগুলিকে সকল রীতি মান্য করতে হবে। (৫) সকল টেন্ডারদাতাকে জিসিসি এপ্রিল' ২০২২ অনুসারে বিনামূল্যে ই-টেন্ডার ফর্ম প্রদান করা হবে। (৬) জিসিসি এপ্রিল' ২০২২ অনুসারে, টেন্ডার মূল্যের ২% হারে বায়না অর্থ প্রযোজ্য হবে। (৭) টেন্ডার নথির অ্যানেক্সার - IX অনুসারে টেন্ডার নথির সঙ্গে টেন্ডারদাতাগণকে নথির সত্যতা/ যথার্থতার অঙ্গীকার বয়ান দাখিল/ আপলোড করতে হবে।
(MLD-211/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কর্মখালি

শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি/ কুচবিহারবাসীদের বাড়ি থেকে কাজ করে দারুণ আয়ের সুযোগ। M/F চাই। 9474875922. (K)

ভালো রান্না ও ঘরের কাজ জানা দিন রাতের (২৪ ঘণ্টা) জন্য মাঝবয়সি মহিলা লাগবে। বেতন সাক্ষাতে। 9832066361. (C/118871)

দরজা এবং U.P.V.C উইন্ডো শোরুমের জন্য সেলসম্যান ও ট্যালি জানা একাউন্ট্যান্ট লাগবে। M : 8001040040.

আলিপুরদুয়ার হোটেলে Room Service-এর জন্য Waiter চাই। বেতন : 7000-8000, M : 9733078227. (C/118718)

অ্যাফিডেভিট

নিজ জন্মশংসাপত্রে পিতার নাম দিলীপ বর্মন এবং মা'র নাম Protima Barman থাকায় 15.9.2025 দিনহাটা JM (1st. Cl.) কোর্টে 1330 নং অ্যাফিডেভিট বলে পিতা দিলীপ কুমার বর্মন ও মা Pratima Barman হইল। পল্লব বর্মন, সাং- টেপরাই, সাহেবগঞ্জ। (S/M)

•

আমার পুত্রের আধার কার্ড নং 7431 2218 7956 নাম ভুল থাকায় গত 29-10-25 নোটারী পাবলিক, সদর কোচবিহার পঃ বঃ অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার পুত্র Chinmay Roy এবং Chimay Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলো। - Minati Roy, মরিচবাড়ি, খোচাবাড়ি, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার, পিন- 736121. (C/118170)

•

আমি Binay Roy, S/o. Jogendra Nath Roy, ঠিকানা- টেকাটুলি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি। আধার কার্ড নং- 6224 7720 2529, আমার PLI/RPLI (Policy No. R-WB-SG-EA-28633) নামে ভুল থাকায় অ্যাফিডেভিট বলে 21/04/2025 তারিখে এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, জলপাইগুড়ি কোর্টে Binay Roy এবং Binoy Kumar Ray এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম। (C/118870)

Notice
E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide NIT. No-50/BDO/DEV/PHD/APAS/BDN-II-GP/2025-26, Date: 29.10.2025. Last date for Submission of Bids-18/11/2025 at 11.00 A.M. Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.
Sd/- Block Development Officer, Phansidewa Development Block

কর্মখালি

B. Tech/Diploma in Civil, Site Supervisor (Experienced, Fresher) Computer Operator with Tally. Email : sankar54168@gmail.com (C/118875)

•

শিলিগুড়ি সেবক রোড, আশিঘর, চেক পোস্টের জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই (থাকা ফ্রি)। বেতন : 10,000/- - 11,500/-. (M) 98324-89908. (C/118388)

অ্যাফিডেভিট

আমি Md Sontu Mia, S/o. Md Salek Mia, Vill - Sadipur, P.O. J. Kagmari, P.S. Mothabari, Dist. Malda, Pin - 732207. আমার নাম কোর্টে যার No. R1694739. আমার নাম ও আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 29/10/2025-এ E.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Mohammad Sontu Mia এবং Mohammad Salek Mia থেকে Md Sontu Mia, S/o. Md Salek Mia করা হল। (C/118874)

•

আমার Admit Card (WBBSE), রেজিস্ট্রেশন নং 3222 034843, Roll. 803002N No. 0033 এবং Admit Card (WBCHSE) রেজিস্ট্রেশন নং 1232123695, 2023-2024, Roll. 120821 No. 1144 বাবার নাম ভুল থাকায় গত 28-10-25, J.M. 1st Court, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার বাবা Nibas Ch Barman, Nibash Barman এবং Nibhas Chandra Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। আমার বাবার সঠিক নাম Nibhas Chandra Barman সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এই হলফনামা পেশ করলাম। - Rima Barman, পুষনাডাঙ্গা, কোতোয়ালি, কোচবিহার, পঃবঃ। (C/118168)

CINEMA সিনেমা

Now showing at
BISWADEEP
BAAHUBALI : THE EPIC
*ing Prabhas, Rana Daggubati, Anushka Shetty
Time : 1.00 & 5.00 P.M.

Ghani Khan Choudhury Institute of Engineering and Technology
(A Centrally Funded Technical Institute under Ministry of Education, Government of India)
P.O: Narayanpur, Malda - 732 141, West Bengal

Dated: 30.10.2025

Online applications are invited to fill up the various faculty and staff vacancies of the institute in the prescribed format available on the institute website www.gkciet.ac.in from 01.11.2025. Last date of receipt of online application is **30.11.2025**
Any addendum/corrigendum/updates shall be posted only on the Institute website.
Director, GKCIET

BLOCK DEVELOPMENT OFFICER SADAR BLOCK JALPAIGURI
NITNO WB/JAL/SADAR/B.D.O/APAS/17,DATED:29/10/2025 Invited by the undersigned for 04 No's of work under Sadar Block, Jalpaiguri (II) WB/JAL/SADAR/B.D.O/APAS/18,DATED:29/10/2025 invited By the undersigned for 05 No's of work under Sadar Block, Jalpaiguri (III) WB/JAL/SADAR/B.D.O/APAS/19, DATED:29/10/2025 invited by the undersigned 04 No's of work under Sadar Block, Jalpaiguri (IV) WB/JAL/SADAR/B.D.O/APAS/20,DATED:29/10/2025 invited by the undersigned 05 No's of work under Sadar Block, Jalpaiguri Period and time for download of bidding documents: From 29/10/2025 Time: 18.00 Hour To:12/11/2025Time: 14.00 Hours. Please visit on Website:www.wbtenders.gov.in Detailed will be available from the office on all working days.
Sd/-
Block Development Officer
Sadar Block, Jalpaiguri

E-TENDER NOTICE
OFFICE OF THE MAYNAGURI MUNICIPALITY
MAYNAGURI, JALPAIGURI
Notice for Reference:
I. NIeT No.:- WBMAD/e-Tender/11/of EO/APAS/MNM/JAL/2025-26, Vide Memo- 1922/MNM/2025, Date: 29.10.2025
II. Tender ID: 2025_MAD_933782_1 to 15

1	Date of publishing NIeT Documents.(online) (Publishing Date)	30.10.2025 From 6:00 P.M. onwards.
2	Tender Document download start date and time. (online)	30.10.2025 From 6:00 P.M. onwards.
3	Start Date of Bid Submission. (Technical and Financial) (online)	31.10.2025 From 6:00 P.M. onwards.
4	Closing date and time of Bid submission (Technical and Financial) (online).	18.11.2025 Upto 6:00 P.M.
5	Date and time of opening of Technical Proposals (online).	20.11.2025 after 6:00 P.M.

S/d-
Chairman
Maynaguri Municipality

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২০০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২০৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৪৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৪৭০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৪৭১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

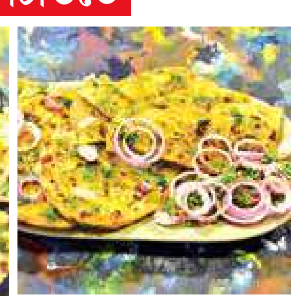

শাশুড়ি-বৌমা পর্বে নবাবি চিকেন আহারি এবং নান পরোটা তৈরি শেখাবেন প্রিয়া পাঠক পান এবং ঝর্ণা পান।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ অগ্নি, দুপুর ১.৩০ বাংলার বধূ, বিকেল ৪.৪৫ আমাদের জননী, সন্ধে ৭.৪৫ রকি, রাত ১০.৩০ হামি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ প্রেমী, দুপুর ১২.৩০ খোকাবাবু, বিকেল ৪.০০ প্রতিবাদ, সন্ধে ৭.০০ চ্যালেঞ্জ, রাত ১০.০০ মন মানে না

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ পুত্রবধূ, দুপুর ১২.০০ মামা ভাগ্নে, ২.৩০ মায়ের আশীর্বাদ, বিকেল ৫.০০ একাই একশো, রাত ১০.৩০ ভালোবাসার ঠিকানা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অপরাহ্নের আলো

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ঘরজামাই

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আমার তুমি

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ সুহাগন, ২.৫০ সিংহম রিটার্নস, বিকেল ৫.০০ রঘুবীর, সন্ধে ৬.৫০ বাগবান, রাত ১০.০০ কুঁয়ারা

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৩৪ এনকাউন্টার শংকর, দুপুর ২.১০ মাসুম, বিকেল ৫.১৩ রাধে, সন্ধে ৭.২৮ গোপী কিশন

জি সিনেমা : সকাল ৯.৪১ এক রিস্তা, দুপুর ১.২৫ হলিডে : আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, বিকেল ৪.৩৪ ভালিমাই, সন্ধে ৭.৫৫ বেবি জন, রাত ১১.১০ বিজনেসম্যান নাম্বার-টু

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.৩৩ ভাগমতী, বিকেল ৩.১২ দ্য ভূতনি, ৫.৩৭ মায়োঁ, রাত ৮.০০ কে থ্রি-কালী কা করিশমা, ১০.৪১ তুম্বাড়

দ্য ভূতনি বিকেল ৩.১২ অ্যান্ড পিকচার্স

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ (অক্টোবর ফিনালে) সন্ধে ৬.০০ সান বাংলা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় আয়ব্যয়ের হিসাব নিয়ে বাবার সঙ্গে মতবিরোধ। বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলোচনা সেরে নিন। বৃষ : অলসতার কারণে কাজে ভুল হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বন্ধুবান্ধবদের কাছে বাড়ির কথা বলবেন না। মিথুন : সামান্য ভুলে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণায় বিদেশে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। কর্কট : জমি, বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জমা পুঁজিতে হাত দিতে হতে পারে। সংসারে আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। সিংহ : বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বেহিসেবি খরচে পকেটে টান পড়বে। সন্তানের পড়াশোনায় টাকার বাধা হতে পারে। কন্যা : চাকরির পরীক্ষায় ভালো ফল করে বড় সুযোগ পাবেন। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে পরিবারে অশান্তি হতে পারে। তুলা : কোনও নিকট আত্মীয়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। দাম্পত্যে সম্পর্কের সমস্যা কাটবে। বৃশ্চিক : দাম্পত্যে ছোটখাটো সমস্যা হলেও বুদ্ধিবলে তা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন। গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। ধনু : বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝামেলা আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। মকর : অপ্রয়োজনীয় খরচে চিন্তা বাড়বে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে বিবাদ মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। কুম্ভ : গুরুজনের পরামর্শে কোনও বড় রকমের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবেন। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বাড়বে। মীন : একাধিক উপায়ে আয়ের পথ সুগম হবে। স্ট্রিট ফুড থেকে দূরে থাকুন। কর্মক্ষেত্রে সুনাম বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৩ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ৯ কার্তিক, ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৩ কাতি, সংবৎ ১০ কার্তিক সুদি, ৮ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৪৫, অঃ ৪।৫৭। শুক্রবার, দশমী রাত্রি ৩।৫৫। ধনিষ্ঠানক্ষত্র দিবা ২।৪৮। বৃদ্ধিযোগ রাত্রি ১।৪৫। তৈতিলকরণ অপরাহ্ণ ৪।১৪ গতে গরকরণ রাত্রি ৩।৫৫ গতে বণিজকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ২।৪৮ গতে বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ৩।৫৫ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি- ৮।৩৩ গতে ১১।২১ মধ্যে। কালরাত্রি- ৮।৯ গতে ৯।৪৫ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১২।১৯ গতে উত্তরেও নিষেধ, রাত্রি ৩।৫৫ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- সাধভক্ষণ নামকরণ মুখ্যান্নপ্রাশন দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান ধান্যনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ২।৪৮ মধ্যে নিষ্ক্রমণ নববস্ত্রপরিধান, দিবা ২।৪৮ গতে বৃক্ষাদিরোপণ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শহিদ স্মরণ দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৪ মধ্যে ও ৭।২৭ গতে ৯।৩৬ মধ্যে ও ১১।৪৫ গতে ২।৩৭ মধ্যে ও ৩।২০ গতে ৪।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৩৯ গতে ৯।১১ মধ্যে ও ১১।৫০ গতে ৩।২২ মধ্যে ও ৪।১৫ গতে ৫।৪৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ব্রাউন প্ল্যান্টহোপারের হানা ধানে

ফসল ঘরে তোলার আগে দিশেহারা কৃষকরা

সৌরভ রায়

হরিরামপুর, ৩০ অক্টোবর : আমন ধান ঘরে তুলতে আর সপ্তাহ দুয়েক বাকি। কিন্তু কৃষকরা স্বস্তির বদলে বেশ অস্বস্তিতেই। কারণ, ফসলে হানা দিয়েছে ব্রাউন প্ল্যান্টহোপার। এই পোকার আক্রমণে ফসলের ক্ষতি হয়। দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুর, কুশমণ্ডি, বংশীহারী, গঙ্গারামপুর, বালুরঘাট, তপন ও হিলি ব্লকে আমন ধানের গাছ মাটিতে নুইয়ে পড়ছে। সেই গাছগুলোতে আর ধানের অস্তিত্ব নেই। ফলে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন কৃষকরা।

হরিরামপুর ব্লকের সৈয়দপুর পঞ্চায়েতের বিনয়নগর গ্রামের কৃষক রবিউল হোসেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে একজন। তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার সকালে মাঠে গিয়ে অবাক হয়ে যাই। তিন বিঘে আমন ধানের জমিতে শোষক পোকার আক্রমণে জমির মাঝে মাঝে ধান গাছ নুইয়ে পড়েছে। একই কথা জানিয়েছেন হরিরামপুর ব্লকের বৈরহাট্টা পঞ্চায়েতের পাটন গ্রামের কৃষক ব্রজেন মাহাতো। তিনি বলেন, দুই বিঘা জমির মাঝে মাঝে শোষক পোকার আক্রমণে ধান শুয়ে পড়েছে। কী করব বুঝতে পারছি না।

ক্ষতিগ্রস্ত জমি পরিদর্শনে আধিকারিকরা।

ক্ষতি

- ধান পাকার আগে হানা ব্রাউন প্ল্যান্টহোপারের
- হরিরামপুর, কুশমণ্ডি, বংশীহারী, গঙ্গারামপুর, বালুরঘাট, তপন ও হিলি ব্লকে ফসলের ক্ষতি হয়েছে
- আমন ধানের গাছ মাটিতে নুইয়ে পড়ছে
- সেই গাছগুলোতে আর ধানের অস্তিত্ব নেই

হরিরামপুরের প্রাক্তন বিধায়ক রফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, শোষক পোকার আক্রমণে হরিরামপুর ব্লকের কয়েকশো কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। যা অন্য বছরের থেকে বেশি। এমন ঘটনা ঘটলে জেলার প্রতিটি ব্লকের কৃষকই বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হবেন বলে জানান সারা ভারত কৃষকসভার জেলা কমিটির সদস্য আবদুল কাফি। শোষক পোকার আক্রমণের কথা অস্বীকার করেননি হরিরামপুর ও কুশমণ্ডি ব্লকের দুই কৃষি আধিকারিক অমলেশ ঘোষ এবং বিক্রমদীপ ধর। অমলেশবাবু দুপুরে ব্লকের প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকা পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, কৃষকদের এই ক্ষতি থেকে বাঁচতে বাংলা শস্যবিমার আওতায় আনার ক্যাম্প শুরু হয়েছে। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা উপ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) অমিত চট্টোপাধ্যায় বলেন, রাজ্যজুড়ে এই পোকার প্রকোপ বেশি। হুগলি জেলায় শোষক পোকার আক্রমণ সবচেয়ে বেশি হলেও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে পোকার আক্রমণ বিপদসীমা পার করে যায়নি। শোষক পোকা মারার জন্য কৃষকদের আমরা কীটনাশক প্রয়োগ করতে বারণ করছি। এতে ধানের মধ্যে সেই কীটনাশক থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। বুধবার রাত থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টি শোষক পোকা নিধনে কাজে আসবে। ডানাবিহীন শোষক পোকার আক্রমণে ধান গাছ মাটিতে নুইয়ে পড়ে। খরগুলিও গোরু খেতে চায় না। এমন ঘটনায় মন ভার কৃষকদের।

মৃতের বাড়িতে স্থানীয়দের জটলা। মোথাবাড়ির ধুলাউড়ি গ্রামে।

মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ

আজাদ

মানিকচক, ৩০ অক্টোবর : গঙ্গা নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে গত সাতদিন ধরে নিখোঁজ মানিকচকের এক মৎস্যজীবী। বছর পঞ্চাশের হরেন চৌধুরী নামে ওই ব্যক্তির বাড়ি চৌকি মির্জাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। গত শুক্রবার সকালে গোপালপুরের কাছে গঙ্গায় মাছ ধরতে যান হরেন। কিন্তু তারপর আর বাড়ি না ফেরায় পরিবারের তরফে মানিকচক থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। তবে এরপর বেশ কয়েকদিন কেটে গেলেও খোঁজ মেলেনি তাঁর। শেষমেশ কোনও পথ না পেয়ে প্রতিদিন গঙ্গা নদীর আশপাশে হরেনের খোঁজ চালাচ্ছেন পরিবারের সদস্যরা।

হরেনের পরিবারে বাবা-মা ছাড়াও রয়েছেন দুই ভাই ও দুই বোন। গত প্রায় ৩০ বছর ধরে গঙ্গায় মাছ ধরেন তিনি। মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করে বাড়ি ফেরেন। অন্যান্য দিনের মতোই গত শুক্রবারও গোপালপুর বালুটোলার গঙ্গায় মাছ ধরতে যান তিনি।

কিন্তু সন্ধ্যা গড়িয়ে যাওয়ার পরও বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকেরা চিন্তিত হয়ে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেন। বালুটোলার বাসিন্দারা হরেনকে নদীতে মাছ ধরতেও দেখেছেন। কিন্তু বাজারে মাছ বিক্রি করতে দেখতে পাননি বলে জানান। গভীর রাত অবধি খোঁজাখুঁজির পর কোনও সন্ধান না পেয়ে শনিবার সকালে ডায়েরি করে পরিবার। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও খোঁজ নেই। আর হঠাৎ করে এই নিখোঁজের ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়েছে এলাকায়।

হরেনের বাবা নরেন চৌধুরী বলেন, 'ছেলে অবিবাহিত। কারও সঙ্গে কোনও বচসা নেই। তারপরও কীভাবে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হল, বুঝতে পারছি না। থানায় জানিয়েছি, কিন্তু কোনও খবর নেই। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করছি।' মানিকচকের বিডিও অনুপ চক্রবর্তী বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখছি। শীঘ্রই নিখোঁজ মৎস্যজীবীকে উদ্ধারের জন্য সমস্তরকম পদক্ষেপ করবে প্রশাসন।'

কী ঘটেছে

- অন্যান্য দিনের মতোই গত শুক্রবারও গোপালপুর বালুটোলার গঙ্গায় মাছ ধরতে যান হরেন
- সন্ধ্যার পরও বাড়ি না ফেরায় পরদিন সকালে থানায় ডায়েরি করে পরিবার
- পুলিশও খোঁজ দিতে না পারায় প্রতিদিন গঙ্গার আশপাশে হরেনের খোঁজ চালাচ্ছে পরিবার

ডুবে মৃত্যু

মোথাবাড়ি, ৩০ অক্টোবর : দিদার বাড়ি ঘুরতে এসে পুকুরে ডুবে মৃত্যু হল এক শিশুকন্যার। মৃত শিশুকন্যার নাম ইসরাত সুলতানা (৬)। ইসরাতের বাবা রনি শেখ পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক। বাড়ি মোথাবাড়ি থানার গঙ্গাপ্রসাদ পঞ্চায়েতের ধুলাউড়ি গ্রামে। বৃহস্পতিবার এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ইসরাত সুলতানা গঙ্গাপ্রসাদ এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়াশোনা করত। এদিন দুপুরে স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফেরে সুলতানা। এরপর সে পাশের গ্রাম বটতলা ধুলাউড়ি গ্রামে দিদার বাড়িতে ঘুরতে যায়। সেই সময় তার দিদা পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিলেন। দিদাকে বাড়িতে দেখতে না পেয়ে বটতলা পুকুর ঘাটে চলে যায় ইসরাত। পুকুরে তার দিদার সঙ্গে স্নান করতে শুরু করে। এরপর সে ডুবে যায় বলে জানা গিয়েছে। পুকুর থেকে ইসরাতকে উদ্ধার করার পর তাকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বিষপানে মৃত

মালদা, ৩০ অক্টোবর : বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হল পরিযায়ী শ্রমিকের। মৃতের নাম রাজু শেখ (২৪)। তিনি ভিনরাজ্যে টাওয়ারের কাজ করতেন। বাড়ি ইংরেজবাজারের লক্ষ্মীঘাট এলাকায়। দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত করছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। পরিবারের দাবি, মাসতিনেক আগে বাপেরবাড়ি চলে যান রাজুর স্ত্রী। এরপর থেকেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। গত বুধবার রাতে অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসা শুরু হওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হয় রাজুর।

কাজের সূচনা

বুনিয়াদপুর, ৩০ অক্টোবর : বুনিয়াদপুর পুরসভার উদ্যোগে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালত চত্বরে পাবলিক টয়লেটের কাজের সূচনা হল। বৃহস্পতিবার কাজের সূচনা করেন উপ পুর প্রশাসক জয়ন্ত কুণ্ডু। পুর প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই কাজের জন্যে ১০ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

ডাম্পার গুঁড়িয়ে দিল ৫টি দোকান

গাজোল, ৩০ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার একটি আঠারো চাকার ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৫টি দোকান গুঁড়িয়ে দেয়। এদিন সকালে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের পাঁচপাড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ডাম্পারটি গাজোল থেকে সামসীর দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডাম্পারটি জাতীয় সড়ক ছেড়ে ফুটপাথে উঠে যায়।

এর ফলে ফুটপাথের পাঁচটি দোকান গুঁড়িয়ে যায়। শেষমেশ একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মেরে ডাম্পারটি থেমে যায়। এই ঘটনায় কেউ নিহত না হলেও কার্তিক কর্মকার নামক এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন।

স্থানীয়দের অনুমান, ডাম্পারের চালক গাড়ি চালাতে চালাতে ঘুমিয়ে পড়ার ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই দুর্ঘটনার ফলে দোকানগুলির মালিক আরতি দাস, সুজন বৈরাগী, প্রহ্লাদ বিশ্বাস, তাপস বিশ্বাস এবং সুচিত্রা আচার্যরা ক্ষতির মুখে পড়েছেন। পুলিশ ডাম্পারটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে। ডাম্পারের চালককে আটক করা হয়েছে।

ভয়াবহ দুর্ঘটনা।। গাজোলে পাঁচপাড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পঙ্কজ ঘোষের তোলা ছবি।

সর্বদলীয় বৈঠক

বৈষ্ণবনগর, ৩০ অক্টোবর : এসআইআর নিয়ে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে, তার জন্য রাজনৈতিক দলগুলির সাহায্য চাইল কালিয়াচক-৩ ব্লক প্রশাসন। বৃহস্পতিবার ব্লক অফিসের হলঘরে এসআইআর সংক্রান্ত সর্বদলীয় বৈঠক হয়। বৈঠকে এসআইআর প্রক্রিয়ার যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। নির্বাচন কমিশনের বিএলও এবং রাজনৈতিক দলগুলির বিএলএ-দের ভূমিকা কী তা তুলে ধরা হয়। ৪ নভেম্বর থেকে বাড়িগুলিতে যাওয়া শুরু হবে বিএলও-দের। তাঁরা কীভাবে এই কাজে সহযোগিতা করবেন, তা এই বৈঠকে তুলে ধরা হয়। বিডিও সুকান্ত শিকদার বলেন, 'এই প্রক্রিয়া প্রশাসনিক দায়িত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সকলের সহযোগিতার মাধ্যমেই তা সম্পন্ন করা সম্ভব।'

গাঁজা বাজেয়াপ্ত

মালদা, ৩০ অক্টোবর : প্রায় ২৫ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা সহ এক কারবারিকে বুধবার রাতে গ্রেপ্তার করল ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। ধৃতের নাম রাজা চন্দা (৩৪)। তাঁর বাড়ি জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি থানার বিবেকানন্দ পাড়ায়। ধৃতকে এদিন ৭ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন করে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

ইংরেজবাজার থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে রথবাড়ি এলাকায় সন্দেহজনকভাবে রাজা চন্দাকে ঘোরাফেরা করতে দেখেন পুলিশকর্মীরা। এরপর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাঁর কাছ থেকে সন্তোষজনক উত্তর না মেলায় রাজার সঙ্গে থাকা ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ২৫ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এরপর প্রাথমিক জেরায় পুলিশ জানতে পেরেছে, বাজেয়াপ্ত হওয়া গাঁজা কোচবিহার থেকে মুর্শিদাবাদের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ধৃতের সঙ্গে আরও এক কারবারি ছিল। তল্লাশির সময় রাজার সঙ্গী শৌচকর্ম করতে গিয়েছিল। তারপর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

তৃণমূল কর্মাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে মামলা

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ৩০ অক্টোবর : করণিক হিসেবে স্কুল থেকে এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি কর্মাধ্যক্ষ হয়ে পঞ্চায়েত সমিতি থেকে, দুই জায়গা থেকে প্রত্যেক মাসে টাকা তোলার অভিযোগ উঠল জাহাঙ্গির আলমের বিরুদ্ধে।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিরোধীদের তরফে নয়, তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে এমন মারাত্মক অভিযোগ তুলেছেন দলেরই নেতা ও কুশমণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ আশরাফ আলি। মামলা গড়িয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। যার শুনানি রয়েছে ৪ নভেম্বর। যা প্রকাশ্যে আসায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে কুশমণ্ডিতে। তবে বিষয়টি নিয়ে সেভাবে কোনও মন্তব্য করতে চাইছেন না প্রশাসনিক আধিকারিকরা। কুশমণ্ডির বিডিও নয়না দে সাফ জানান, তিনি কোনও মন্তব্য করবেন না।

বর্তমান কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে প্রাক্তনের আইনি লড়াইয়ে নতুন করে প্রকট হল তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল। তৃণমূল পরিচালিত কুশমণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি কর্মাধ্যক্ষ জাহাঙ্গির পেশাগতভাবে কুশমণ্ডি ব্লকের সিনিয়ার হাই মাদ্রাসার করণিক।

প্রত্যেক মাসে তিনি করণিক পদের বেতন এবং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষের সাম্মানিক নিচ্ছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন এই পঞ্চায়েত সমিতিরই প্রাক্তন বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ আশরাফ। সেই সময় দলের একাধিক দায়িত্বে থাকলেও, গত নির্বাচনে টিকিট পাননি। দলের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়।

এখন দলীয় কাজে তাঁকে আর সেভাবে দেখা যায় না। আশরাফ বৃহস্পতিবার আদালতে মামলার কাগজ সামনে এনে বলেন, 'পঞ্চায়েত আইন বিরুদ্ধ কাজ করছেন জাহাঙ্গির আলম। তিনি করঞ্জি সিনিয়ার মাদ্রাসায় করণিক পদে চাকরি করে প্রতি মাসে বেতন তোলেন। আবার পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি কর্মাধ্যক্ষ হওয়ার সুবাদে সেখান থেকেও প্রতিমাসে সাম্মানিক নিচ্ছেন।

হইচই কুশমণ্ডিতে

যে কারণে হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করেছি।' এক ব্যক্তি সরকারের দুই জায়গা থেকে সাম্মানিক কিংবা বেতন তুলতে পারেন না বলে জানান হরিরামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রেমচাঁদ নুনিয়া। করঞ্জি সিনিয়ার মাদ্রাসার টিচার ইনচার্জ মিজানুর রহমানকে ফোন করা হলে তিনি তা না ধরায় তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ফোন ধরেননি কুশমণ্ডি ব্লক পঞ্চায়েত আধিকারিক জিয়াউর রহমানও।

যাঁর বিরুদ্ধে এমন মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে, সেই কুশমণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি কর্মাধ্যক্ষ জাহাঙ্গির বলছেন, 'বিষয়টি যখন আদালত পর্যায়ে পৌঁছেছে, তখন আদালতেই এর উত্তর দেব।' কুশমণ্ডি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি করিমুল ইসলামের দাবি, আশরাফ আলি তৃণমূলের কেউ নয়।

রেললাইনের পাশে দেহ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৩০ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার দৌলতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মতিলাল রেলগেট এলাকায় রেললাইনের ধার থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় তরুণের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। রেললাইন সংলগ্ন মাঠে সকালে কৃষকরা চাষ করতে আসেন। তাঁরাই মৃতদেহটি প্রথম দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় হরিশ্চন্দ্রপুর রেলস্টেশনে। রেল পুলিশ এবং হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে। প্রাথমিক তদন্তে জানা যাচ্ছে, বুধবার গভীর রাতে কোনও ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে তরুণের মৃত্যু হয়েছে। যদিও এখনও তরুণের পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদায় পাঠানো হয়েছে।

গলায় ফাঁস

কালিয়াচক, ৩০ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার মোসিমপুর বামনগ্রাম পঞ্চায়েতের সর্দারপাড়া বাগানবাড়ি এলাকায় এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ঘরের সিলিং ফ্যানে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁকে দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। তড়িঘড়ি তাঁকে স্থানীয় সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের নাম সেবাদুল শেখ।

পারিবারিক অশান্তি ও ধারদেনার চাপে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই তরুণ বলে মনে করা হচ্ছে। কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায়চৌধুরী বলেন, 'তরুণের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

চার প্রহরে চার রকম ভোগ দেবীকে

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৩০ অক্টোবর : প্রায় ৫০ বছর আগে শুরু হয়েছিল পুজো। এরপর থেকে নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে রায় পরিবারের নাটমন্দিরে পূজিত হয়ে আসছেন মা জগদ্ধাত্রী। বৃহস্পতিবার চার প্রহরে চার রকম ভোগ দেওয়া হয় দেবীকে। হরিশ্চন্দ্রপুরের রায় পরিবারের জগদ্ধাত্রীপুজো এলাকায় জনপ্রিয়। ওই পুজো দেখতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ ভিড় জমান রায় পরিবারের মন্দিরে।

পরিবারের সদস্য কামনাশীষ রায়ের কথায়, 'বহু বিপদ থেকে আমাদের পারিবারকে সবসময় রক্ষা করে আসছেন দেবী জগদ্ধাত্রী। তাই আজও পরিবারের কোনও শুভ কাজে আগে দেবীকে পুজো দিয়ে আমরা কাজ শুরু করি।'

প্রায় ৫০ বছর আগে ওই পরিবারের এক সদস্য বাড়ির উঠোনে মাটির নীচ থেকে একটি পোড়ামাটির জগদ্ধাত্রী প্রতিমা খুঁজে পান। সেই বছরই পরিবারের আরেক সদস্য ষোড়শী ধর রায় হরিদ্বারে তীর্থভ্রমণে যান। আর সেখানে বড় বিপদের হাত থেকে কোনওক্রমে রক্ষা পান তিনি। এরপরই ঠিক করেন বাড়ি ফিরে এসেই জগদ্ধাত্রীপুজো করবেন।

সেই থেকেই বাড়ির নাটমন্দিরে শুরু হয়ে যায় জগদ্ধাত্রীপুজো। সারাবছর মন্দিরেই থাকে প্রতিমা। এরপর পুজোর আগে সেটা বিসর্জন দিয়ে নতুন প্রতিমা আনা হয়। প্রতিবছর সাবেকি প্রতিমার পুজো করা হয়। পারিবারিক পুজো হলেও হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার বাসিন্দারাও পুজোতে শামিল হন।

হরিশ্চন্দ্রপুরে রায় পরিবারের জগদ্ধাত্রীপুজো।

এই নিয়ে আলাদা এক বিশ্বাস রয়েছে। রায় পরিবারের জগদ্ধাত্রীর কাছে মানত করলে তা পূরণ হয়। এই বিশ্বাস থেকেই গ্রামের প্রচুর লোক সেখানে মানত করতে আসেন বলে জানিয়েছেন পরিবারের প্রবীণ সদস্য তথা প্রাক্তন প্রধান তাপস রায়।

পুজোকে কেন্দ্র করে পরিবারের সদস্যদের আলাদা এক আবেগ কাজ করে। সকলে মিলে পুজোর সব কাজ ভাগ করে নেন। এবারও বিশাল আয়োজন করা হয়েছিল। এদিনই সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘট ভরা হয়। একইদিনে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী পুজো করা হয়। চার প্রহরে পুজো হয়। দেবীকে ভোগ নিবেদন করা হয়। পুরোহিত সমর ভট্টাচার্য বলেন, 'দেবীকে ভাত, লুচি, পোলাও, খিচুড়ি, ফল, পায়েস ইত্যাদি দিয়ে ভোগ নিবেদন করা হয়। পুজোর শেষে যজ্ঞেরও আয়োজন ছিল।'

জেলা শাসককে স্মারকলিপি বামফ্রন্টের

বালুরঘাট, ৩০ অক্টোবর : এসআইআর-এর নামে ভয়, ভীতি ও আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে। এমন অভিযোগ তোলার পাশাপাশি স্বচ্ছতার সঙ্গে নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রকাশের দাবিতে বৃহস্পতিবার জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলা শাসককে স্মারকলিপি দিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বামফ্রন্ট। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক নন্দলাল হাজরা, আরএসপি নেত্রী সুচেতা বিশ্বাস প্রমুখ।

এদিন বামফ্রন্টের শরিক দল সিপিএম, আরএসপি, সিপিআই ও ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা-কর্মীরা প্রথমে নারায়ণপুর এলাকার শ্রমিক কৃষক ভবনে জমায়েত হন। এরপর তাঁরা সেখান থেকে দলীয় পতাকা নিয়ে মিছিল করে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে রাস্তার ওপর মঞ্চ বেঁধে বিক্ষোভ দেখান। এরপর বামফ্রন্টের একটি প্রতিনিধিদল জেলা শাসকের দপ্তরে গিয়ে সাত দফা দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি জমা দেয়।

স্বচ্ছতার সঙ্গে ভোটার তালিকা প্রকাশের দাবিতে বামেদের মিছিল। বালুরঘাটে। ছবি : মাজিদুর সরদার

‘ডিজিটাল যোদ্ধা’দের বৈঠক

বালুরঘাট, ৩০ অক্টোবর : তৃণমূলের হাইকমান্ডের নির্দেশে ডিজিটাল যোদ্ধা কর্মসূচি চালু হয়েছে। বৃহস্পতিবার তৃণমূলের বালুরঘাট শহর কমিটির উদ্যোগে ডিজিটাল যোদ্ধাদের নিয়ে একটি বৈঠক হল পুরসভার সুবর্ণতট সভাকক্ষে। সভায় তৃণমূলের শহর সভাপতি সুভাষ চাকি সহ দলীয় নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ডিজিটাল যোদ্ধা ও আগ্রহী সদস্যরা অংশ নেন। পাশাপাশি মহিলা, যুব, ছাত্র, আইএনটিটিইউসি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিরা সভায় যোগ দেন। সংগঠনের ডিজিটাল প্রচার কর্মসূচি ও ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

রেললাইনে কাটা পড়ে মৃত্যু

তপন, ৩০ অক্টোবর : তপন ব্লকের রামপুরের শিরাহাল এলাকায় রেললাইনে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক তরুণের। মৃতের নাম রতন বর্মন (৩১)। তাঁর বাড়ি শিরাহাল গ্রামের দিঘিপাড়া এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রতন মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। বুধবার রাত থেকে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে রেললাইনের ওপর মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি শনাক্ত করেন। এরপর রেল পুলিশ পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট পুলিশ মর্গে পাঠায়।

লরি ছিনতাই, গ্রেপ্তার ১

রায়গঞ্জ, ৩০ অক্টোবর : বালিবোঝাই লরি ছিনতাইয়ের অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ এজারুদ্দিন। বাড়ি করণদিঘি থানার বিলাসপুরে। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা করে বৃহস্পতিবার তাঁকে রায়গঞ্জ আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষ জামিন দেন। অভিযোগ, তিনি শীতগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের পানিশালা হাটের বাসিন্দা ইজারুল হককে মারধর করে লরি ছিনিয়ে নেন। পরে গাড়ির নথি জাল করেন। এসপি মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, ‘ঘটনার তদন্ত চলছে।’ লরির মালিক ইজারুল বলেন, ‘আটজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছি। পুলিশ নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করুক।’

তৃণমূলের লেটারহেডে নাম নিয়ে ক্ষোভ

বার থেকে পদত্যাগ ৬ আইনজীবীর

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ৩০ অক্টোবর : গঙ্গারামপুর মহকুমা বার অ্যাসোসিয়েশনের কমিটি গঠনের পরদিনই পদত্যাগ করলেন কমিটির ছয় পদাধিকারী। বৃহস্পতিবার সিপিএম এবং বিজেপির সমর্থক আইনজীবীরা আলাদা আলাদাভাবে সাংবাদিক বৈঠক করে পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন। তাঁরা এই কমিটিকে ‘অবৈধ’ বলেও তোপ দেগেছেন। অভিযোগ, তৃণমূলের লিগ্যাল সেলের লেটারহেড কমিটির পদাধিকারীদের নাম লেখা হয়। মোট ৪১ জন আইনজীবীর নামের পাশে রাজনৈতিক পরিচিতি হিসেবে তৃণমূল, বিজেপি বা সিপিএম লেখা ছিল। বার অ্যাসোসিয়েশন একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। সেই সংগঠনের পদাধীকারীদের নাম কোনওভাবেই তৃণমূলের লিগ্যাল সেলের প্যাডে লেখা উচিত না বলে মত পদত্যাগকারীদের। নতুন কমিটির পদাধিকারীরা তাঁদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে না চাওয়ায় এদিন সিপিএম এবং বিজেপি সমর্থিত আইনজীবীরা ডাকযোগে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন। পদত্যাগকারীদের আরও অভিযোগ, বুধবার অনুষ্ঠিত ওই দ্বিবার্ষিক সভায় কয়েকজন আইনজীবী কমিটি নিয়ে আপত্তি জানালেও সভাপতি সহ আরও কয়েকজন আইনজীবী তাঁদের বক্তব্যকে গুরুত্ব দেননি। এই বিষয়ে রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষামন্ত্রী এবং বার অ্যাসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত সভাপতি বিপ্লব মিত্র বলেন, ‘এখনও পর্যন্ত এ ধরনের অভিযোগ পাইনি। তবে সবার সঙ্গে আলোচনা করে এবং প্রত্যেকের মতামত নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে।’

এদিন সিপিএম সমর্থক চার আইনজীবী পদত্যাগ করেন। তাঁদের নাম রঞ্জিত সাহা, মানবেশ রায়, গোকুল সরকার ও আবুল কালাম আজাদ। এদিন বিজেপি সমর্থক দুই আইনজীবীও কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। তাঁরা হলেন, প্রদীপকুমার সরকার ও অজিতকুমার সরকার।

পদত্যাগ প্রসঙ্গে বিজেপি সমর্থক আইনজীবী অজিত বলেন, “সভায় কমিটি নির্বাচন নিয়ে ভোট নেওয়া হয়নি। হয়নি মতবিনিময়ও। বরং আগে থেকেই তৈরি করা সদস্যদের তালিকাকে ‘সর্বসম্মত’ বলে জোরপূর্বক ঘোষণা করে কমিটি গঠন করা হয়। যা অগণতান্ত্রিক। তাই এই সিদ্ধান্ত।”

এই বিষয়ে সিপিএম সমর্থক আইনজীবী রঞ্জিত সাহা বলেন, ‘বার অ্যাসোসিয়েশন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লড়াই করে। সেই সংগঠনেই যদি অগণতান্ত্রিকভাবে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের আইনি অধিকারের সুরক্ষা কীভাবে নিশ্চিত হবে?’ কমিটি গঠন হতে বুধবার রাত হয়ে গিয়েছিল বলে তাঁরা এদিন পদত্যাগ করলেন বলে রঞ্জিত জানিয়েছেন। আরেক আইনজীবী মানবেশ রায় বলেন, ‘বার অ্যাসোসিয়েশন কোনও রাজনৈতিক মঞ্চ নয়। আমরা আইনজীবী। এই ঘটনা বার অ্যাসোসিয়েশনের ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করেছে।’

নতুন কমিটির সম্পাদক শ্যামল পাল সাফাই দিতে গিয়ে বলেন, ‘সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে সর্বসম্মতিক্রমে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কেউ পদত্যাগ করলে করার কিছু নেই। অফিশিয়াল এখনও কারুর পদত্যাগপত্র পাইনি।’

বার অ্যাসোসিয়েশনের কমিটি নিয়ে এই চাপানউতোর ভবিষ্যতে আইনি জটিলতার দিকে মোড় নিতে পারে বলে আইনজীবী মহলের ধারণা।

বার অ্যাসোসিয়েশন থেকে পদত্যাগের পর সিপিএমের আইনজীবীরা।

যা ঘটেছে

- বার কমিটি থেকে ৪ সিপিএম এবং ২ বিজেপি সমর্থক আইনজীবীর পদত্যাগ
- বার অ্যাসোসিয়েশনের কমিটির নাম তৃণমূলের লিগ্যাল সেলের প্যাডে লেখা হয়েছিল বলে অভিযোগ
- কমিটি নিয়ে সদস্যদের মতামত নেওয়া হয়নি বলে দাবি বিরোধী আইনজীবীদের

সংঘ ঘনিষ্ঠকে দায়িত্ব

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ৩০ অক্টোবর : আরএসএস-এ ভরসা বিজেপির। সংঘ পরিবার ঘনিষ্ঠদের হাতেই বিধানসভা নির্বাচনের ব্যাটন তুলে দিতে চাইছে ৬, মুরলীধর সেন লেন। যেমন, দক্ষিণ দিনাজপুরে বিস্তার পালকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সংঘের সুবোধ সরকারকে। সুকান্তের গড়ে কুমারগঞ্জের সুবোধকে দায়িত্ব দেওয়ার আরও একটি কারণ, জেলার ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্র তাঁর চেনা হাতের তালুর মতো। স্বাভাবিকভাবেই ঘরের ছেলের দায়িত্বে উচ্ছ্বসিত বিজেপি। তবে, শাসকদলের দাবি, জেলায় জোড়া ফুলের বাইরে কোনও ফুল ফুটবে না।

২১-এর ভোটে ছয়টির মধ্যে তিনটি করে আসন দখল করেছিল তৃণমূল ও বিজেপি। ২৪-এর লোকসভা ভোটে সুকান্ত দ্বিতীয়বার জিতে যান। কিন্তু লোকসভার সঙ্গে বিধানসভা ভোটের বিস্তর পার্থক্য রয়েছে, অজানা নয় বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের। যা মাথায় রেখেই গতবারের তিনটি আসন দখলে রাখার পাশাপাশি তৃণমূলের থেকে আসন ছিনিয়ে নেওয়ার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করতে সুবোধকে বিস্তার পালকের দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত। '২১-এর ভোটে ৩টি আসন জয়ের ক্ষেত্রে সুবোধের সক্রিয় ভূমিকা ছিল বলে দলের একটা অংশ মনে করেন।

এনিয়ে কোনও মন্তব্য করছেন না সুবোধ। বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী বলছেন, ‘বিস্তার পালক দলের একটি বিশেষ পদ ও দায়িত্ব। বিস্তার পালক দলের কাজকে ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি সংগঠনকে শক্তিশালী করবেন। সাংগঠনিক শক্তির ভিত্তিতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে জেলার ছয়টি আসনেই আমরা জয় পাব।’ তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল বলেন, ‘সংগঠনকে শক্তিশালী করতে বিজেপি নতুন পদের সৃষ্টি করেছে বলে শুনছি। তবে মানুষ বিজেপিকে ভোট দেবেন না।’

হিলিতে টিএমসিপি’র গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তেজনা

ফ্লেক্স লাগাতে বাধা

বিধান ঘোষ

হিলি, ৩০ অক্টোবর : বালুরঘাট কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের গোষ্ঠীকোন্দলের রেশ পড়ল হিলি গভর্নমেন্ট কলেজেও। বৃহস্পতিবার দুপুরে হিলি কলেজের মূল দরজায় ফ্লেক্স লাগানো নিয়ে যুযুধান দু’পক্ষের টানাপোড়েনে উত্তেজনা ছড়াল। দলীয় শৃঙ্খলাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ফ্লেক্স লাগানো হয়েছে বলে ব্লক কনভেনারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন কলেজের ইউনিট প্রেসিডেন্ট। পালটা ইউনিট প্রেসিডেন্টের গরহাজিরা নিয়ে সরব হয়েছেন ব্লক কনভেনার।

বুধবার দুপুরে বালুরঘাট কলেজ পরিসরে, সদ্যঘোষিত তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি সৃঞ্জয় সান্যালের প্রবেশ ঘিরে গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে চলে আসে। তারপরই বৃহস্পতিবার হিলি গভর্নমেন্ট কলেজের সদর দরজায় নবনিযুক্ত নামাঙ্কিত ফ্লেক্স লাগাতে গেলে দু’পক্ষের বাগবিতণ্ডায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, সৃঞ্জয় অনুগামী তথা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ব্লক কনভেনার বাবিন দাসকে ফ্লেক্স লাগাতে বাধা দেন হিলি কলেজের ইউনিট প্রেসিডেন্ট। দু’পক্ষের মধ্যে ফ্লেক্স লাগানো নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হয়। যদিও বাবিন, কলেজের মূল প্রবেশপথে ফ্লেক্স লাগিয়ে দেন।

এই প্রসঙ্গে হিলি গভর্নমেন্ট কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিট সভাপতি আহাদ মণ্ডল বলেন, ‘আমাদের কলেজের গেটে ফ্লেক্স লাগানো হচ্ছে বলে ইউনিট সদস্যদের কাছ থেকে জানতে পারি। কয়েকজন সমাজবিরোধী ও বিজেপি কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে এসে কলেজের গেটে ফ্লেক্স লাগিয়েছেন ব্লক কনভেনার বাবিন। কলেজে তিনি আসছেন বা ফ্লেক্স লাগাবেন, আগাম সূচি আমাকে বা ব্লকের আরেক কনভেনার বিশাল ঘোষকে জানানো হয়নি।’

এর সঙ্গে আহাদ আরও বলেন, ‘বাবিনকে কখনও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে পাশে পাওয়া যায় না। হঠাৎ করে তিনি এসে ফ্লেক্স লাগাচ্ছেন! যাঁদের সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কয়েকদিন আগে মহিলাদের সম্মানহানির অপরাধে মামলা হয়েছে। রাজ্য সভাপতির কাছে অনুরোধ, এভাবে সমাজবিরোধীদের নিয়ে রাজনীতি করায় টিএমসিপির বদনাম হচ্ছে।’

অভিযোগ উড়িয়ে বাবিন বলেন, ‘গতকাল ইউনিট সভাপতি ও ব্লক কনভেনারকে ফ্লেক্স লাগানোর কথা জানিয়ে আজ ১২টায় আসতে বলেছিলাম। জেলা থেকে ফ্লেক্স পাঠায়নি। আমি নিজের টাকা দিয়ে ফ্লেক্স ছাপিয়ে লাগিয়েছি। কলেজ ইউনিটের শৃঙ্খলা আমার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। সমাজবিরোধী কাকে বলছে, জানা নেই। আমরা সবাই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সৈনিক।’

সংগঠনের জেলা সভাপতি সৃঞ্জয় বলেন, ‘আমি ব্যক্তিগতভাবে ফ্লেক্স লাগাতে বলিনি। কারা ফ্লেক্স লাগাচ্ছিল, কারা বাধা দিয়েছে, জানি না। খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

এই ফ্লেক্স লাগানো নিয়ে যত কাণ্ড। -সংবাদচিত্র

বাগবিতণ্ডা

- বালুরঘাট কলেজ পরিসরে জেলা সভাপতি সৃঞ্জয় সান্যালের প্রবেশ ঘিরে গোষ্ঠীকোন্দল শুরু
- বৃহস্পতিবার হিলি গভর্নমেন্ট কলেজে দু’পক্ষের বাগবিতণ্ডায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায়
- সৃঞ্জয় অনুগামী তথা ব্লক কনভেনার বাবিন দাসকে ফ্লেক্স লাগাতে বাধার অভিযোগ
- যদিও বাবিন কলেজের মূল প্রবেশপথে ফ্লেক্স লাগিয়ে দেন

বিদ্যুৎ বিল বাকি, সংযোগ ছিন্ন শৌচালয়ে

মালদা, ৩০ অক্টোবর : জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য সরকারের তরফে তৈরি করা হয়েছে শৌচালয়। আর সেই শৌচালয়ে যাওয়ার মুখেই বাধা দিলেন শৌচালয়ের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা কর্মী। কারণ, শৌচালয়ের বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকায় বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। তাই শৌচালয়ে জল না থাকায় তা ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার পোস্ট অফিস মোড়ে থাকা শৌচালয়ে শৌচকর্ম করতে এসে অনেককেই ফিরে যেতে হল।

শৌচালয় রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা রামু চৌধুরী বলেন, ‘কয়েকদিন আগে বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে লোক এসে জানান, শৌচালয়ের বিদ্যুতের বিল বাকি রয়েছে। বিল পরিশোধ না করলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। এরপর গতকাল সন্ধ্যায় শৌচালয়ের বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি চেয়ারম্যানকে জানিয়েছি।’

এবিষয়ে চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর বক্তব্য, ‘জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য সমস্ত শৌচালয় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে করা হয়। আমরা শৌচালয়গুলিতে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লোক রেখেছি। এদিন আমাদের কাছে খবর আসে পোস্ট অফিস মোড়ে থাকা শৌচালয়ের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফ থেকে আমাদের কোনও নোটিশ দেওয়া হয়নি।’ তিনি আরও বললেন, ‘সমস্ত শৌচালয়গুলির বিদ্যুতের বিল একত্রিত করে কলকাতা থেকে বিদ্যুৎ দপ্তরে দেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে আমি বিদ্যুৎ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। কিছুক্ষণ আগে বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে ফোন করে জানানো হল শৌচালয়ের বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।’

মালদা বিদ্যুৎ দপ্তরের রিজিওনাল ম্যানেজার সৌমেন দাস বললেন, ‘ওই শৌচালয়টি সেন্ট্রালি ট্যাগিং না থাকায় এই সমস্যা হয়েছিল। পুরসভা থেকে বিষয়টি জানতে পেরে ওই শৌচালয়কে সেন্ট্রাল ট্যাগিং করে সমস্যার সমাধান করে দেওয়া হয়েছে।’

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

অপরূপ।। আলিপুরদুয়ারের লেপচাখাতে ছবিটি তুলেছেন অনুপম চৌধুরী।

মেশিনের বাক্সে লুকিয়ে মাদক পাচারের ছক

গ্রেপ্তার ২ নাবালক সহ মোট ৪

বরুণকুমার মজুমদার

ডালখোলা, ৩০ অক্টোবর : বাংলা-বিহার সীমান্ত এলাকা কানকির ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের মজলিসপুরে বুধবার অভিনব পদ্ধতিতে পোর্টেবল ওয়েল্ডিং মেশিনের বাক্সর ভেতরে মাদক ভর্তি করে দিনের বেলাতেই পাচারের চেষ্টা চলছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, অভিযান চালিয়ে সেই অপচেষ্টা ভেস্তে দিল ইসলামপুর পুলিশ। উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ মাদক যার বর্তমান বাজারদর প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সূত্র মারফত খবর পেয়ে বুধবার মজলিসপুরে একটি সরকারি বাসে অভিযান চালিয়ে ১ কেজি ৫৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ দুই নাবালককে আটক করে চাকুলিয়া থানার কানকি ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃত দুজনের বাড়ি মালদা জেলার কালিয়াচক থানা এলাকায়, বলে জানিয়েছেন ইসলামপুর জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা। তিনি জানিয়েছেন, পোর্টেবল ওয়েল্ডিং মেশিনের ক্যারি বক্সের মধ্যে মাদক ভর্তি করে অন্য কোথাও পাচারের ছক এঁটেছিল কারবারিরা। এক্ষেত্রে ১৫টি প্যাকেটে মাদক বহন করছিল তারা। ধৃত দুই নাবালককে বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ জুভেনাইল কোর্টে তোলা হয়েছে।

বুধবার অন্য আরেকটি ঘটনায় কানকি ফাঁড়ির পুলিশ রাতে নয়ানগরে নাকা তল্লাশি চালিয়ে একটি ছোটগাড়ি থেকে প্রায় ৬১৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত সহ চালক ও গাড়ির মালিককে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত চালক আনোয়ার আলম ও গাড়ির মালিক আবুল কালাম উভয়েরই বাড়ি কানকি পুলিশ ফাঁড়ি এলাকায়। আনোয়ার ও আবুলের ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজত চেয়ে বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ স্পেশাল কোর্টে পাঠানো হয়েছে।

ডালখোলায় এর আগে সরকারি বাসে মাদক পাচারের চেষ্টা হয়েছে। মাঝেমধ্যেই ডালখোলাকে করিডর করে ব্রাউন সুগার সহ বিভিন্ন ধরনের মাদক পাচার হওয়ায় উদ্বেগ বাড়ছে।

ডালখোলা

নয়া কৌশল

- এবারে পোর্টেবল ওয়েল্ডিং মেশিনের ক্যারি বক্সে মাদক পাচার
- নাবালকরা সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকবে অনুমান করে তাদেরকে কাজে লাগানো হচ্ছে
- সাম্প্রতিক অতীতে বিপুল অঙ্কের মাদক উদ্ধারে সাফল্য পুলিশের মনোবল বাড়িয়েছে, দাবি অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের

উদ্ধার হওয়া মাদক। - সংবাদচিত্র

হরিশ্চন্দ্রপুরে হুরহুরিয়ামেলা

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৩০ অক্টোবর : আদিবাসী সম্প্রদায়ের শতাব্দীপ্রাচীন হুরহুরিয়ামেলা বুধবার শেষ হল। মঙ্গলবার হরিশ্চন্দ্রপুরের গড়গড়ি মাঠে এই মেলা শুরু হয়েছিল। এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন এই মেলায় অংশ নেন। আদিবাসী গান এবং নৃত্যের তালে মেলা শেষ হয়।

স্থানীয় আদিবাসী তরুণ কার্তিক ওরাওঁ বলেন, ‘এই মেলা আদিবাসীদের সংস্কৃতির অংশ। মেলার প্রথম দিনকে বলা হয় ঝান্ডা হুরহুরিয়া। মেলা উপলক্ষ্যে এই দিন আদিবাসী তরুণরা সাদরি ভাষায় গান করেন এবং সেই গানের তালে তালে নৃত্যের ছন্দে মেতে ওঠেন।’

হরতাল ওরাওঁ এই মেলার অন্যতম একজন উদ্যোক্তা। তিনি বলেন, ‘ভাইফোঁটার পরে তিথি অনুযায়ী গড়গড়ি মাঠে আমরা এই মেলার আয়োজন করি। মেলায় আদিবাসী তরুণ ও তরুণীরা নৃত্যে মেতে ওঠেন। আয়োজন করা হয় আদিবাসী গানের।’

বাইজু ওরাওঁ একজন আদিবাসী শিল্পী। তিনি বললেন, ‘মেলা উপলক্ষ্যে এলাকার আদিবাসী ফুটবল টিমগুলিকে নিয়ে একটি নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। হরিশ্চন্দ্রপুর থানা গড়গড়ি, হলদিবাড়ি, বাইশা তেঁতুলবাড়ি, নিমগাছি এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ মেলায় অংশগ্রহণ করেন।’

শেষযাত্রায় বাজনা

তপন, ৩০ অক্টোবর : জীবদ্দশায় জানিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর কেউ যেন শোক না করে— বরং বাজনা বাজিয়ে, আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে যেন তাঁকে বিদায় জানায়। সেই ইচ্ছাই পূরণ হল নয়াবাজার গোপালপুরের শতায়ু বিজলি ভুঁইয়ার। ১১৫ বছর বয়সে বৃহস্পতিবার তিনি পরলোকগমন করেন। বিজলি ভুঁইয়ার জন্য ফুলে সাজানো খাটিয়া, পাশে বাজছে ব্যান্ডপার্টি। নাচানাচি করছে তাঁর আত্মীয়রা। অনেকে বলছেন, এই প্রথম এমন শেষযাত্রা দেখলাম।

বিজলির নাতি সনাতন ভুঁইয়া বলেন, ‘ঠাকুমা বলতেন, তাঁর মরার পর কেউ যেন না কাঁদে। তাঁর ইচ্ছা ছিল, সবাই মিলে বাজনা বাজিয়ে যাতে তাঁকে শেষ বিদায় জানায়। তাই এদিন নয়াবাজারের দুর্গাপুর শ্মশানে ব্যান্ড বাজনার মধ্যেই ধুমধাম করে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

চিকিৎসক সংকটে কুমারগঞ্জ হাসপাতাল

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ৩০ অক্টোবর : প্রায় দেড় মাস আগের ঘটনা। কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে ঢুকে এক ব্যক্তি ফেসবুক লাইভ করায় বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। তিনি পরিষেবার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। ওই প্রশ্ন একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো নয়।

প্রতিদিনের রোগীর চাপ আর চিকিৎসকের ঘাটতিতে যে হাসপাতালের পরিষেবা বজায় রাখা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাই মাঝেমধ্যেই গ্রামীণ হাসপাতালে আসা রোগীদের বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। যদিও বিএমওএইচ ডাঃ সৌমিত্র সাহা বলেন, ‘হাসপাতালে পরিষেবা ভালো দেওয়া হয়। বড় কোনও খামতি নেই। শুধু চিকিৎসক সংখ্যা কিছুটা বাড়লে আরও ভালোভাবে কাজ করা যেত।’

কুমারগঞ্জ ব্লকের আটটি পঞ্চায়েত এলাকার মানুষের চিকিৎসার জন্য একমাত্র ভরসা কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতাল। তবে বর্তমানে ওই হাসপাতাল চিকিৎসক সংকটে ভুগছে। মাত্র তিনজন স্থায়ী চিকিৎসক রয়েছেন সেখানে। যার মধ্যে একজন হলেন ব্লক মেডিকেল অফিসার অফ হেলথ (বিএমওএইচ) ডাঃ সৌমিত্র সাহা নিজেই। প্রশাসনিক দায়িত্বের কারণে তাঁকে দিনভর অফিসের নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, ফলে রোগী পরিষেবায় সরাসরি সময় দেওয়া তাঁর পক্ষে প্রায়ই সম্ভব হয় না। এছাড়া, রয়েছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট মেডিকেল অফিসার ডাঃ পঙ্কজ ঘোষ।

কুমারগঞ্জ ব্লকের পাশাপাশি গঙ্গারামপুর ব্লকের চালুন ও অশোকগ্রাম পঞ্চায়েতের একটি অংশের মানুষও ওই হাসপাতালে আসেন চিকিৎসা করানোর জন্য। ফলে প্রতিদিন রোগীর চাপ থাকেই। সেখানে নার্সের সংখ্যা দশজন ও ইমার্জেন্সিতেও দশজন কর্মী রয়েছেন। ডাক্তার কম থাকায় নার্স ও ইমার্জেন্সির কর্মীদের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছে।

অনেকক্ষেত্রেই রোগীদের সামান্য পরিষেবা দিয়ে অন্যত্র রেফার করা হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, বর্তমানে বালুরঘাট ব্লক হাসপাতাল থেকে ডাঃ সাগর বেসরা অস্থায়ীভাবে এসেছেন। বটুন ও দিওর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (পিএইচসি) থেকে দুজন চিকিৎসককে সাময়িকভাবে এনে কাজ চালানো হচ্ছে। একজন ডেন্টাল সার্জন ডাঃ গৌরব দাস, তিনিও অস্থায়ীভাবে আসেন।

ওই হাসপাতালে শুধুমাত্র নরমাল ডেলিভারি হয়। সিজারিয়ান বা অন্য কোনও বড় অপারেশনের জন্য রোগীদের বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। এক রোগীর আত্মীয় রেজিনা বিবি বলেন, ‘কুমারগঞ্জ হাসপাতালে জটিল রোগের চিকিৎসা হয় না। সামান্য জ্বর, সর্দিকাশির ওষুধ দেওয়া হয়। আর বাকি সময় বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়।’

শুধু তাই নয়, ওই হাসপাতালে পরিকাঠামোগত সমস্যাও রয়েছে। সেখানে যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে কুকুর ও বিড়াল ঘোরাফেরা করে। যেখানে-সেখানে আবর্জনা ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে। কুমারগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি থেকে দেওয়া একটি জলের মেশিন দীর্ঘদিন ধরে বিকল। যদিও বাকি তিনটি মেশিন কাজ করছে। সবমিলিয়ে ওই হাসপাতাল চিকিৎসক ও পরিকাঠামোগত সমস্যায় ধুঁকছে। তাই সেখানে দ্রুত চিকিৎসক নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন সকলে।

হত্যায় ধিক্কার

মধ্যপ্রদেশে কৃষকের ওপর গাড়ি চালিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে ধর্মতলায় ধিক্কার সভা করল পশ্চিমবঙ্গ কিষান খেত মজদুর তৃণমূল কংগ্রেস।।

ধর্ষণে বহিষ্কার

রামপুরহাট পুরসভার কাউন্সিলার প্রিয়নাথ সাউকে ধর্ষণ, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস সহ একাধিক অভিযোগে বহিষ্কার তৃণমূলের। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই সিদ্ধান্ত।

নাতনি 'খুন'

আলমারি থেকে দেহ উদ্ধার কাণ্ডে এবার মৃত নাবালিকার ঠাকুমা প্রতিমা সিংহ নিজের ছেলে-বউমার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন। তাঁর দাবি, নাতনিকে খুন করা হয়েছে।

হেনস্তায় আটক

কলকাতা মেডিকেলে মহিলা জুনিয়ার চিকিৎসককে হেনস্তার ঘটনায় এক অভিযুক্তকে আটক করল পুলিশ। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের কাছ থেকে তাঁকে আটক করা হয়েছে বলে খবর পুলিশ সূত্রে।

মা গো তুমি জগজ্জননী...

উত্তর কলকাতার এক জগদ্ধাত্রী পুজোমণ্ডপে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

'মেয়েরাই বেশি মদ খায়'

রানাঘাটের অতিরিক্ত সুপারের মন্তব্যে নীতি পুলিশির অভিযোগ

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : মহিলারাই এখন মদ খেয়ে তাণ্ডব করে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের বাগে আনা যাচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন নদিয়ার রানাঘাট পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার লাল্টু হালদার। তাঁর এই মন্তব্যে রীতিমতো বিতর্ক তৈরি হয়েছে। রাজ্য পুলিশের একজন কর্তা হয়ে কীভাবে প্রকাশ্যে তিনি এই মন্তব্য করলেন, তা নিয়ে নিন্দায় সরব হয়েছেন সমাজের বিশিষ্টজনেরা।

গত সপ্তাহে নদিয়ার শান্তিপুরে জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রস্তুতি নিয়ে একটি বৈঠকে গিয়েছিলেন লাল্টু। সেখানেই পুজো উদ্যোক্তাদের সামনে তাঁর একটি ভাষণের ভিডিও (ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) ভাইরাল হয়েছে। সেই ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'আমার বলতে লজ্জা করছে, আপনাদের শোভাযাত্রায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তরুণীরা মদ খেয়েছেন। এটা যদি শোভাযাত্রার শোভা হয়, তাহলে তার নিন্দা করি। বাড়ির মেয়েরা যদি এরকম হয়ে যান, তবে সমাজ উচ্ছন্নে চলে যায়। মহিলাদের বাগে আনা যাচ্ছে না।'

পুজো উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'মহিলারা যেভাবে অত্যাচার করছেন, অন্যায়ভাবে প্রশাসনের সঙ্গে অসহযোগিতা করছেন, আপনারা এটা খেয়াল রাখুন। ছেলেদের থেকে মেয়েরাই বেশি মদ খান এখন। যা সমাজকে আরও বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।'

কী বলছেন

- আপনাদের শোভাযাত্রায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তরুণীরা মদ খেয়েছেন। এটা যদি শোভাযাত্রার শোভা হয়, তাহলে তার নিন্দা করি। বাড়ির মেয়েরা যদি এরকম হয়ে যান, তবে সমাজ উচ্ছন্নে চলে যায়। মহিলাদের বাগে আনা যাচ্ছে না।
- মহিলারা যেভাবে অত্যাচার করছেন, অন্যায়ভাবে প্রশাসনের সঙ্গে অসহযোগিতা করছেন, আপনারা এটা খেয়াল রাখুন। ছেলেদের থেকে মেয়েরাই বেশি মদ খান এখন। যা সমাজকে আরও বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।
- মেয়েরা বাড়িতে মদ খেয়ে এসে পুলিশের সঙ্গে কথা বলছেন। এটা দেখতে খারাপ লাগে। এবছর কালীপুজোর শোভাযাত্রায় মেয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মদ খাচ্ছেন, এটা লজ্জার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, 'মেয়েরা বাড়িতে মদ খেয়ে এসে পুলিশের সঙ্গে কথা বলছেন। এটা দেখতে খারাপ লাগে। এবছর কালীপুজোর শোভাযাত্রায় মেয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মদ খাচ্ছেন, এটা লজ্জার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে।'

যদিও তাঁর এই ধরনের মন্তব্য প্রকাশ্যে আসায় তিনি দাবি করেছেন, তিনি শুধু নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। শান্তিপুরে বামাকালী ভাসানের সময় যা দেখেছেন, সেটাই বলেছেন। রাস ও জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন। তবে এই ভিডিও কী করে ভাইরাল হল তা তিনি জানেন না।

তাঁর এই ধরনের মন্তব্যের নিন্দা জানিয়ে বিশিষ্ট সমাজবিদ মীরাতুন নাহার বলেন, 'পুলিশ নামক পদে যাঁরা এখন চাকরি করছেন তাঁরা যথার্থ অর্থে স্বাধীনচিত্ত মানুষ থাকছেন না। তাঁরা অনুগত দাস হিসেবে কাজ করছেন। অখণ্ড মানবজাতির দু'টি অঙ্গ পুরুষ ও নারী। এই সত্যটাকে এরা কালো চশমাতে ঝাপসা চোখে দেখছে।'

সমাজবিদ পবিত্র সরকার বলেন, 'আমি এই ধরনের কোনও রেকর্ড শুনিনি বা দেখিনি যে মদ্যপানের জন্য মেয়েদের বেশি করে থানায় ধরে আনা হচ্ছে। উচ্চবিত্ত পরিবারে হতে পারে। তবে সমাজের সর্বস্তরে বিষয়টি রয়েছে সেটা আমার মনে হয় না। প্রচারে আসার জন্য হয়তো এই ধরনের মন্তব্য করেছেন।'

নিয়োগের পরীক্ষার ফল প্রথম সপ্তাহে

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে একাদশ-দ্বাদশ স্তরের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফলপ্রকাশ করবে স্কুল সার্ভিস কমিশন। দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হবে নবম-দশম স্তরের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফল। এসএসসি সূত্রে খবর, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উভয় স্তরে ফলপ্রকাশের পর সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া শুরু হবে। বহু পরীক্ষার্থী দু'টি স্তরেই পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তাই জটিলতা এড়াতে প্রথমে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে। তারপর তাঁদের নিয়োগের তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন। একাদশ-দ্বাদশের প্রক্রিয়া মিটলে তারপরই মাধ্যমিক স্তরের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

একাদশ-দ্বাদশ

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে যাঁরা সুযোগ পাবেন, তাঁরা যাতে মাধ্যমিক স্তরের কাউন্সেলিংয়ে আবেদন না করেন, সেই কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ১২ হাজার ৫১৪ ও মাধ্যমিক স্তরে ২৩ হাজার ২১২ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। শিক্ষা দপ্তর জানিয়েছে, একাদশ-দ্বাদশ স্তরের ওএমআর শিটের চূড়ান্ত স্ক্যানিং ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে চূড়ান্ত উত্তরপত্র। ফলপ্রকাশের আগে তা কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করে দেওয়া হবে।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বেতন কাঠামো নবম-দশমের তুলনায় অনেকটাই বেশি। কোনও পরীক্ষার্থী যদি দু'টি স্তরের পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হন, তাহলে তিনি দুটি স্তরের নিয়োগ প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। সেইদিকে কঠোর নজর রাখবে এসএসসি। আগেই ঘোষণা হয়েছিল, ৭ নভেম্বরের মধ্যে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়ে যাবে। সেই ঘোষণা মেনেই সমস্ত প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে কমিশন। ৩ নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে যাবে নতুন নিয়োগের জন্য শিক্ষাকর্মীদের আবেদন প্রক্রিয়া। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে স্বচ্ছভাবে নিয়োগের ওপরেই নজর রাখছে কমিশন।

কাজে যোগ অধিকাংশ বিএলও'র

শাস্তিতে নরম কমিশন

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : কমিশনের হুমকিতে অধিকাংশ কাজে যোগ দিলেও কিছু বিএলও এখনও তাঁদের সিদ্ধান্তে অনড়। তবে বিএলওদের কাজে ফেরানোর বিষয়টি নিয়ে এখনই শাস্তিমূলক পদক্ষেপের বদলে নরমে-গরমে তা সারতে চাইছে কমিশন।

বুধবার ১৪৩ জন বিএলও'কে কার্যত নোটিশ ধরিয়ে বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার মধ্যে কাজে ফেরার নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। বিএলওদের সতর্ক করে কাজে না ফিরলে প্রয়োজনে তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ এমনকি সাসপেন্ড করা হতে পারে বলেও জানিয়েছিল কমিশন।

জেলায় জেলায় কারা কাজে যোগ দিলেন, আর কারা অনুপস্থিত রইলেন, তার তালিকা বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টার মধ্যে জেলা প্রশাসনকে পাঠানোর নির্দেশও দিয়েছিল সিইও-র দপ্তর। সূত্রের খবর, এদিন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের কাছে বিএলওদের উপস্থিতি নিয়ে জানতে চান রাজ্যের সিইও দপ্তরের এক আধিকারিক। সেখানেই জেলা প্রশাসনের তরফে বিএলওদের কাজে যোগ দেওয়া নিয়ে কমিশনকে আশ্বস্ত করা হয়েছে।

তবে কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতার মতো কয়েকটি জেলায় কিছু বিএলও এখনও কাজে না ফেরার সিদ্ধান্তে অনড়। এদিন এই প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেন, 'জেলা নির্বাচনি আধিকারিকদের স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিএলওদের কাজে ফেরানোর দায়িত্ব জেলা প্রশাসনের। এই বিষয়ে সিইও দপ্তর থেকে কোনও পদক্ষেপ করা হবে না। যদি একজন বিএলও অনুপস্থিত থাকেন, তাঁর জায়গায় বিকল্প বিএলও দিতে হবে। কোনওভাবেই এসআইআর-এর প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হতে দেওয়া যাবে না।

৪ নভেম্বর থেকে শুরু হবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা যাচাইয়ের কাজ। সেই কাজ করবেন সংশ্লিষ্ট বুথের বিএলওরাই। ফলে কোনও বুথে বিএলও না থাকলে ওই বুথের এসআইআর-এর কাজ করা যাবে না। সেই কারণে প্রয়োজনে অনুপস্থিত বিএলও-র জায়গায় বিকল্প হিসেবে নতুন বিএলও নিয়োগ করতে হবে জেলা প্রশাসনকেই। এককথায় বিএলও বিষয়টি জেলা প্রশাসনের ঘাড়েই ছাড়ল কমিশন। ফলে কোনও জেলার কোনও বুথে বিএলও-র অভাবে কাজ থমকে গেলে তার দায় নিতে হবে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকেই।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এসআইআর শুরুর মুখে বিএলওদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করলে কমিশনকেই বিপাকে পড়তে হত। অতীতে সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করতে গিয়ে নবান্নের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছিল কমিশন। এমনিতেই নিরাপত্তা নিয়ে আশ্বাস না পাওয়ায় কমিশনের ওপর ক্ষুব্ধ বিএলওরা। সেই কথা মাথায় রেখেই বিষয়টি নরমে-গরমে সারতে চাইল কমিশন।

তবে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে কাজে যোগ না দেওয়া বিএলও'র জায়গায় নতুন বিএলও নিয়োগের বিষয়টি জেলা প্রশাসনের ওপর ছাড়ায় বিএলও নিয়োগে ফের পক্ষপাতের অভিযোগ ওঠার আশঙ্কা থাকছে।

বাম-কংগ্রেসের কাছে ভোট প্রার্থনা শমীকের

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : বিজেপি এসআইআরের নামে এনআরসি করছে, তৃণমূলের এই প্রচারের ধাক্কায় এসআইআর শুরুর আগেই কার্যত চাপে বিজেপি। চাপ এতটাই বিধানসভা ভোটের ভোটার তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার আগেই বাম, অতিবাম ও কংগ্রেসের কাছে ভোট প্রার্থনা করে বসলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বাম-কংগ্রেস সহ বিরোধীদের কাছে শমীকের আবেদন, বুকে পাথর রেখে এবারের মতো বাম হাতে বিজেপির জন্য বাটনটা টিপে দিন। তারপর দেখা যাবে।

এনআরসি আতঙ্কে মৃতের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে তৃণমূল। তৃণমূলের এই প্রচারে সিঁদুরে মেঘ দেখছে বিজেপি। দেশে এই মুহূর্তে কোথাও এনআরসি না থাকলেও স্রেফ আতঙ্ক তৈরির জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে তাঁর দলের নেতারা এই প্রচার করছেন বলে অভিযোগ করেছে গেরুয়া শিবির। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী

বলেছেন, ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গাছ থেকে কেউ পড়ে গিয়ে মারা গেলেও সিএএ, এনআরসি আতঙ্কে মারা গিয়েছে বলে প্রচার করবে তৃণমূল। মুখে যাই বলুক, তৃণমূলের এই প্রচার যে এসআইআর সহ বিধানসভা ভোটে প্রভাব ফেলতে পারে তা উড়িয়ে দিচ্ছে না বিজেপি। আর সেই কারণেই তৃণমূলের এই প্রচারকে অপপ্রচার বলে পালটা দাবি করার সঙ্গেই বিরোধী বাম-কংগ্রেস এমনকি অতি বামদের কাছে টানতে চাইছে বিজেপি। এদিন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'একটা রাজ্য প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। যদি শেষ রক্ষা করতে চান, তাহলে এই নির্বাচনে কিছুদিনের জন্য বুকে পাথর রেখে বাম হাতে বিজেপির বাটনটা টিপে দিন। বাম-কংগ্রেস, অতি বাম এমনকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যাঁরা ঘাম-রক্ত ঝড়িয়ে ক্ষমতায় এনেছিলেন, তাঁদের কাছেও বিজেপি এই অনুরোধ করছে।'

সিআইআই এডুকেশন ইস্ট সামিট ২০২৫-এ প্রদীপ আগরওয়াল, শমিত রায় সহ অন্যরা।

শিল্প দিয়েই শিক্ষা, বদলাচ্ছে ভবিষ্যতের ক্লাসরুম

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে বেরিয়ে পড়ুয়াদের শিল্পমুখী হতে হবে। এই ভাবনার ওপরেই জোর দিচ্ছে সর্বভারতীয় প্রযুক্তি শিক্ষা পর্ষদ (এআইসিটিই)। একই সঙ্গে পাঠ্যক্রমকে সরাসরি বাস্তব কাজের সঙ্গে যুক্ত করতে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির পূর্বাঞ্চল শাখাও। পড়ুয়াদের সামনে আরও ইন্টার্নশিপ, দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের নতুন দরজা খুলে দেওয়ার জন্য তারা শুরু করেছে 'ইন্ডাস্ট্রি–অ্যাকাডেমিয়া যাত্রা'। বৃহস্পতিবার কলকাতায় আয়োজিত সিআইআই এডুকেশন ইস্ট সামিট ২০২৫-এ এই কথাই জানালেন বিশিষ্টজনেরা।

শিল্প আর শিক্ষার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না হলে পড়ুয়াদের উন্নতি অসম্ভব। এদিন বিশিষ্টজনেরা একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর এই সমাজে ছোট থেকেই পড়ুয়াদের প্রযুক্তিগত হাতেখড়ি দিতে হবে। অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও চ্যান্সেলর প্রফেসর (ড.) সমিত রায়ের কথায়, পূর্ব ভারত তার দক্ষতা দিয়ে জাতীয় শিক্ষা উন্নয়নে আদর্শ মডেল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রাখে। তার জন্য পড়ুয়াদের ব্যবসায়িক উদ্যোগে ঝোঁক বাড়াতে হবে বলেই মনে করেন এআইসিটিই-র প্রধান সমন্বয় আধিকারিক ড. বুদ্ধ চন্দ্রশেখর।

তবে দেশের উন্নয়নে এগিয়ে আসতে হবে প্রথম প্রজন্মের উদ্যোক্তাদেরও। নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করতে জাতীয় শিক্ষানীতি মেনে শুরু করতে হবে নতুন ক্লাসরুম ব্যবস্থা। সেখানে শেখানো হবে পুঁথিগত জ্ঞানকে বাস্তবে কীভাবে ব্যবহার করা যায়। পাঠ্যক্রমও হতে হবে প্রযুক্তিনির্ভর। এই নীতি মেনে ইতিমধ্যেই ক্লাসরুম সাজানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে রাজ্যের প্রথম সারির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি। টেগা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান মদন মোহাঙ্কা বলেন, '২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশে পরিণত করতে হলে পড়ুয়াদের ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতা তৈরির পাশাপাশি নারীদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বাড়াতেও জোর দেওয়া প্রয়োজন।'

সোমবার মন্ত্রীসভার বৈঠক

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : একটানা ছুটির পর আগামী সোমবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মাঝে হঠাৎ করে উত্তরবঙ্গে নজিরবিহীন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মুখ্যমন্ত্রীকে দু'দুবার ছুটে যেতে হয় সেখানে। বিপর্যস্ত জেলাগুলিতে নিজে থেকে দুর্যোগ কবলিত মানুষের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যাপারে সক্রিয় ও সদর্থক পদক্ষেপ করেন তিনি। আর এই ব্যস্ততার জন্য রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকও ডাকা সম্ভব হয়নি। বেশ কয়েকটি দপ্তরের কাজও বকেয়া পড়ে গিয়েছে।

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের খবর, এই কারণেই সোমবার সতীর্থ মন্ত্রীদের নিয়ে মন্ত্রীসভার বৈঠক ডেকেছেন তিনি নবান্নে। বুধবার নবান্ন সূত্রে খবর, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কাজের পর্যালোচনার পাশাপাশি দু'একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও নেওয়া হতে পারে মন্ত্রীসভার বৈঠকে।

উদ্বেগে শরণার্থীরা

দাবি বিরোধীদের

রিমি শীল

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : এসআইআর ঘোষণার পরেই একের পর এক মৃত্যুর ঘটনা ক্রমশ প্রকাশ্যে এসেছে। এই আতঙ্ক ক্রমশ উদ্বেগ তৈরি করছে শরণার্থী হয়ে এদেশে আসা মানুষজনেদের মধ্যে। এমনটাই মত বাম-কংগ্রেসের। তারা মনে করছে, দীর্ঘদিন আগে বা সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিবেশী দেশ থেকে আসা মতুয়া সহ শরণার্থীদের মধ্যে নথিপত্র নিয়ে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতি তৈরি করেছে বিজেপি। এসআইআরের নেপথ্যে এনআরসি বা সিএএ কার্যকর হলে অনেকেই বেনাগরিক হওয়ার আশঙ্কা করছেন। এই পরিস্থিতিতে আতঙ্ক দূর করতে ইতিমধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় কৌশল নিচ্ছে বিরোধীরা।

এসআইআর ঘোষণার পরেই সুর চড়িয়েছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। ভয় পেয়ে হঠকারী সিদ্ধান্ত না নেওয়ার বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সুরে সিপিএম ও কংগ্রেসের যুক্তি, সাতের দশকে বহু হিন্দু শরণার্থী এই দেশে এসেছেন। অনেকে দীর্ঘদিন ধরে এই রাজ্যে বসবাস করছেন। উদ্বাস্তু অবস্থায় আসার পর তাঁরা রয়ে গিয়েছেন। বিশেষত কোনও কারণবশত বহু মানুষের কাছে যথাযথ নথিপত্র নেই। অথচ নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য নথিপত্রকেই প্রামাণ্য ধরে নেওয়ায় আশঙ্কার বাতাবরণ তৈরি করছে। ইতিমধ্যেই আতঙ্ক দূর করতে সমাজমাধ্যমে প্রচার শুরু করেছে সিপিএম। নির্বাচন কমিশনের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর বক্তব্য, 'এসআইআর বর্তমানে মানুষের কাছে ত্রাসে পরিণত হয়েছে। মানুষকে সচেতন করে পরিচ্ছন্নভাবে কাজ করতে হবে। কোনও দলীয় স্বার্থের পক্ষে কাজ করা যাবে না। বিএলওর দায়িত্ব অনুযায়ী কাজ করতে হবে।' জেলায় জেলায় এসআইআরের নামে আতঙ্ক ছড়ানোর বিরুদ্ধে একাধিক কর্মসূচি নিয়েছেন তাঁরা। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলি, এসআইআরের সঙ্গে সঙ্গে বিজেপি সিএএ ক্যাম্প করছে। দুটিকে এক জায়গায় মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাই আতঙ্ক তৈরি হচ্ছে। যাঁরা আতঙ্ক ছড়াচ্ছেন, তাঁরা কি বুঝতে পারছেন আতঙ্কটা শুধু মুসলিমদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই? হিন্দুরাও আতঙ্কে রয়েছেন। দীর্ঘদিন আগে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে আতঙ্ক রয়েছে। পরিবারের কারোর জমি থাকলেও তার নেপথ্যে যার কথা আসছে সেই পুরোনো নথিপত্রের খোঁজ তাঁদের কাছে নেই। দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা এখানকার নাগরিক। কিন্তু তাঁদের কাছে কাগজ নেই। তাই কি তাঁরা বিপদে পড়বেন? আমাদের প্রশ্ন সেটাই।' সিপিএমের এক রাজ্য কমিটির নেতার কথায়, 'প্রচুর গরিব মানুষ যাঁরা ওপার বাংলা থেকে এসেছিলেন কিন্তু কোনও কারণে নথি হারিয়েছেন বা যাঁরা বিশেষ কারণবশত সম্প্রতি এসেছেন তাঁরাও আতঙ্কে রয়েছেন। এর বিরুদ্ধে আমরা ক্যাম্প করছি। বিভিন্ন কর্মসূচি নিচ্ছি।' সিপিএম নেতা শমীক লাহিড়ির মতে, 'এর দায় নিতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। আমরা বিভিন্ন পথসভা, লিফলেট বিলি, পাড়ায় পাড়ায় কর্মসূচির মাধ্যমে আতঙ্ক কাটানোর চেষ্টা করছি।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'আমরা সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর নিয়ে মামলা করতে চলেছি। এসআইআর যেমন চলছে চলুক কিন্তু তার মধ্যে নির্বাচনি প্রক্রিয়া যাতে না আসে।' রাজনৈতিক মহলের মতে, উদ্বাস্তু ভোট নিয়ে চিন্তিত সিপিএম ও বিজেপি। তারই মধ্যে এসআইআর ঘোষণার পরে একের পর এক মৃত্যু অনুঘটকের কাজ করেছে। এক সময় সিপিএমের পক্ষে থাকা উদ্বাস্তু ভোট পরবর্তীতে অধিকাংশ তৃণমূলের ঝুলিতে গিয়েছে। বিজেপির অন্যতম আদি সংগঠন উদ্বাস্তু সংগঠন। এই পরিস্থিতিতে আতঙ্কের বাতাবহে বিরোধীরা চাইছে এই ভোটের একাংশ তাদের কাছে ফিরুক। তাই নিজেদের মতো কৌশল নিচ্ছে তারা।

দুর্গাপুরের ধর্ষণে ২০ দিনে চার্জশিট

দুর্গাপুর ও কলকাতা, ৩০ অক্টোবর: বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণের ঘটনায় ২০ দিনের মধ্যে চার্জশিট পেশ করল পুলিশ। শীঘ্রই এই ঘটনায় বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে। সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় জানান, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ১৮টি সেকশনে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে। নির্যাতিতার সহপাঠীর বিরুদ্ধেই শুধুমাত্র ধর্ষণের ধারা উল্লেখ রয়েছে। সহপাঠীই মূল অভিযুক্ত। বাকি ৫ জনের মধ্যে অপু বাউরি, শেখ নাসিরুদ্দিন ও শেখ ফিরদৌসের বিরুদ্ধে গণধর্ষণ, তোলাবাজি, ডাকাতির ধারা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শেখ রিয়াজউদ্দিন ও সফিক শেখের বিরুদ্ধে ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ধারা রয়েছে। তাড়াতাড়ি যাতে বিচার শুরু ও শেষ করা হয় তা দেখা হচ্ছে।

ছোট কাঁধে গুরুদায়িত্ব বিক্রমের

রিমি শীল

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : 'ফল নেবে গো ফল...', হাঁক দিচ্ছে দৃপ্ত এক কণ্ঠস্বর। ফলবোঝাই ভ্যানটি ঠেলে নিয়ে এগোচ্ছে ধুলোমাখা বছর ১২'র দুটো হাত। চোখে, মুখে ক্লান্তির ছাপ। পড়ার ফাঁকে সময় বের করে ফল বিক্রি করে চাঁদপাড়ার বিক্রম সুতার। বাস্তব তাকে এই বয়সেই শিখিয়েছে সংসারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে। প্রশাসন নানা আশ্বাস দিয়েছিল, কিন্তু বাস্তবায়ন হয়নি। পাঁচ বছরের বোন ও মাকে নিয়ে তার পরিবার। বাবা ছেড়ে গিয়েছে সাত বছর আগে। সেই থেকেই শুরু অসম লড়াই। দায়িত্বভার কাঁধে নিয়ে বিক্রম যেন এখন সংসারের অভিভাবক হয়ে উঠেছে।

বনগাঁর চাঁদপাড়ায় ১২ বছরের বিক্রমের কাঁধে পরিবারের দায়িত্ব। মা পরিচারিকার কাজ করেন। মাসে ৫০০০ টাকায় সংসার চলে না। যে বয়সে কাঁধে স্কুলের ব্যাগ, হাতে পেন-পেনসিল থাকার কথা, সেই বয়সে ছোট্ট দু'টি হাত ফলবোঝাই ভ্যান ঠেলে। আগে ট্রেনে হকারি করে সংসার চালাত। বনগাঁ, গোবরডাঙা বা হাবড়া লোকালে কখনও বাড়িতেই মুখরোচক খাবার প্যাকেটে পুরে, কখনও নিত্যপ্রয়োজনীয় মহিলাদের দ্রব্যাদি নিয়ে হকারি করত সে। ধার করে বিক্রির জিনিস কিনে তা বেচে আবার ধার মেটাতে হয় তাকে। 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে ছোট্ট বিক্রম বলে, 'বিডিও অফিস থেকে বলেছিল, আমি ছোট বলে হকারি না করতে। ওরা নাকি মাসে ৫০০০ টাকা করে দিয়ে যাবে। কই দু'মাস তো কেটে গেল, কিচ্ছু দেয়নি। কিন্তু আমাদের তো চলতে হবে। তাই এখনও মাঝেমধ্যে হকারি চালাচ্ছি।'

সংসারের দায় সামলে কী করে পড়াশোনা চালায় সে? বলল, 'পড়াশোনা

পড়াশোনা সামলে পথে হকারি।

না করলে হবে? বোন হওয়ার পরই বাবা বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছেন। বোনের তখন দু'মাস। ঠাকুমারাও বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল আমাদের। আমরা ভাড়া বাড়িতে উঠলাম। মাকে অনেক কষ্ট করতে দেখেছি। তাই আমিই বাধ্য হয়ে নেমেছি রোজগার করতে।' তার মা ইতি সুতার বললেন, 'ও এখন ফল বিক্রি করে আর মাঝেমধ্যেই ট্রেনে হকারি করে।' সমাজমাধ্যমের দৌলতে অনেকেই যোগাযোগ করেন বিক্রমের সঙ্গে। সে বলল, 'অনেকে যোগাযোগ করে এসে চাল, ডাল, খাবার দিয়ে যায়। কোনওভাবে চলে যায়।' বোনকেও স্কুলে ভর্তি করিয়েছে বিক্রম। টাকার অভাবে নেই গৃহশিক্ষক। না, সকাল হলে মায়ের বানানো জলখাবার খেয়ে দিন শুরু হয় না বিক্রমের। পাড়ার মোড়ে কোনও এক গলির বাতাসে ভেসে বেড়ায় তার সুর। নিজের স্বপ্নের দাম চুকিয়ে সে বাঁচিয়ে রাখছে একাধিক স্বপ্ন। বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদারকে প্রশ্ন করতে তিনি বললেন,'আমার কাছে এখনও এমন কোনও খবর নেই। তবে স্থানীয় প্রশাসনের থেকে খবর নিয়ে নিশ্চয় ব্যবস্থা নেব।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৬১ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৩ কার্তিক ১৪৩২

এসআইআর জুজু

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) চালু হওয়ার দিনই তুলকালাম পশ্চিমবঙ্গে। নিজের মৃত্যুর জন্য এনআরসি-কে দায়ী করে উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটির এক প্রৌঢ় আত্মঘাতী হয়েছিলেন। পরদিন কোচবিহারের দিনহাটার একজন এসআইআর আতঙ্কে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে নিজেই দাবি করেন। তার পরের দিন আবার বীরভূমের ইলামবাজারে আরও একজন গলায় দড়ি দিয়ে একই কারণে আত্মঘাতী হয়েছেন বলে অভিযোগ।

মাসকয়েক আগে কলকাতার নেতাজিনগরে সিএএ ও এনআরসি আতঙ্কে অপর একজন আত্মঘাতী হয়েছিলেন বলে অভিযোগ। বোঝাই যাচ্ছে অভিযোগগুলি যদি সত্যি হয়, তবে তার মানে এসআইআর আতঙ্ক ক্রমশ ডালপালা মেলছে। রাজ্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এসআইআর শুরু হবে ৪ নভেম্বর। তিন মাসে তিন পর্বে তা শেষ হবে। প্রতিটি জেলায় মহকুমা শাসক ও জেলা শাসকের অফিসে সহায়তাকেন্দ্র খুলছে নির্বাচন কমিশন।

অনিচ্ছুক ৬০০ বিএলও কাজে যোগ না দিলে শাস্তি দেওয়া হবে বলেও কমিশন হুমকি দিয়ে রেখেছে। এই কর্মযজ্ঞের প্রাক্কালে শাসক ও বিরোধী পক্ষের তর্জায় বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসআইআর নিয়ে তোপ দাগছেন সেই জুন-জুলাই থেকে। বিহারে ভোটার তালিকায় লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়া নিয়ে তুমুল শোরগোল চলছিল তখন।

মুখ্যমন্ত্রী বরাবরই বলে চলেছেন, এরাজ্যে একজন ভোটারের নামও বাদ পড়তে দেবেন না তিনি। একই হুমকি দিয়েছেন দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলায় জেলায় তৃণমূল নেতাদের আগেই সতর্ক করে দিয়েছে শীর্ষ নেতৃত্ব। ২০০২ সালের ভোটার তালিকা ধরে সব বাড়ি ঘুরে শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে তৃণমূল কর্মীদের। বরং এসআইআর নিয়ে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি কিছুটা দিশাহীন। অন্য দুই বিরোধী সিপিএম এবং কংগ্রেস ততটা সক্রিয় নয়।

বিএলএ নিয়োগ নিয়েও তৃণমূল বাদে বাকি দলগুলি পড়েছে মহাসমস্যায়। এসআইআর নিয়ে তৃণমূল আগে থেকেই সিরিয়াস। অভিষেকের সঙ্গে এখন প্রায়শ আলোচনা করছেন দলনেত্রী। জেলায় জেলায় তৃণমূল বিএলএ-দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা যেন বিএলওদের পিছুধাওয়া করেন। অর্থাৎ বিএলও কোনও বাড়িতে গেলে তৃণমূলের বিএলএ-রা যেন সেখানে হাজির হন এবং নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে কি না, সেদিকে কড়া নজর রাখেন।

একদিকে জোড়াফুল শিবিরের চরম তৎপরতা, অন্যদিকে পদ্ম শিবিরের দিশাহীনতা স্পষ্ট। এসআইআর নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রোজই অন্তত একবার হুংকার ছাড়েন, এরাজ্যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে। তিনি দলের বিএলএ টু-দের নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁরা যেন বিএলও-দের ওপর চৌকিদারি করেন। আবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার মনে করেন, বাংলায় কোটি নাম বাদ পড়ার বিষয়টি জল্পনামাত্র।

বিরোধী দলনেতা হামেশাই প্রায় ২ কোটি ভোটারের নাম বাদ পড়ার যে হুমকি দিচ্ছেন, সেব্যাপারেও রাজ্য বিজেপির একাংশের তীব্র আপত্তি। নদিয়া সহ কয়েকটি জেলার পুরোনো নেতারা মনে করেন, এতে পদ্ম শিবিরের কোনও লাভ হবে না, উলটে ক্ষতি হবে। সামনে বিধানসভা নির্বাচন। সারাক্ষণ যদি লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদের ভয় দেখানো চলতে থাকে, তাহলে ফায়দা তুলবে তৃণমূলই। মানুষ বিজেপির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন।

শুভেন্দু অধিকারীর লাইনকে তাই হঠকারী এবং আত্মঘাতী বলে দলের মধ্যে সমালোচনা হচ্ছে। কিন্তু যাঁকে নিশানা করে তাঁদের সমালোচনা, তাঁর ভ্রূক্ষেপই নেই। ২০২১ সালের ভোটে তৎকালীন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে বিজেপি ৭৭টি আসন জিতেছিল। পদ্ম শিবিরে সেই দিলীপ এখন ব্রাত্য। এসআইআর শেষপর্যন্ত বিজেপির ঝুলিতে কোনও লাভ এনে দেবে কি না, তা অনিশ্চিতই।

অমৃতধারা

দুঃখ আছে বলিয়াই তুমি দুঃখজয়ী বীর হইবার সুযোগ পাইতেছ। মৃত্যু আছে বলিয়াই মৃত্যুঞ্জয় মহাশিব হইবার তোমার সার্থকতা। যখন সব হারাইবে, তখনই সব পাইবে। দেওয়াই পাওয়া, না দিতে পারাই রিক্ততা, শূন্যতা ব্যর্থতা। সুখলাভ যখন তোমার ঈশ্বরের প্রীতি-সম্পাদনের জন্য তখন ইন্দ্রিয়-সংযম তোমার সহজাত সম্পদ। ঈশ্বরের প্রীতিকেই জীবনের লক্ষ্য কর। আপন স্বরূপের পানে তাকাইয়া সীমার সহিত অসীমের সখ্যতা অনুধাবন কর। আদির ভিতরে অন্তকে দেখা, চিরচঞ্চলের ভিতরে নিত্যস্থিরকে জানা- ইহাই যোগ। পরকে আপন বলিয়া জানিবার উপায় নিজেকে ও তাহাকে একই ভগবানের সন্তান বলিয়া মানিয়া লওয়া।

- শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

কেল্টিক সভ্যতার এক টুকরো বেঁচে

আইরিশরা হ্যালোউইনের প্রথা নিয়েছিল কেল্টিকদের থেকে। আমেরিকা একে স্কুলের শিক্ষার অংশ করে নিয়েছে।

রুমি বাগচী

আমেরিকায় এসে প্রথম হ্যালোউইন দেখে খুব অবাক হয়েছিলাম। ভূত নিয়ে উৎসব! বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ভূত-পেত্নী, দৈত্য-দানো, রাক্ষসের মুখোশ পরে বাড়ি বাড়ি যায় হাতে কুমড়োর বাস্কেট ঝুলিয়ে। সব বাড়িও কঙ্কাল, ভয়ংকর সব রক্তমাখা মুখ এসব দিয়ে সাজায়। সঙ্গে হাড়হিম করা নানারকম শব্দ হয়। বাচ্চারা গেলে ওদের বাস্কেটে চকোলেট দেয়।

ভারতে আমাদের ছোটবেলায় এই হ্যালোউইন জন্ম নেয়নি। কিন্তু সংস্কৃতি তো জলের মতো, সব সময়ই এদিক থেকে ওদিকে বয়ে যায়। একটির সঙ্গে অন্যটির অবিরত মিশ্রণ ঘটে। তাই এখন ভারতের নানা শহরেও হ্যালোউইন, ভ্যালেন্টাইন্স দিবস, মাতৃ দিবস এসব অনেকে পালন করে। আজকাল ইন্টারনেটের জন্য সংস্কৃতি আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

আমেরিকারও কিন্তু এই হ্যালোউইন নিজস্ব নয়। ১৮০০ সালে আইরিশরা আমেরিকায় প্রথম আসে। সঙ্গে নিয়ে আসে জ্যাক-ও-ল্যান্টার্ন'এর এই প্রথা। গোল মোটা কুমড়োকে কেটে ভূত, রাক্ষসের মুখ বানিয়ে তার ভেতরে মোমবাতি রেখে বাড়ির সামনে রেখে দেওয়া। আইরিশরা আবার এই প্রথা নিয়েছিল কেল্টিকদের থেকে আর এখন সারা আমেরিকা একে আপন করে নিয়ে স্কুলের শিক্ষার অংশ করে নিয়েছে।

অক্টোবর মাস ক্যালিফোর্নিয়ায় ফসল ওঠার সময়। রোদের মেজাজ অনেক নরম, চারিদিকে গাছের পাতারা রং বদলানোর জন্য তৈরি। আমেরিকার খামারগুলোতে সবুজ পাতার মাঝে রাশি রাশি সোনার তালের মতো কুমড়ো উঁকি দিচ্ছে। সারাদিন মিষ্টি রোদ থেকে ক্লোরোফিল নিচ্ছে আর সন্ধ্যা হলে সমুদ্রের ভেজা হাওয়ায় শরীর জুড়োচ্ছে। পরিণত কুমড়োগুলোকে কেটে নিয়ে খড়ের গাদার ওপর যত্নে সারি সারি সাজিয়ে রাখা --চারপাশ আলো করা সোনার রঙের কুমড়ো। অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে জ্যাক-ও-ল্যান্টার্ন বানানো শুরু হবে।

সময় হয়ে গিয়েছে, এই কুমড়োরা এখন বসে অপেক্ষা করছে, কখন আসবে তারা। ক্যালিফোর্নিয়ার স্কুলবাসগুলোর রং-ও এই কুমড়োগুলোর মতো হলুদ। একটার পর একটা বাস এসে দাঁড়াবে আর তার থেকে দুদ্দাড় করে নামবে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল, ছুটে যাবে কুমড়োগুলোর কাছে। এটা ধরবে, ওটা দেখবে। তারপর মনমতো একটা কুমড়ো তুলে নেবে হাতে। শিক্ষক দাম মেটাবেন। এরপর খড়ের গাদায় লাফালাফি করে খেলবে। খড়বোঝাই গাড়িতে চড়ে ঘুরবে। খামারবাড়িতে কিছু পশুপাখিও থাকে। তাদের খেতে দেওয়াটাও দারুণ আনন্দের। এই পুরো ব্যাপারটাই শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ফসলের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়া শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। আমেরিকার স্কুলে সবচেয়ে প্রিয় ফিল্ড ট্রিপ অক্টোবর মাসের এই কুমড়ো খামারে যাওয়া।

খামারবাড়ির এই কৃষকদের প্রায় সবাই নাম করা কলেজ থেকে কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে ব্যাচেলর্স অথবা মাস্টার্স করেছেন। কেউ কেউ রিসার্চ করে বেশকিছু গবেষণাপত্রও লিখেছেন। উচ্চশিক্ষিত ও বিদগ্ধ সব কৃষক। চাষের সর্বোন্নত প্রযুক্তিতে দক্ষ এইসব কৃষকদের কথা শুনলে ও চেহারা দেখলে মনে হয় যেন কোনও নামী কলেজের প্রফেসর। এই ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট হাতে পামকিনগুলোকে বুকে জড়িয়ে ধরে বাড়ি নিয়ে যায়। তারপর বাবা ওটাকে ছুরি দিয়ে কেটে ভূতের মুখ বানায়। ছোট্ট ছেলেমেয়েরা হাত ঢুকিয়ে ভেতর থেকে সব শাঁস, বিচি বের করে মাকে দেয় কুমড়োর পাই বানানোর জন্য।

তারপর বাটির মতো কুমড়োটার ভেতরে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি রেখে সেই জ্যাক-ও-ল্যান্টার্ন বাড়ির দরজায় রাখা হয়। বাড়ি, অফিস, দোকান, স্কুল-কলেজ, পার্ক– সর্বত্র পুরো অক্টোবর মাস হলুদ কুমড়োরা বারান্দায়, সিঁড়িতে, টেবিলে, বাগানে শোভা বাড়ায়। আর চারপাশে গাছের রঙিন পাতা ঝরে ঝরে পড়তে থাকে। চোখজুড়োনো হেমন্ত ছড়িয়ে থাকে সবখানে। কুমড়োর গাছ, ভুট্টার গাছ কীভাবে চিনতে হয়, একটা ফুল থেকে কেমন করে কুমড়ো হয়, একটা শিষ থেকে ভুট্টা, কোন মাটিতে কীভাবে চাষ করতে হয়, ফার্ম পশুদের লালনপালন করা সব-ই শিক্ষার অঙ্গ।

কেন ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত? কারণ পয়লা নভেম্বর কেল্টিকদের নববর্ষ। কেল্টিকদের পশ্চিম ইউরোপের আদিবাসী বলা যায়। যেমন আয়ারল্যান্ড, ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ইত্যাদি দেশের আদি মানুষ। কেল্টিকরা বিশ্বাস করত, ছেড়ে যাওয়া প্রিয়জনদের আত্মারা নতুন বছর শুরুর ঠিক আগের মুহূর্তে আরেকবার এই পৃথিবীতে আসে। তাঁদের স্বাগত জানাতেই এই হ্যালোউইন। তাই এই জ্যাক-ও-ল্যান্টার্ন থাকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত, যে রাতে হ্যালোউইন।

হ্যালোউইনের রাতে দলবেঁধে ছেলেমেয়েরা প্লাস্টিকের কুমড়োর মতো দেখতে বাস্কেট হাতে ঝুলিয়ে জ্যাক-ও-ল্যান্টার্ন সাজানো বাড়িগুলোতে গিয়ে দরজায় নক করে। আর দরজা খুলে বড়রা বাস্কেটে লজেন্স, চকোলেট ভরে দেয়। যতক্ষণ না তাদের হাতের বাস্কেট উপচে পড়ে, ওরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়।

আইরিশ উপকথায়, কিপ্টে জ্যাক একদিন শয়তানকে তার সঙ্গে পানীয় খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে এবং তাকে বোঝায় যে তুমি নিজেকে পালটে একটি মুদ্রায় পরিণত করো। তাহলে সেটা দিয়ে আমরা পানীয়টি কিনতে পারব। কিন্তু যখনই শয়তান সেটা করল, জ্যাক সেটা খরচ না করে নিজের পকেটে একটি রুপোর ক্রুসের সঙ্গে রেখে দিল যাতে শয়তান আর নিজের রূপ ফিরে না পায়। পরে জ্যাক এই শর্তে শয়তানকে মুক্তি দেয় যে এক বছরের মধ্যে জ্যাক যদি মারা যায়, তবে সে জ্যাকের আত্মা নিতে আসবে না।

পরের বছর আবার জ্যাক শয়তানকে একটি গাছে উঠে একটি ফল পেড়ে দিতে বলে, শয়তান যেই গাছে ওঠে জ্যাক গাছের গায়ে ক্রুস চিহ্ন এঁকে দেয় যাতে শয়তান আর নামতে না পারে। আবার একই শর্ত করে, এবার ১০ বছরের। এর কিছুদিনের মধ্যেই জ্যাকের মৃত্যু হয়। ঈশ্বর তাকে স্বর্গে নেন না। বিরক্ত শয়তানও তাকে নরকে না নিয়ে অন্ধকার এক রাতে পাঠিয়ে দেয়, পথ দেখার জন্য দেয় শুধুমাত্র একটি জ্বলন্ত অঙ্গার। জ্যাক একটি মুলো কেটে তার মধ্যে সেটি রেখে অন্ধকার রাতে হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

সেই থেকে আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের মানুষ মুলো কেটে ভয়ংকর সব মুখ বানিয়ে তার মধ্যে মোমবাতি রেখে বাড়ির জানলা, দরজায় রেখে দেয় জ্যাক ও অশুভ আত্মা তাড়ানোর জন্য। এই আইরিশরা আমেরিকায় এসে যখন এই গোলাকার কুমড়ো দেখল, সঙ্গে সঙ্গে মুলো ছেড়ে একেই হাতে তুলে নিল আরও ভালো জ্যাক-ও-ল্যান্টার্ন বানানোর জন্য। তারা এর বীজ আয়ারল্যান্ডেও নিয়ে গেল। কিন্তু সেখানকার মাটি ও আবহাওয়ায় এই কুমড়ো ফলল না। কলম্বাসও আমেরিকা থেকে এর বীজ নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ইউরোপেও এই কুমড়ো হয়নি। রেড ইন্ডিয়ানরা প্রথম সেন্ট্রাল আমেরিকার দেশগুলো থেকে এর বীজ নিয়ে আসে একটা ভালো খাদ্যদ্রব্য হিসেবে। তারপর সারা উত্তর আমেরিকার মাটিতে ছড়িয়ে দেয়। সেই থেকে আমেরিকায় অক্টোবর-নভেম্বর মাস মানেই চারিদিকে নানা রঙের পাতা আর তাদের মাঝে সোনা রঙের অজস্র কুমড়ো।

(লেখক শিলিগুড়ির ভূমিকন্যা। লস অ্যাঞ্জেলেসের বাসিন্দা।)

আজ

১৮৭৫

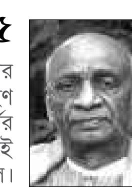

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল।

১৯৮৪

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এসআইআর-এর কিছুই জানেন না। তাই উলটো-পালটা বকছেন। রাজনীতিতে পড়াশোনা জানা লোক দরকার। উনি কী এসআইআর পড়েছেন? এসআইআর হলে ডায়মন্ড হারবার সহ গোটা রাজ্যে ভুয়ো ভোটাররা বাদ যাবে। তাই তৃণমূল আতঙ্কে।

- সুকান্ত মজুমদার

ভাইরাল/১

মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে স্কুলে পঠনপাঠন চলাকালীন বিশাল দুই সাপ ঢুকে পড়ে। একে অপরকে বিনুনির মতো পেঁচিয়ে মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে দাঁড়িয়ে পড়ে। পড়ুয়াদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। সাপ দুটিকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

ভাইরাল/২

ডিজিটাল আশীর্বাদ। কেরলে বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে। অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন কনের বাবা। পকেটে সাঁটা কিউআর কোড। অতিথিরা মোবাইল বের করে ওই কোডটি স্ক্যান করে আশীর্বাদির টাকা পাঠাচ্ছেন। সানন্দে তা গ্রহণ করছেন তিনি।

জনমন
জনমত

উৎসব, পরিবেশ ও আমাদের দায়িত্ব

গণেশপুজো দিয়ে শুরু হয়েছিল এই বছরের উৎসবের পর্ব। তারপর বিশ্বকর্মাপুজো, দুর্গোৎসব, লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো, দীপাবিল, ভাইফোঁটা, ছটপুজো এবং সবশেষে জগদ্ধাত্রীপুজো উদযাপনের মধ্যে দিয়ে শেষ হল এই পর্ব। এরপর রাসপূর্ণিমা। কোচবিহারের বিখ্যাত রাসমেলার শুরু।

আসলে বাঙালির যে বারো মাসে তেরো পার্বণ সেটা তো কবেই আমাদের পূর্বজরা বলে গিয়েছেন। উৎসবপ্রিয় মানুষ সবসময় উৎসবকে চেটেপুটে উপভোগ করে নিতে চান। কিন্তু উৎসবের আনন্দ উপভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে সবারই দায়িত্ব পরিবেশকে সুস্থ রাখা। পুজোর সময় বিভিন্ন মণ্ডপে পরিবেশকে সুন্দর রাখার জন্য নানা বক্তব্য ও প্রতীক তুলে ধরা হয়। নানা থিমপুজোর মাধ্যমে মানুষকে পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব বোঝানো হয়। সবুজায়ন থেকে প্লাস্টিক বর্জন, যত্রতত্র জঞ্জাল না ফেলা, শব্দ দূষণ করা থেকে বিরত থাকা- এইসব আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

অথচ পুজোর পর পুজো চলে যায়, দিন কেটে যায়, আমাদের হুঁশ ফেরে না। পড়ে থাকা বর্জ্য অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করে ও দৃশ্য দূষণ বাড়িয়েই চলে। প্লাস্টিকের ব্যবহারও বন্ধ হয় না। কালীপুজো, দীপাবিল ও ছটপুজোয় শব্দাসুরের আবির্ভাবে সুস্থ মানুষও আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। অসুস্থ মানুষের কথা না হয় বাদই দিলাম। পশুপাখিরাও এই সময় ভয়ার্ত হয়ে ওঠে। এই সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে প্রচুর পরিমাণে লেখালেখি হয়েছে উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায়। সবার আনন্দ যাতে কারও নিরানন্দে পরিণত না হয় তাই আমাদের চেতনা ও বিবেকের অনেক শুদ্ধিকরণের প্রয়োজন রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো পুলিশ এবং প্রশাসনের খামতি আছে কিন্তু শুধু পুলিশ ও প্রশাসনকে দোষারোপ না করে আমরা যদি সচেতন পরিবেশবান্ধব ও মানবিক নাগরিক হিসেবে প্রশাসনকে সাহায্য করি তাতে সমাজের উপকার ছাড়া অপকার হবে না।

শুধু প্রশাসনের ওপর সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিজেদের দায় আমরা দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না। আইন নিশ্চয়ই আমরা হাতে নেব না, কিন্তু পরিবেশ সচেতনতা ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা আমরা গড়ে তুলতেই পারি, বৃহৎ আকারে না হোক অন্তত নিজেদের পরিচিত পরিসরে। তবেই তা বৃহৎ পরিসরে ছড়িয়ে পড়বে।

এই লেখা শুধু তাঁদের জন্য যাঁরা এখনও সমাজের ভালো বা মন্দ কিছুই বুঝতে চাইছেন না এবং এখনও সচেতন বা অচেতনভাবে সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে মুখ ঘুরিয়ে আছেন। আসুন সবাই মিলে সব উৎসব উপভোগ করি আর আমাদের চারপাশের পরিবেশকে পরিষ্কার ও দূষণমুক্ত করে তুলি।

সুপ্রিয় চক্রবর্তী
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

লিঙ্গভেদে বদলে যায় ‘ধর্ষণ’-এর সংজ্ঞা

আইন সংশোধন করে ‘ধর্ষণ’-এর সংজ্ঞা কিছুটা বদলালেও, পুরুষ বা রূপান্তরকামী ভুক্তভোগী সেভাবে গুরুত্ব পাননি।

রাহুল দাস

ভারতে ধর্ষণ শব্দটি উচ্চারণ করলেই চোখে ভেসে ওঠে একজন নারী- যিনি শিকার, আর অপরাধী একজন পুরুষ। কিন্তু বাস্তবতা কি এমনই একরৈখিক? ভারতীয় আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী, দুর্ভাগ্যবশত ‘হ্যাঁ’। কারণ আজও ফৌজদারি বিধি ধর্ষণকে কেবল পুরুষ কর্তৃক নারীর উপর সংঘটিত অপরাধ হিসেবেই সংজ্ঞায়িত করে। অথচ বাস্তবতা বলছে, যৌন সহিংসতার শিকার হতে পারেন যে কোনও মানুষ- নারী, পুরুষ কিংবা রূপান্তরকামী (ট্রান্সজেন্ডার)।

২০১৩ সালে আইন সংশোধন করে ‘ধর্ষণ’-এর সংজ্ঞা কিছুটা পরিবর্তিত হলেও, তাতে কিন্তু পুরুষ বা রূপান্তরকামী ভুক্তভোগীকে সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এই লিঙ্গভেদের কারণে, যাঁরা ভুক্তভোগী হচ্ছেন, তাঁদেরকে আইনিভাবে কীভাবে পর্যালোচনা করা হবে- সেটার কাঠামো অনেকটা অস্পষ্ট। ফলস্বরূপ, বর্তমান পরিবর্তিত আইনেও অনেকটা স্পষ্ট- পুরুষ কেবল অপরাধী হতে পারেন, ভুক্তভোগী নন। ফলে যদি কোনও নারী জোর করে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে যৌন সম্পর্কে বাধ্য করেন, সেটি আইনি ভাষায় ‘ধর্ষণ’ নয়, বরং অন্য ধারায় বিচার্য- যার শাস্তি ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া লঘু ও ভিন্ন।

আইনের এই একপেশে কাঠামো ন্যায়বিচারের পরিসরকে সীমিত করে দিয়েছে। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠোর আইন অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, পুরুষ বা অন্য লিঙ্গের মানুষ যৌন সহিংসতার শিকার হতে পারেন না। বিভিন্ন সমীক্ষা বলছে, বহু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ জীবনের কোনও পর্যায়ে জোরপূর্বক যৌন সম্পর্কের শিকার হয়েছেন। তবু এই ঘটনাগুলি কোথাও ‘ধর্ষণ’-এর পরিসরে ধরা পড়ে না। সরকার প্রদত্ত অপরাধ-পরিসংখ্যানে পুরুষ বা রূপান্তরকামী ভুক্তভোগীদের জন্য আলাদা কোনও শ্রেণি নেই। অর্থাৎ যে অপরাধ বিদ্যমান, তার হিসাব নেই। আর হিসাব না থাকলে নীতিনির্ধারণও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, সামাজিক কলঙ্কের ভয়েই অধিকাংশ পুরুষ নীরব থাকেন- আর সেই নীরবতা বাড়ায় অপরাধীর শক্তি।

শিশু নির্যাতনের ক্ষেত্রে কিন্তু আইন লিঙ্গনিরপেক্ষ (পকসো আইন)। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, একজন প্রাপ্তবয়স্কের ক্ষেত্রে একই নীতি প্রযোজ্য হবে না কেন? বয়স বেড়ে গেলে কি মানবাধিকারের পরিধি সংকুচিত হয়?

বিচার ব্যবস্থার একাংশ বহুবার এই বৈষম্যের পরিবর্তন চেয়েছে, কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরে বিষয়টি এখনও ট্যাবু। অনেকে আশঙ্কা করেন, আইন লিঙ্গনিরপেক্ষ হলে মিথ্যা অভিযোগ বাড়বে। কিন্তু বর্তমান আইনে কি সেই আশঙ্কা নেই? অসংখ্য পুরুষ কিন্তু মিথ্যা কেসে ফাঁসছেন। এখন সময় এসেছে আইনকে বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর। ধর্ষণের সংজ্ঞা ‘লিঙ্গনিরপেক্ষ’ না হলে বহু ভুক্তভোগী সারাজীবন বিচারবঞ্চিত থাকবেন। এনসিআরবি-এর রিপোর্টিং পদ্ধতিতে নতুন ক্যাটিগোরি যোগ করতে হবে, পুলিশ ও বিচার ব্যবস্থাকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং সাপোর্ট সেন্টার গড়ে তুলতে হবে- যেখানে লজ্জা নয়, নিরাপত্তা হবে মুখ্য।

সমাজে এখনও পুরুষের দুর্বলতা মানা হয় না, তাই পুরুষ ভুক্তভোগীর কষ্ট উপহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এই মানসিকতাকে বদলানোই সবচেয়ে কঠিন কাজ। কিন্তু পরিবর্তন যদি হয়, তবে তা আইন থেকেই শুরু করতে হবে। ধর্ষণ কোনও লিঙ্গের নয়, এটা ক্ষমতার, নিয়ন্ত্রণের, অপমানের অপরাধ। আর সেই অপরাধের মুখ লুকিয়ে রাখা মানে ন্যায়ের দরজা অর্ধেক বন্ধ রাখা। ভারত যদি সত্যিই সমতার কথা বলে, তবে এখনই সময়- ‘ধর্ষণ’ শব্দটার চারপাশ থেকে লিঙ্গের দেওয়াল সরিয়ে দিয়ে তাকে মানবাধিকারের পরিপূর্ণ অর্থে সংজ্ঞায়িত করা।

(লেখক অক্ষরকর্মী। তুফানগঞ্জের বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৮০

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। যা ধোলাই করা মানে ভুল বোঝানো ৩। আকারে খুবই ছোট ৫। গাছের পাতা ৬। গুরুভার নয়, ওজনে কম ৮। নোংরা বা আবর্জনা ১০। যুদ্ধের বাজনা ১২। ছড়িয়ে দেওয়া ১৪। কোনও বিষয়ে আলোচনার জন্য জনসমাগম ১৫। সোনার টাকা বা মোহর ১৬। খুবই কুৎসিত,জঘন্য বা নিন্দনীয়।

উপর-নীচ : ১। মনের ইচ্ছে বা উদ্দেশ্য ২। নাম জপ করার মালা ৪। মন্দিরের বেতনভুক পুরোহিত ৭। ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো ৯। যা দিয়ে তালা খোলা যায় ১০। জীমূতবাহনের লেখা আইনের প্রাচীন বই ১১। যাকে দিয়ে বা যার মাধ্যমে কাজ হয় ১৩। সেনাবাহিনীর অস্থায়ী থাকার জায়গা।

সমাধান ■ ৪২৭৯

পাশাপাশি : ১। পবন ৩। অগ্রদানী ৪। কুশল ৫। সটকানো ৭। তাজ ১০। কবি ১২। আকছার ১৪। বানর ১৫। পারাপার ১৬। খণ্ডাতি।

উপর-নীচ : ১। পতিব্রতা ২। নকুল ৩। অলসতা ৬। কার্মুক ৮। জম্বুক ৯। দরবার ১১। বিদ্যাপতি ১৩। পরখ।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

নীতীশকে তোপ রাহুলের

তেলে-জলে মেশে না, কটাক্ষ নমোর

পাটনা, ৩০ অক্টোবর : জমে উঠেছে বিহারের ভোট রাজনীতি। বৃহস্পতিবারও রাজ্যজুড়ে প্রচারে ঝড় তুলেছেন বিজেপি, জেডিইউ, আরজেডি ও কংগ্রেস নেতারা। এদিন মুজফফরপুর ও ছাপরার ২টি জনসভায় এনডিএ'র জোটের পক্ষে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। লক্ষ্মী সরাইয়ে সভা করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি প্রচার করেছেন নালন্দা ও শেখপুরায়। আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব ছিলেন দ্বারভাঙায়। শাসক-বিরোধী দু'তরফই একে অন্যের কড়া সমালোচনা করেছে। রাজনৈতিক আক্রমণ থেকে ব্যক্তিগত কটাক্ষ, বাদ যায়নি কিছুই।

বুধবার মুজফফরপুরে মহাগঠবন্ধনের প্রচারসভায় রাহুল ভোটের জন্য মোদি নাচতেও পারেন বলে কটাক্ষ করেছিলেন। ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে সেই মাটিতে দাঁড়িয়েই 'জবাব' দিয়েছেন মোদি। প্রধানমন্ত্রী টেনে এনেছেন বিরোধী জোটের দুই প্রধান শরিক কংগ্রেস-আরজেডির টানাপোড়েনের প্রসঙ্গও। দু'দলের সম্পর্ককে তেল ও জলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর দাবি, নানা জায়গা থেকে কংগ্রেস ও আরজেডি নেতাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের খবর আসছে। ২টি দল তেল আর জল হওয়া সত্ত্বেও একজোট হওয়ার কথা বলছে। তেল-জল যে কখনও মেশে না, সেই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

> 'আরজেডি ও কংগ্রেসের রাজনীতি চেনা যায় পাঁচটি শব্দে, কাট্টা, ক্রূরতা, কটুতা, কুশাসন আর দুর্নীতি। যেখানে কাট্টা থাকে, সেখানে আইন থাকে না।'
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

মোদি বলেন, 'আরজেডি ও কংগ্রেসের রাজনীতি চেনা যায় পাঁচটি শব্দে, কাট্টা (দেশি বন্দুক), ক্রূরতা, কটুতা, কুশাসন আর দুর্নীতি। যেখানে কাট্টা থাকে, সেখানে আইন থাকে না।' তিনি মনে করিয়ে দেন, আরজেডি শাসনের সময়ে প্রায় ৩৫ হাজার অপহরণের ঘটনা ঘটেছিল। কংগ্রেস ও আরজেডি বিহারকে লুট করার উদ্দেশ্যে জোট বেঁধেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

অন্যদিকে, রাহুল গান্ধি এদিন নিশানা করেন বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে। মুখ্যমন্ত্রীর নিজের জেলা নালন্দায় মহাজোটের সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে রাহুল বলেন, 'বিহারে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার সরকার চালাচ্ছেন না। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশকে রিমোট কন্ট্রোলে চালাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।... ভাববেন না যে নীতীশ কুমার সরকার চালাচ্ছেন। বাস্তবে নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শা রাজ্য সরকারকে পরিচালনা করছেন।'

কেরলের ওয়েনাডে এক অনুষ্ঠানে দর্শকদের সঙ্গে খোশমেজাজে সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি। বৃহস্পতিবার।

তামিলনাড়ু পুলিশকে ডসিয়ার ইডি'র

চেন্নাই, ৩০ অক্টোবর : তামিলনাড়ুতে 'টাকার বিনিময়ে চাকরি' কেলেঙ্কারির ঘটনায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) রাজ্য পুলিশের কাছে একটি বিস্ফোরক ডসিয়ার জমা দিয়েছে। ২৩২ পাতার এই ডসিয়ারে মন্ত্রী কে এন নেহরু, তাঁর ভাই এবং সহযোগীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে।

ইডি-র দাবি, পুর প্রশাসন ও জল সরবরাহ বিভাগে সহকারী প্রযুক্তিবিদ, জুনিয়ার প্রযুক্তিবিদ এবং পরিদর্শক পদে নিয়োগের জন্য ২৫ লক্ষ থেকে ৩৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঘুষ নেওয়া হয়েছে। ডসিয়ারে এই পুরো প্রক্রিয়ার পদ্ধতি (মোডাস অপারেন্ডি) বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইডি-র অভিযোগ, মন্ত্রী নেহরু এই সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত ছিলেন। নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রভাবিত করতে তাঁর ভাই কে এন মণিভান্নন, আর রবিচন্দ্রন এবং আরও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী জড়িত ছিলেন। ইডি এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত প্রায় ১৫০ জন প্রার্থীর নিয়োগ প্রক্রিয়া কারচুপির প্রমাণ জমা দিয়েছে।

মন্ত্রী হচ্ছেন আজহার

হায়দরাবাদ, ৩০ অক্টোবর : রাজনীতির কেরিয়ারে নতুন ইনিংস শুরু করতে চলেছেন মহম্মদ আজহারউদ্দিন। জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন সম্ভবত শুক্রবারই তেলেঙ্গানার কংগ্রেস সরকারে মন্ত্রী হচ্ছেন। সূত্রের খবর, বুধবার আজহারকে রাজ্য মন্ত্রীসভায় শামিল করার বিষয়ে সম্মতি দিয়েছে কংগ্রেস হাইকমান্ড। বৃহস্পতিবার মন্ত্রীসভা সম্প্রসারণের প্রস্তাব রাজ্যপালকে পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। রাজ্যপালের অনুমতি মেলার পর প্রাক্তন ক্রিকেট তারকার শপথগ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে।

কিছুদিনের মধ্যে জুবিলি হিলস বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন। ওই নির্বাচনে আজহার কংগ্রেসের টিকিটে প্রার্থী হবেন বলে জল্পনা চলছে। তার আগে সংখ্যালঘু মুখ আজহারকে মন্ত্রীসভায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। গত অগাস্টে তেলেঙ্গানার বিধান পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন আজহার।

ছক ভোট বানচালের

ঢাকা, ৩০ অক্টোবর : ভারতে থাকা শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার প্রকাশ্যে আসার পরেই নড়েচড়ে বসেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস দাবি করেছেন, বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন ভেস্তে দেওয়ার চক্রান্ত করছে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি শক্তি। তাঁর কথায়, 'কোনও ছোট শক্তি নয়, বড় কোনও শক্তি এই বারের নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতে পারে। আচমকা আক্রমণ নেমে আসতে পারে। এই নির্বাচন

বেশ কঠিন হতে চলেছে। কিন্তু যতই ঝড়ঝাপটা আসুক না কেন, আমাদের সেটা পার হতে হবে।' বুধবার প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানিয়েছেন, তাঁর দল আওয়ামি লিগকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া না হলে দলটির লক্ষ লক্ষ কর্মী-সমর্থক ভোট বয়কট করবেন। আওয়ামি লিগের নির্বাচনে যোগ দেওয়া নিয়ে এদিন কোনও মন্তব্য করেননি ইউনূস।

বন্ধু কী খবর বল... বৈঠকের আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও শি জিনপিং। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে।

বিরল খনিজের বিনিময়ে শুল্ক ছাড়

বুসান, ৩০ অক্টোবর : ২০১৯-এর পর '২৬। ছয় বছর বাদে ফের শিখর সম্মেলনে মুখোমুখি হলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ও শি জিনপিং। দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে আমেরিকা ও চিনের প্রেসিডেন্টের বৃহস্পতিবারের আলোচনায় বাণিজ্য জট অনেকাংশে কেটেছে বলে দু-তরফেই দাবি করা হয়েছে। আমেরিকায় বিরল খনিজ রপ্তানিতে ছাড়পত্র দিয়েছে চিন। ফেন্টালাইন জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে ট্রাম্প সরকারকে সাহায্যের আশ্বাসও দিয়েছে বেজিং। অন্যদিকে চিনা পণ্যে শুল্কের পরিমাণ ১০ শতাংশ কমিয়েছে আমেরিকা। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে ভারসাম্য আনতে বেশ কিছু পদক্ষেপের বিষয়েও দুই দেশ একমত হয়েছে। তবে কোন কোন বিষয়ে দু'পক্ষ একমত হয়েছে, তা নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি শি, ট্রাম্প কেউই।

ট্রাম্প বলেন, 'সব বিষয়ে মতবিনিময় হয়েছে, এটা বলা যাবে না। তবে আমরা অনেক ব্যাপারে একমত হয়েছি।' আমেরিকা থেকে সয়াবিন আমদানি বাড়ানো নিয়েও চিনের তরফে ইতিবাচক বার্তা এসেছে বলে জানিয়েছেন

ট্রাম্প-শি বৈঠক

তিনি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'চিন আবার আমেরিকার সয়াবিন কিনবে। এটা আমাদের কৃষকদের বড় জয়।' এদিনের বৈঠকে ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন মার্কিন প্রধিনিধি দলে ছিলেন ট্রেজারি সচিব স্কট বেসান্ট, বিদেশসচিব মার্কো রুবিও, বাণিজ্য সচিব হাওয়ার্ড লুটনিক এবং হোয়াইট হাউসের চিফ অফ স্টাফ সুসি উইলস।

শি-র সঙ্গে বৈঠককে সাফল্যের মাপকাঠিতে ১০-এ ১২ দিয়েছেন ট্রাম্প। একইসঙ্গে চিনা পণ্যে শুল্কের পরিমাণ ৫৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪৭ শতাংশ করার কথা জানিয়েছেন তিনি। নভেম্বরের শুরু থেকে আমেরিকায় চিনা পণ্যের ওপর শুল্কের পরিমাণ ১০০ শতাংশ করার সিদ্ধান্তও আপাতত স্থগিত থাকবে বলে মার্কিন সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে। যদিও এ ব্যাপারে এদিন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি। এপ্রিলে চিন সফরে যাওয়ার কথা ট্রাম্পের। তারপর ওয়াশিংটনে আসবেন শি। ওই দুই সফরের আগেই আমেরিকা-চিনের শুল্কযুদ্ধ ও বাণিজ্যিক টানাপোড়েন থেমে যাবে বলে আশাবাদী ট্রাম্প।

পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার নির্দেশ ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৩০ অক্টোবর : দিনকয়েক আগেই রুশ সেনায় যুক্ত হয়েছে পরমাণু যুদ্ধাস্ত্রবাহী ক্ষেপণাস্ত্র। এছাড়া পরমাণু শক্তিচালিত টর্পেডো পোসাইডনের পরীক্ষাও সফল হয়েছে বলে দাবি করেছে মস্কো। ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে ভ্লাদিমির পুতিন বাহিনীর এই শক্তিবৃদ্ধি পশ্চিমী শক্তিগুলির কপালে ভাঁজ ফেলেছে। ভারসাম্য রাখতে এবার মার্কিন যুদ্ধ দপ্তরকে পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের নির্দেশ দিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একইসঙ্গে পরমাণু যুদ্ধাস্ত্রবাহী ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার জন্য ছাড়পত্র জারি করেছেন তিনি।

ট্রুথ সোশ্যালে করা পোস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, 'আমেরিকার কাছে যে কোনও দেশের তুলনায় বেশি পরমাণু অস্ত্র আছে। রাশিয়া দ্বিতীয় এবং চিন তৃতীয় স্থানে রয়েছে। বিভিন্ন দেশের পরীক্ষামূলক কর্মসূচির কারণে আমি যুদ্ধ দপ্তরকে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছি। সেই প্রক্রিয়া অবিলম্বে শুরু হবে।' আত্মপক্ষ সমর্থনে ট্রাম্পের যুক্তি, 'ভয়ংকর ধ্বংসাত্মক শক্তির কারণে আমি এটি করতে ঘৃণা করতাম, কিন্তু আরও কোনও বিকল্প খুঁজে পেলাম না।' মার্কিন প্রেসিডেন্টের এভাবে পরমাণু শক্তিপ্রদর্শনের সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা। শুধু রাশিয়া নয়, ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত চিনকেও বার্তা দিচ্ছে। আমেরিকার পরমাণু অস্ত্রপরীক্ষার প্রস্তুতির খবর এমন সময় প্রকাশ্যে এসেছে, যখন দক্ষিণ কোরিয়ায় শি-র সঙ্গে বৈঠক করেছেন ট্রাম্প।

ওয়ার্ক পারমিটে কড়াকড়ি

ওয়াশিংটন, ৩০ অক্টোবর : আমেরিকায় কর্মরত বিদেশিদের সমস্যা আরও বাড়ল। যাঁদের বড় অংশ তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কাজ করা ভারতীয় পেশাদার। বৃহস্পতিবার ইউএস হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এক নির্দেশিকায় জানিয়েছে, যেসব বিদেশি কাজের সূত্রে আমেরিকায় রয়েছেন, তাঁদের ওয়ার্ক পারমিট এখন থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনর্নবীকরণ হবে না। এজন্য তাঁদের নতুন করে আবেদনপত্র জমা করতে হবে। এই আবেদন সংশ্লিষ্ট বিদেশি কর্মীর বর্তমান ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত ১৮০ দিন আগে জমা দিতে হবে। এই সময়ের মধ্যে মার্কিন প্রশাসন আবেদনকারীর তথ্য খতিয়ে দেখবে। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ জমা পড়েছে কি না, তাও যাচাই করা হবে। ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ বাড়ানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি।

রাষ্ট্রবিরোধী বরখাস্ত ২

শ্রীনগর, ৩০ অক্টোবর : দুই সরকারি কর্মচারীকে বরখাস্ত করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা। রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ এবং জঙ্গি যোগ থাকার অভিযোগে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের ওই দুই শিক্ষককে চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের নিরাপত্তার স্বার্থে সংবিধানের ৩১১(২)(সি) ধারা প্রয়োগ করে কোনওরকম তদন্ত ছাড়াই এই কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই নিয়ে উপরাজ্যপাল এখনও পর্যন্ত ৮০ জনেরও বেশি সরকারি কর্মীকে বরখাস্ত করলেন, যা সন্ত্রাস দমনে প্রশাসনের 'জিরো টলারেন্স' নীতিকে প্রতিফলিত করছে। অতীতেও জঙ্গি যোগের অভিযোগে জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন ও পুলিশের বেশ কয়েকজন কর্মী ও আধিকারিককে বরখাস্ত করা হয়েছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের নাম।

সাফাই করতে নেমে মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণ

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর : ম্যানহোলে নেমে সাফাই করতে গিয়ে কোনও কর্মীর মৃত্যু হলে তিন সপ্তাহের মধ্যে তাঁর পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরণের টাকা তুলে দিতে হবে। বুধবার সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে এই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ম্যানহোলে নেমে সাফাই সংক্রান্ত একটি মামলায় বুধবার এই রায় দেয় বিচারপতির অরবিন্দ কুমার এবং বিচারপতি এনভি অঞ্জরিয়ার ডিভিশন বেঞ্চ।

বর্তমানে শুধুমাত্র বিশেষ পরিস্থিতিতে ম্যানহোলে মানুষ নামিয়ে সাফাই করা যায়। ম্যানহোলে মানুষ নামিয়ে সাফাই করার কাজকে 'অমানবিক প্রথা' বলে মনে করে সুপ্রিম কোর্ট। এই প্রথা বন্ধ করতে অতীতে বিভিন্ন পদক্ষেপ করেছে আদালত। ২০২৩ সালের অক্টোবরেও এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। পুরোনো নির্দেশ কতটা কার্যকর হয়েছে, তা খতিয়ে দেখার সময়েই বুধবার ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত এই নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত।

ভর্ৎসনা মোদির উপদেষ্টাকে

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর : বিকশিত ভারত কর্মসূচি রূপায়ণে বাধা নাকি আদালত! প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সঞ্জীব সান্যালের এহেন মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভয় এস ওকা। তিনি বলেন, 'প্রত্যেক নাগরিকেরই আদালতের গঠনমূলক সমালোচনা করার অধিকার আছে, তবে প্রমাণ দিতে হবে যে আদালতের আদেশ উন্নয়নকে বাধা দিয়েছে বা সংবিধান লঙ্ঘন করেছে।'

সান্যাল সম্প্রতি দাবি করেন, বিচারব্যবস্থাই ভারতের 'বিকশিত ভারত' হওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। ওকার মন্তব্য, 'এই শিক্ষিত ব্যক্তি যদি কয়েকটি নির্দিষ্ট আদেশ বা রায়ের উদাহরণ দিতেন, তবে তা গঠনমূলক সমালোচনা হত। সেরকম হলে আমরা স্বাগত জানাতাম বক্তাকে।' সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিকাশ সিংও মোদির উপদেষ্টার বক্তব্যকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' ও 'অজ্ঞতাপ্রসূত' বলে মতপ্রকাশ করেন।

ঊষা খ্রিস্টান!

ওয়াশিংটন, ৩০ অক্টোবর : সতীর পুণ্যে পতির পুণ্যে টান পড়েছে কি না জানা যাচ্ছে না। তবে তাঁর ভারতীয় বংশোদ্ভূত স্ত্রী ঊষা খুব শিগগিরই হিন্দু ধর্ম ছেড়ে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করতে পারেন বলে জল্পনা-বিতর্ক উসকে দিলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। ইউনিভার্সিটি অফ মিসিসিপিতে একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'আমি আন্তরিকভাবে চাই যে ঊষা খ্রিস্টান হন।'

ভান্স স্বীকার করেন, ঊষা

হিন্দু পরিবারে বেড়ে উঠলেও কোনওদিনই 'ধর্মপ্রাণ' ছিলেন না। উদার ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে ওঠার সুবাদে তিনি বরাবর সব ধর্ম সম্পর্কেই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, এখনও আছেন। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের কথায়, 'ঊষার নিজের স্বাধীন ইচ্ছা আছে এবং তিনি ধর্মান্তরিত না হলে কোনও সমস্যা নেই।' যদিও তাঁরা তাঁদের তিন সন্তানকে খ্রিস্টান ধর্মেই মানুষ করেছেন। অন্যদিকে ঊষার বক্তব্য, ধর্মান্তরিত হওয়ার কোনও ইচ্ছা তাঁর নেই। তাঁদের আন্তর্ধর্মীয় পরিবারে সন্তানদের ধর্ম বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সেই ভাবধারাই বজায় রাখা হবে।

আজ ঐক্য দিবস

আহমেদাবাদ, ৩০ অক্টোবর : সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী পালনে দেশজুড়ে নানা কর্মসূচি নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্যাটেলকে 'শক্তি, ঐক্য ও অটল দেশপ্রেমের প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করে শুক্রবার ঐক্য দিবস উদযাপিত হবে। মূল অনুষ্ঠানটি গুজরাটের নর্মদা তীরে স্ট্যাচু অফ ইউনিটিতে পালিত হবে। কেন্দ্রের দাবি, প্যাটেলের মতো দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃঢ় সংকল্প না থাকলে ভারতের মানচিত্র হয়তো ভিন্ন চেহারা নিত। যে কারণে তাঁর জন্মদিনকে ঐক্য দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে।

জে-৩৬ নিয়ে উদ্বেগ

বেজিং, ৩০ অক্টোবর : চিন সম্প্রতি তাদের ষষ্ঠ প্রজন্মের যুদ্ধবিমান 'জে-৩৬' বা 'স্কাই মনস্টার' প্রকাশ্যে এনে সামরিক বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, এর অত্যাধুনিক স্টেলথ প্রযুক্তি আমেরিকার এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানকেও দশ না হোক, হাফডজন গোল দিতে পারে। 'টেইললেস ফ্লাইং উইং' নকশার এই যুদ্ধবিমানটি রেডার ফাঁকি দিতে বিশেষভাবে সক্ষম। এই নতুন 'আকাশ দানব' যুদ্ধবিমানটি চিনের বায়ুসেনার শক্তিকে এক ধাক্কায় অনেক দূর এগিয়ে দিল। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, তবে কি এফ-৩৫ বিমানের যুগ শেষ!

নারী হেনস্তা

চণ্ডীগড়, ৩০ অক্টোবর : হরিয়ানার মহর্ষি দয়ানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতা বিভাগের মহিলা কর্মীদের অভিযোগ, সম্প্রতি রাজ্যপাল অসীম ঘোষের বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় তিন মহিলাকর্মী ঋতুস্রাবের কারণে ছুটির আবেদন করেছিলেন। ছুটি মঞ্জুর হয়নি। পরিবর্তে সুপারভাইজাররা তাঁদের ঋতুস্রাবের প্রমাণ হিসেবে স্যানিটারি প্যাডের ছবি তুলে পাঠাতে বাধ্য করেন।

দিল্লি দাঙ্গা মামলায় জামিনের বিরোধিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর : সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রই হয়েছিল ২০২০-র 'দিল্লি হিংসা'-র আড়ালে। বিস্ফোরক দাবি দিল্লি পুলিশের। ২০২০ সালের দিল্লি দাঙ্গা মামলায় অভিযুক্ত উমর খালিদ, শরজিল ইমাম, মিরান হায়দর ও গুলফিসা ফতিমা সহ একাধিক অভিযুক্তের জামিন আবেদনের বিরোধিতায় সুপ্রিম কোর্টে বৃহস্পতিবার পালটা হলফনামা দাখিল করেছে দিল্লি পুলিশ।

হলফনামায় পুলিশের দাবি, ২০২০ সালের দাঙ্গা কোনও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া নয়, বরং একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র, যার উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রীয় সরকারকে অস্থিতিশীল করা এবং ভারতের ভাবমূর্তি আন্তর্জাতিক মহলে কলঙ্কিত করা।

হলফনামায় দিল্লি পুলিশের বক্তব্য, উমর খালিদ ও তাঁর সহযোগীরা দেশের সার্বভৌমত্ব ও সাংবিধানিক কাঠামোকে বিপন্ন করার উদ্দেশ্যে এই ষড়যন্ত্র করেন। পুলিশের দাবি, 'এই ষড়যন্ত্র কেবল সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য নয়, বরং জনগণকে প্ররোচিত করে আইনশৃঙ্খলার ভাঙন ঘটানো ও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছিল। এটি ছিল একটি রাজনৈতিক পরিবর্তনের নীল নকশা।' হলফনামায় বলা হয়েছে, দাঙ্গার সময় নির্ধারণও ছিল অত্যন্ত কৌশলগত। ঠিক সেই সময়ই, যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর প্রথম ভারত সফরে ছিলেন তখনই হঠাৎ করে হিংসার ঘটনা ঘটে।

দিল্লি পুলিশের দাবি, 'অভিযুক্তরা ইচ্ছাকৃতভাবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সফরের সময় দাঙ্গার পরিকল্পনা করেন, যাতে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভারতের ভাবমূর্তি নষ্ট করা যায়। তদন্তে পাওয়া চ্যাট মেসেজে ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া কভারেজ বাড়ানোর কৌশল নিয়ে সরাসরি আলোচনা রয়েছে।' দিল্লি পুলিশের দাবি, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনকে 'রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার' হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

পণবন্দি শিশুরা মুক্ত, নিহত অপহরণকারী

মুম্বই, ৩০ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার পুলিশের এক রুদ্ধশ্বাস অভিযানে মুম্বইয়ের পাওয়াইয়ের স্টুডিও থেকে মুক্তি পেল ১৭ জন পণবন্দি শিশু। শিশুদের সঙ্গে পণবন্দি হন দুই প্রাপ্তবয়স্ক। পুলিশ তাঁদেরও উদ্ধার করেছে। সকলে নিরাপদ ও সুস্থ আছেন।

সূত্রের খবর, উদ্ধার অভিযানের সময় অপহরণকারী রোহিত আর্য পুলিশকে লক্ষ্য করে আগ্নেয়াস্ত্র নিশানা করেছিল। ফলে পুলিশও গুলিতে চালাতে বাধ্য হয়। গুলিতে আহত হয় রোহিত। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় তার। অভিযানে ছিলেন মহারাষ্ট্র পুলিশের কুইক রেসপন্স টিমের ৮ জন কমান্ডো। তাঁরা শৌচালয় দিয়ে স্টুডিওতে ঢোকেন। অভিযান হয়েছে ৩৫ মিনিটের। পুলিশ জানিয়েছে, রোহিত আর্য মানসিক ভারসাম্যহীন ছিল। তার মধ্যে আত্মঘাতী প্রবণতাও ছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তি একটি এয়ার গান ও রাসায়নিক পদার্থ দেখিয়ে শিশুদের সঙ্গে দুই প্রাপ্তবয়স্ককে পণবন্দি করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়। পাওয়াইয়ের আরএ স্টুডিওতে অডিশনের নামে শিশুদের আনা হয়েছিল। এদিকে শিশুদের পণবন্দি করে রাখার ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই অভিভাবকেরা চিন্তায় পড়ে যান। তাঁরা কান্নাকাটি শুরু করে দেন।

গন্ধ শুঁকে শিল্প অনুভব ডুসেলডর্ফে

দ্য সিক্রেট পাওয়ার অফ সেন্টস

ডুসেলডর্ফ, ৩০ অক্টোবর : কমলালেবুর শব্দ নাকি শুনতে পেয়েছিলেন জীবনানন্দ দাশ। সুকুমার রায় শুনিয়েছিলেন এক সীতানাথ বন্দ্যোর কথা, যিনি কিনা আবার টকটক গন্ধ পেয়েছিলেন আকাশের গায়ে!

কিন্তু ক'জন সেসব পায়! ক'জন জানে প্রেম কিংবা প্রতিহিংসার গন্ধ কেমন। অথবা কেমন গন্ধ ছড়ায় মধ্যযুগের প্যারিস, জারের রাজপ্রাসাদ! আমরা না জানলেও জানেন মহৎ কবি, শিল্পীরা। সেই অজানা, অদ্ভুতুড়ে গন্ধরা আর নিছক কবি-কল্পনা হয়ে থাকল না। এবার তাদের হদিস মিলল জার্মানির ডুসেলডর্ফ শহরের এক শিল্প প্রদর্শনীতে। যেখানে শুধু চোখ নয়, শিল্পকে অনুভব করতে হবে নাক দিয়ে!

'দ্য সিক্রেট পাওয়ার অফ সেন্টস' শীর্ষক ওই প্রদর্শনীর মোদ্দা বক্তব্য, 'রং-তুলিতে আঁকা ছবি নয়, গন্ধই শিল্পের আদি ভাষা, ইতিহাসের সাক্ষী, সময়ের অনুভব।

কুন্সটপ্যালাস্ট জাদুঘরের ওই প্রদর্শনীতে এক হাজার বছরেরও বেশি সময়ের সাংস্কৃতিক যাত্রা তুলে ধরা হয়েছে ৩৭টি গ্যালারিতে সাজানো ৮১ রকম গন্ধের মাধ্যমে।

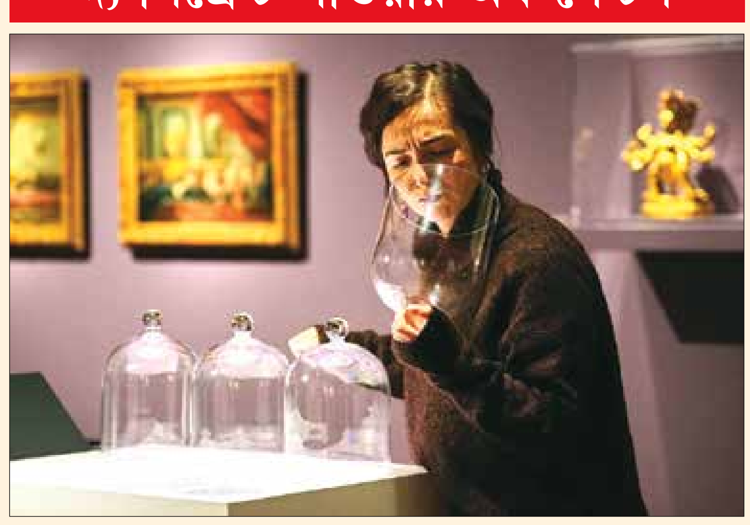

মিউজিয়ামের প্রধান ফেলিক্স ক্র্যামার বললেন, 'এটা শুধু প্রদর্শনী নয়, এক পরীক্ষামূলক আমন্ত্রণ—নাকে অনুভব করার ইতিহাস।'

ধর্মীয় নিদর্শন থেকে শুরু করে একুশ শতকের আধুনিক শিল্পকলা পর্যন্ত সাজানো এই ঘ্রাণভ্রমণ দর্শকদের নিয়ে যায় যুগ থেকে যুগান্তরে। গন্ধ শুঁকে শুঁকে সময়ের পিছু ধাওয়া করার মতো। এক গ্যালারিতে ছড়িয়ে আছে মিরের গন্ধ, যা খ্রিস্টান, ইহুদি ও ইসলাম ধর্মে পবিত্রতার প্রতীক। অন্য ঘরে রয়েছে গানপাউডারের ধোঁয়া, রক্ত আর সালফারের মিশ্র গন্ধ—যুদ্ধের নির্মমতা বোঝাতে।

প্রদর্শনীর কিউরেটর রবার্ট মুলার-গ্রিনাও-য়ের কথায়, 'যিনি যুদ্ধের বাস্তব গন্ধ একবার পাবেন, তিনি চিরকাল ঘৃণা করবেন যুদ্ধ ও রক্তপাতকে।' তাঁর আরও বক্তব্য, এটা বিশ্বের প্রথম এমন প্রদর্শনী যেখানে গন্ধকে এই মাপে ও গভীরতায় শিল্পের সঙ্গে মিশিয়ে দেখা হয়েছে। গন্ধ—যা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু মনে আঁচড় কাটে সবচেয়ে গভীরে—সেই অদৃশ্য শক্তিকেই শিল্পের নতুন ভাষায় ধরেছে এই প্রদর্শনী।

রঙিন হল শনিবারের খেলার মাঠ

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুলের প্রতিটি ক্লাসরুম ইতিমধ্যেই রঙিন ছবিতে ঝলমলে। এবার খেলার মাঠেও রঙের ছোঁয়া যোগ হল। প্রায় একশো বছরের ঐতিহ্যবাহী এই সরকারি প্রাইমারি স্কুলে প্রতি শনিবার শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ খেলার পোশাক চালু হল। প্রধান অতিথি ডিপিএসসি চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা এই পোশাক চালু করেন। উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট পূর্ব চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মৃণ্ময় সরকার, পতিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পার্থ ঘোষ, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সন্দীপ মণ্ডল প্রমুখ।

এই বিশেষ পোশাক চালুর উদ্যোগ অভিভাবকদের দীর্ঘদিনের চাহিদা থেকে। এখানে অভিভাবকরাই নিজেদের উদ্যোগে রঙিন জার্সি শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ ও নতুন প্রাণশক্তির সঞ্চার হয়েছে।

শনিবারের নতুন এই নিয়ম। বিদ্যালয়ের সব পড়ুয়াকে প্রতি শনিবার এই বিশেষ পোশাকে হাজির হতে হবে। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা, ব্যায়াম, জাতীয় সংগীত ও দেশাত্মবোধক গান গাইতে হবে। সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে অবশ্য রাজ্য শিক্ষা দপ্তর অনুমোদিত নির্দিষ্ট পোশাকেই বিদ্যালয়ে আসতে হবে। রঙিন পোশাকে এদিন শিশুদের উদ্দীপনা দেখে সন্তোষ হাঁসদা বলেন, 'নতুন পোশাকে পড়ুয়াদের আত্মবিশ্বাস ও সচেতনতা স্পষ্ট। ভবিষ্যতের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠুক তারা।' তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মৃণ্ময় সরকারও উদ্যোগটির প্রশংসা করে প্রশাসনের তরফে প্রয়োজনীয় সহায়তা করার কথা জানান।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক সন্দীপ মণ্ডল জানান, 'অভিভাবকদের সক্রিয় সমর্থনেই এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে। এখন থেকে প্রতি শনিবার শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচি ও কার্যকলাপ চালানো হবে। এমনকি প্রধান পার্থ ঘোষ প্রতিশ্রুতি দেন, স্কুলের যে কোনও প্রয়োজনে তাঁরা পাশে থাকবেন।

পথের দাবিতে কন্যাশ্রী ক্লাব

স্কুলে বসেছে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের ক্যাম্প। আর সেই সুযোগে বিডিওকে হাতের কাছে পেয়ে রাস্তা, পানীয় জল এবং সাইকেল স্ট্যান্ডের দাবি করে গাজোলের কাটনা তরিকুল্লা সরকার হাইস্কুলের কন্যাশ্রী ক্লাবের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী সহ অন্যান্য পড়ুয়ারা।

সম্প্রতি গাজোল ব্লকের দেওতলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কাটনা গ্রামের এই স্কুলে 'আমার পাড়া, আমার সমাধান' শিবির বসেছিল তিনটি বুথ নিয়ে। কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্যরা সেই শিবিরে গাজোলের বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাসের হাতে বিদ্যালয়ের সামনে রাস্তা সংস্কারের জন্য আবেদন জানান। পাশাপাশি স্কুলে একটি সাইকেল স্ট্যান্ড, পর্যাপ্ত পরিস্রুত পানীয় জল এবং স্কুলের সামনে সোলার লাইটের আবেদন জানায়।

কন্যাশ্রী অঞ্জনা টুডু, সোফিয়া খাতুন, মৌসুমি মণ্ডলদের বক্তব্য, 'আমরা প্রায় সকলেই গ্রামের মেয়ে। বিডিও অফিসে গিয়ে আমাদের সমস্যার কথা জানানো একটু অসুবিধের। আমাদের স্কুলের মধ্যে বিডিও সাহেবকে পেয়ে তাঁর হাতেই আমরা বেশ কিছু বিষয়ের দাবিপত্র তুলে দিলাম।'

কন্যাশ্রী ক্লাবের দাবিপত্র পেয়ে বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাস জানিয়েছেন, 'কন্যাশ্রী ক্লাবের পক্ষ থেকে যেসব বিষয়ে দাবি জানানো হয়েছে, তা আমরাও অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। এই দাবিগুলো যাতে পূরণ হয়, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।'

তথ্য : গৌতম দাস, ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

ফোটো স্টোরি

মালদা কলেজের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের আয়োজনে 'ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন রিলেটিভিস্টিক অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, কসমোলজি অ্যান্ড কোয়ান্টাম রিয়েলিটিস' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে এসেছিলেন সাউথ আফ্রিকার ডঃ মেগান গোভেন্দর, আইইউকা পুনের অধ্যাপক প্রফেসর রঞ্জীব মিশ্র এবং বিশ্বজিৎ সেন। কনফারেন্সে আমন্ত্রিত স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি আন্তর্জাতিক ম্যাজিক শো-এর আয়োজন করা হয়েছিল। *ছবি ও তথ্য : সৌকর্য সোম*

রায়গঞ্জে টেকনো ইন্ডিয়া স্কুলে দু'দিনের বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মোট ৩০টি বিজ্ঞানভিত্তিক মডেল তৈরি করেছে পড়ুয়ারা। পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব জ্ঞান ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনার বিকাশের এই উৎসবে মুখর বিদ্যালয় চত্বর। *ছবি ও তথ্য : দীপঙ্কর মিত্র*

রজত জয়ন্তী বর্ষে সুভাষগঞ্জ গার্লস হাইস্কুল

২৫ বছরে রায়গঞ্জের সুভাষগঞ্জ গার্লস হাইস্কুল। স্কুলের রজতজয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে রায়গঞ্জের বিধানমঞ্চে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধন করতে এসে রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী বলেন, পড়ুয়াদের স্বার্থে শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের আরও বেশি দায়িত্ব পালনের কথা। একইসঙ্গে স্কুলের বিভিন্ন সাফল্যের দিকগুলি তুলে ধরেন।

উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি শিবশংকর রায়চৌধুরী, সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা দোলনচাঁপা দে, প্রধান শিক্ষিকা বন্দিতা সরকার। বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা নাচ, গান, কবিতা, যোগাসন, ক্যারাটে সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেন। শিক্ষিকারাও অংশ নেন অনুষ্ঠানে। বন্দিতা সরকার জানিয়েছেন, 'ধীরে ধীরে এই স্কুলে কর্মীর সংখ্যা বেড়েছে। হস্টেলে আসন সংখ্যা বাড়ানো হবে। সকলের সহযোগিতায় সুনামের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে এই স্কুল।'

নিজস্ব প্রতিনিধি

সেমিনার

রঙ্গনাথনের পঞ্চনীতিতে পালিত গ্রন্থাগার দিবস

সৌকর্য সোম

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অরবিন্দ সভাগৃহে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ ও আইকিউএসির যৌথ উদ্যোগে ড. এসআর রঙ্গনাথনের ১৩৩ তম জন্মদিনে পালিত হল রঙ্গনাথনের পঞ্চনীতিতে গ্রন্থাগার দিবস। 'ন্যাশনাল লাইব্রেরিয়ানস ডে' উপলক্ষ্যে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এই বিশেষ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন সিধো কানহো বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক, বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক, লেখক ও তথ্য-অধিকার কর্মী প্রণব হাজরা। তিনি তাঁর বক্তব্যে গ্রন্থাগারিকতার নৈতিকতা, ঐতিহ্য এবং ভবিষ্যৎ দিশা নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, ডিন ডঃ দেবব্রত দেবনাথ, ডঃ শুভময় চৌধুরী, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও নিবন্ধক ডঃ বিশ্বজিৎ।

গল্পে যখন গামারী নদী

দীপঙ্কর মিত্র

কালিয়াগঞ্জ থানার মালগাঁও অঞ্চলের লুপ্তপ্রায় নদী গামারী। শোনা যায়, ইংরেজ সাহেবরা গামারী নদীতে নৌকায় চড়ে সাহেবঘাটায় এসেছিলেন। আর এই নদীর তীরেই সাহেবঘাটা উচ্চবিদ্যালয়। সম্প্রতি এই স্কুলের স্মার্ট ক্লাসরুমে দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য এক নদীকেন্দ্রিক প্রোজেক্ট দেখানো হয়।

রাজগ্রাম উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক নীরেন দাস, ড. বৃন্দাবন ঘোষ উত্তর দিনাজপুর জেলার মৌজাভিত্তিক ও অঞ্চলভিত্তিক ম্যাপ প্রোজেক্টরে দেখিয়ে উত্তর দিনাজপুরের নদ-নদী, গামারী নদীর ভৌগোলিক অবস্থান, নদীর বাঁক, নদীর দুই তীরের জনপদ, নদীকেন্দ্রিক স্থান-নাম, নদীতীরের মন্দির, মসজিদ, শ্মশান, পূজার্চনা, স্নান, মেলা, হাটবাজার এবং গামারী নদীর মজে যাওয়ার কারণ ও সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে 'নদী বাঁচাও, প্রাণ বাঁচাও'।

প্রদর্শনী

পড়াশোনায় উৎসাহ দিতে প্রদর্শনী

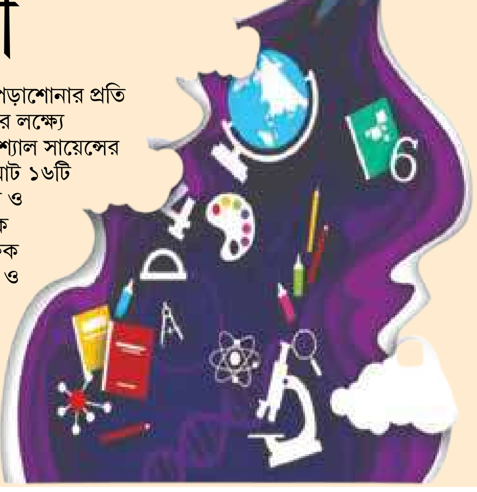

ইটাহার ব্লকের সুরন অঞ্চলের বাসিন্দাদের পড়াশোনার প্রতি উৎসাহ বাড়াতে এবং কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বারিওল আরএ হাইস্কুলে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সোশ্যাল সায়েন্সের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। তিনটি বিভাগে মোট ১৬টি বিষয়ের প্রদর্শনীতে প্রতিটি বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাতিয়া হাইস্কুলের শিক্ষক সমীর সাহা। গত তিনবছর ধরে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে এই প্রদর্শনী চলছে বলে জানিয়েছেন, প্রধান শিক্ষক রামেজ আলম। বিদ্যালয়ের শিক্ষক গৌরাঙ্গ চৌধুরী, শ্যাম ঠাকুর জানান, 'পড়াশোনার প্রতি পড়ুয়াদের উৎসাহ তৈরি করার চেষ্টা করছি। আগামী দিনে প্রতিটি শ্রেণির প্রায় সকল ছাত্রছাত্রীকে প্রদর্শনীতে শামিল করানো হবে।' *নিজস্ব প্রতিনিধি*

আপন আলো জ্বালানোর ডাক

নিউজ ব্যুরো

সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার আলো জ্বালাতে বিদ্যালয় স্তর থেকে রাজ্য স্তর পর্যন্ত পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এবিটিএ উত্তর দিনাজপুরের উদ্যোগে সুদর্শনপুর দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চবিদ্যাচক্রে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। সার্ধশতবর্ষের আলোয় কবি কুসুমকুমারী দাস এবং কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষের এই আয়োজনের উদ্বোধন করলেন বাচিকশিল্পী ও শিক্ষাবিদ শুভব্রত লাহিড়ি। জেলার ছ'টি জোন থেকে ৩৩টি ইভেন্টে প্রায় ২০০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। কবিতা, ছবি আঁকা, গান নাচ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, গদ্যাংশ পাঠের প্রতিযোগিতা হয়। আয়োজক সংস্থার সম্পাদক বিপুল মৈত্র জানিয়েছেন, এখানে যারা প্রথম হয়েছে, তারা আগামীতে রাজ্যে অংশগ্রহণ করবে।

কুমারগঞ্জ : অন্যদিকে কুমারগঞ্জ বিডিও অফিস প্রাঙ্গণের কর্মতীর্থ ভবনে কুমারগঞ্জ সদর চক্রের উদ্যোগে হয়ে গেল অ্যাকাডেমিক এক্সেলেন্স কম্পিটিশন। তিন বছরের এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় প্রায় ষাটটি বিদ্যালয়ের ২০০ ছাত্রছাত্রী। প্রাথমিকের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছিল হ্যান্ড রাইটিং ও অডম্যান আউট প্রতিযোগিতা। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়ারা অংশ নেয় ডিক্টেশন রাইটিং, স্পেলিং এবং নিউমেরিক্যালস কম্পিটিশনে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছোট্ট শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিভা ও দক্ষতা দেখিয়েছে। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক দেবলীনা চ্যাটার্জি। ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যেই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এই ধরনের প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তক নির্ভর শিক্ষার বাইরে গিয়ে শিশু শিক্ষার্থীদের মানসিক ও সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশে সহায়ক বলেই মনে করেন আয়োজকরা।

ছবি ও তথ্য : সুকুমার বাড়ুই ও বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

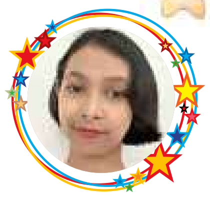

ছোট্ট তারা

বুনিয়াদপুরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের উৎসা দাস বংশীহারী উচ্চবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী, ছবি আঁকায় আগ্রহী। বেশ কিছু পুরস্কারও পেয়েছে।

নবমীতে বালুরঘাটে কুমারীপুজো

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৩০ অক্টোবর : জগদ্ধাত্রীপুজোর কথা উঠলে প্রথমেই মনে পড়ে চন্দননগরের আলোকসজ্জা সহ থিম পুজোর জাঁকজমক। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাটেও এখন বেশ জাঁকজমক করে জগদ্ধাত্রীপুজো হচ্ছে। এমনই বালুরঘাট শহরের পুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় জগদ্ধাত্রীপুজো হয়। প্রথা মেনে এখানে নবমী তিথিতে কুমারীপুজোর চল রয়েছে। সেই রীতি মেনে বৃহস্পতিবার সেখানে কুমারীপুজো আয়োজিত হল।

এবছর কুমারী হিসেবে ছয় বছর বয়সের শ্রুতি মহন্তকে পুজো করা হয়। শ্রুতির বাড়ি শহরের নামাবঙ্গী এলাকায়। মঙ্গলপুর এলাকার একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের নার্সারিতে পড়াশোনা করে শ্রুতি।

পুজো কমিটির এক সদস্য বিশাঙ্ক সাহা বলেন, 'বালুরঘাটে আগে জগদ্ধাত্রীপুজোর প্রচলন প্রায় ছিল না বললেই চলে। কয়েক বছর আগে বন্ধুরা মিলে ঠিক করি সর্বজনীনভাবে জগদ্ধাত্রীপুজো করব। সেই ভাবনা থেকে এই পুজো শুরু। কুমারীপুজো আমাদের

> কুমারীপুজো আমাদের পুজোর অন্যতম একটি অংশ। আজ কুমারীপুজো ঘিরে এলাকার শিশুদের মধ্যেও ব্যাপক উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়েছিল।
>
> **বিশাঙ্ক সাহা**
> *পুজো কমিটির সদস্য*

পুজোর অন্যতম একটি অংশ। আজ কুমারীপুজো ঘিরে এলাকার শিশুদের মধ্যেও ব্যাপক উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়েছিল।'

এদিকে, মেয়ের দেবীরূপে পূজিত হওয়ার মুহূর্তে আবেগ সামলাতে পারেননি শ্রুতির মা শ্যামা মহন্ত। চোখে আনন্দের ছাপ নিয়ে তিনি বললেন, 'দুই সপ্তাহ আগে উদ্যোক্তারা যখন বললেন আমার মেয়েকে এবার দেবীরূপে পুজো করা হবে, তা শুনে প্রথমে অবাক হয়েছিলাম। তবে প্রস্তাব শুনে আমি রাজি হয়ে যাই। আমার মেয়েকে এত শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হচ্ছে এটা সত্যিই গর্বের ও ভাগ্যের বিষয়।'

পাঁচ বছর ধরে বালুরঘাটে এই সর্বজনীন জগদ্ধাত্রীপুজো শহরবাসীর কাছে বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। ২০২০ সাল থেকেই এই পুজোর অন্যতম আকর্ষণ কুমারীপুজো।

উদ্যোক্তাদের দাবি, প্রথম বছর থেকেই কুমারীপুজো চালু হয়। এবছর কিছু সমস্যার কারণে গীতাঞ্জলি এলাকায় পুজো না হয়ে বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় পুজো হয়েছে। আগামী বছর আবারও বড় পরিসরে পুজো করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি, আবেগ আর ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে এভাবেই বালুরঘাটের জগদ্ধাত্রীপুজো শহরের উৎসব ক্যালেন্ডারে পাকাপাকি জায়গা করে নিচ্ছে।

চুল্লির শিলান্যাস

বালুরঘাট, ৩০ অক্টোবর : দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে মৃতদেহ সৎকার করার জন্য বৃহস্পতিবার বালুরঘাটের চকভবানী শ্মশানঘাটে বৈদ্যুতিক চুল্লি তৈরির কাজ শুরু হল। এদিন বালুরঘাট পুরসভার এমসিআইসি বিপুলকান্তি ঘোষ সহ অন্যান্য কাউন্সিলারের উপস্থিতিতে চুল্লির কাজের শিলান্যাস করেন পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র। সেখানে প্রায় ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দে অত্যাধুনিক মানের বৈদ্যুতিক চুল্লি তৈরি করা হবে বলে জানান চেয়ারম্যান।

বালুরঘাটের খিদিরপুর শ্মশানঘাটে মৃতদেহ সৎকারের জন্য রয়েছে বৈদ্যুতিক চুল্লি। কিন্তু শহরের বালুরঘাটের পাশাপাশি জেলার কুমারগঞ্জ, হিলি, তপন সহ বিভিন্ন ব্লকের গ্রামাঞ্চলের মরদেহ এখানে শেষকৃত্যের জন্য আনা হয়। যার ফলে অতিরিক্ত চাপ বাড়ছিল এই শ্মশানে। এবার সৎকারের কাজে সেখানে খানিক স্বস্তি মিলতে পারে বলে ধারণা শহরবাসীর।

রক্তদান শিবির

রায়গঞ্জ, ৩০ অক্টোবর : রায়গঞ্জের নেতাজিপল্লি এলাকার মহিলাদের উদ্যোগে এবং উত্তর দিনাজপুর ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির সহযোগিতায় বৃহস্পতিবার রক্তদান শিবির হল। নেতাজি পাঠাগারের ক্লাব প্রাঙ্গণে শিবিরটি হয়। এদিন শিবিরে ১৫ জন রক্ত দেন। অমৃতা রায়, রীতা রায়রা জানালেন, গত বছর রাখিবন্ধন উৎসবে রক্তদান শিবির করেছিলেন। এবার এই শিবির সফল করতে গতকাল এলাকায় পথসভা ও র‍্যালি করা হয়েছিল।

দেবী মূর্তির পাশে কুমারী। বৃহস্পতিবার বালুরঘাটে। ছবি : মাজিদুর সরদার

মালদায় শীতের আমেজ

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ৩০ অক্টোবর : বুধবার থেকে শুরু হওয়া নিম্নচাপের বৃষ্টিতে মালদা শহরে শীতের আমেজ নেমে এসেছে। শিশু ও বয়স্কদের গায়ে উঠেছে গরম পোশাক। সকালের দিকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩ থেকে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, এই বৃষ্টির সঙ্গেই শীত নামতে শুরু করবে। এদিকে, বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ছিল আকাশের মুখ ভার। মাঝে মাঝে নেমে আসা বৃষ্টি মানুষের স্বাভাবিক জীবনে ছন্দপতন ঘটিয়েছে। স্কুল, কলেজে পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার ছিল অনেকটাই কম। একই দৃশ্য সরকারি দপ্তরগুলিতেও। বাজারগুলিতেও ভিড় ছিল অপেক্ষাকৃত কম। অকালবর্ষণ শহরবাসীর মধ্যে নিয়ে এসেছে ছুটির আমেজ।

এদিন ছিল জগদ্ধাত্রীপুজো। মালদা শহরের মণ্ডপে মণ্ডপে সকাল সাড়ে ১০টা থেকে শুরু হয় যায় পূজার্চনা। তবে অকালবর্ষণের সৌজন্যে দর্শনার্থীদের তেমন ভিড় ছিল না কোনও পুজো প্যান্ডেলে। শহরের রাজমহল রোডে বৃষ্টি থেকে বাঁচতে মণ্ডপের সামনে পলিথিন খাটানো হয়। পুজো উদ্যোক্তা শংকর চৌধুরী বলেন, 'সকাল থেকেই আকাশের মুখ গোমড়া সঙ্গে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি। তাতে শীত অনুভূত হচ্ছে। দর্শনার্থীরা বৃষ্টির মধ্যেও যাতে ছাউনির তলায় দাঁড়াতে পারেন তারজন্য পলিথিন খাটাতে বাধ্য হয়েছি।' অন্যদিকে, শহরের ফোয়ারা মোড়ের নেবুলার উদ্যোগে আয়োজিত পুজোমণ্ডপেও এদিন ভিড় তেমন ছিল না।

তবে বৃষ্টির সঙ্গে তাপমাত্রার পারদ নীচে নামায় উপভোগ করছেন তরুণ-তরুণীরা। বৃষ্টির জল থেকে বাঁচতে মনস্কামনা রোডে এক চায়ের দোকানে আশ্রয় নেওয়া তরুণেরা শীতের আগমনকে উপভোগ করছিলেন। সন্তোষ কেশরী নামে আড্ডারত এক তরুণ বলেন, 'এবছর যেমন চূড়ান্ত গরম অনুভূত হয়েছে, তেমনই লাগাতার বৃষ্টি। শীতও নাকি জাঁকিয়ে পড়বে। আজ তো বৃষ্টি নামার সঙ্গেই ঠান্ডা লাগতে শুরু করেছে।' স্বদেশ সাহা নামে এক তরুণ বলেন, 'ঠান্ডা ভালো লাগে। কিন্তু উৎসবের দিনে বৃষ্টি ভালো লাগে না। পাড়ার জগদ্ধাত্রী মণ্ডপে যাওয়া হয়নি।'

> **ছন্দপতন**
>
> ■ শিশু ও বয়স্কদের গায়ে উঠেছে গরম পোশাক
>
> ■ সকালের দিকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩ থেকে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস
>
> ■ মাঝে মাঝে নেমে আসা বৃষ্টি মানুষের স্বাভাবিক জীবনে ছন্দপতন ঘটিয়েছে
>
> ■ স্কুল, কলেজে পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার ছিল অনেকটাই কম

বৃষ্টির সঙ্গে তাপমাত্রার পারদ নামার আনন্দ এখন হেঁশেল পর্যন্ত। খাদ্যরসিক আমবাঙালির বাড়িতে ভুনো খিচুড়ি, পাঁপড় ভাজা আর ইলিশ ভাজার গন্ধে ম-ম করছে পাড়ার অলিগলি। প্রাক্তন সেনাকর্মী বিজন কর বলেন, 'বৃষ্টির সঙ্গে খিচুড়ি আর তেলেভাজার সম্পর্ক রয়েছে প্রতিটি বাঙালির। পরিবারের কেউ আজ বাড়ির বাইরে যায়নি। বৃষ্টি দেখেই ব্যাগ হাতে সকালে ছুটে গিয়েছিলাম রথবাড়ি মাছ বাজারে। হাজার টাকা দিয়ে একটা কোলাঘাটের ইলিশ নিয়ে ফিরে এসেছি। খিচুড়ির সঙ্গে ইলিশ ভাজার মজা-ই আলাদা।' বাড়ির সকলে মিলে আনন্দ করছি।

বেহাল রাস্তা, তথৈবচ নালা

ক্ষোভ ২০ নম্বর ওয়ার্ডে

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ৩০ অক্টোবর : নিত্যদিনের মৌলিক পরিষেবাগুলোর অভাব দিন-দিন তীব্র হচ্ছে পুরাতন মালদা পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডে। রাস্তাঘাটের অবস্থা বেহাল, নিকাশি নালার অবস্থাও তথৈবচ। নেই পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহ ও পথবাতির ব্যবস্থাও। এমনকি শহরের গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ত মোড়গুলোতে নেই যাত্রী প্রতীক্ষালয়ও। যা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

এই গুরুতর সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধানের জন্য বৃহস্পতিবার, ২০ নম্বর ওয়ার্ডের ওসমানিয়া হাই মাদ্রাসায় 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় ৩০০ জন স্থানীয় বাসিন্দা এদিন শিবিরে পুরকর্তাদের দীর্ঘদিনের দুর্ভোগের কথা জানিয়ে, কর্তৃপক্ষের কাছে একাধিক দাবিদাওয়ার তালিকা পেশ করেন।

মির্জাপুরের বাসিন্দা আফসার মহালদার ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'এলাকার পথবাতিগুলো বেশিরভাগ সময়ই নিভে থাকে অথবা পর্যাপ্ত আলো হয় না। ফলে রোজই সন্ধের পর ওয়ার্ডের গলিগুলো অন্ধকারে ঢেকে যায়। যার ফলে অনেকেই নিরাপত্তার অভাবে ভোগেন। তাছাড়া নিকাশিনালাগুলোর অবস্থাও ভালো নেই। নিয়মিত সাফাই হয় না। সামান্য বৃষ্টি হলেই নালার জল রাস্তায় উঠে আসে। বর্ষাকালে দুর্ভোগ আরও বেশি। প্রশাসনের দ্রুত এই বিষয়গুলো নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

মির্জাপুর নীচুপাড়ার বাসিন্দা বিপ্লব দাস ও পার্বতী কর্মকার একটি স্থানীয় জলাধার নির্মাণ ও স্থানীয় রক্ষাকালী মন্দিরের সৌন্দর্যায়ন ও সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। সবচেয়ে বেশি সমস্যার কথা উঠে আসে ওয়ার্ডের মির্জাপুর মোড় নিয়ে। স্থানীয় বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন বলেন, 'মির্জাপুর মোড়ের মতো ব্যস্ত ও জনবহুল রাস্তায় কোনও যাত্রী প্রতীক্ষালয় নেই। তীব্র রোদ, ঝড় বা বৃষ্টিতে বিশেষ করে বয়স্ক ও অসুস্থদেরও অসহায় অবস্থায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এখানে প্রশাসনের তরফে একটি যাত্রী প্রতীক্ষালয় করা হলে সকলেরই অনেক সুবিধা হয়।'

এছাড়াও মির্জাপুর নীচুপাড়ার বহু বাসিন্দা এখনও পর্যন্ত পানীয় জলের সংযোগ পাননি বলে অভিযোগ ওঠে। এলাকায় পাইপলাইন হওয়া সত্ত্বেও, অনেককেই এখনও জলের সমস্যায় দিন কাটাতে হচ্ছে। তাই নীচুপাড়াতেও জরুরিভিত্তিতে পানীয় জলাধার ও বিকল্প জল সরবরাহ ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

রাস্তায় গর্ত। পুরাতন মালদায়। -সংবাদচিত্র

> **অব্যবস্থা**
>
> ■ ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কিছু রাস্তা খারাপ, পথবাতি বিকল, নিকাশিনালার অবস্থাও খারাপ
>
> ■ মির্জাপুরের মতো ব্যস্ত মোড়ে নেই যাত্রী প্রতীক্ষালয়
>
> ■ এই সব সমস্যা সমাধান সহ একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা
>
> ■ দ্রুত সব সমস্যা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন কাউন্সিলার শফিকুল ইসলাম

খোদ ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম এদিন শিবিরে উপস্থিত থেকে সকলের অভিযোগ শোনেন।

অব্যবস্থার কথা স্বীকার করে নিয়ে তিনি বলেন, 'ওয়ার্ডে এর আগে একাধিক উন্নয়নের কাজ করলেও অবশ্যই একসঙ্গে সব সমস্যা মেটানো সম্ভব হয়নি। এদিনের শিবিরে যে যে সমস্যার কথা উঠে এসেছে সেগুলো গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দ্রুত একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করে, এই ওয়ার্ডের নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যা ধাপে ধাপে মেটানো হবে।'

বৃষ্টি থেকে বাঁচতে ত্রিপল খাটিয়ে পুজো। বৃহস্পতিবার মালদার রাজমহল রোডে। ছবি : জসিমুদ্দিন আহম্মদ

খিচুড়ি আর পাঁপড় ভাজায় ছুটি ছুটি ভাব

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ৩০ অক্টোবর : 'নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে/ ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।' আষাঢ়ের এমন আমেজই কিন্তু এখন এই কার্তিক মাসে। রায়গঞ্জের আকাশ গত তিনদিন ধরে মেঘলা থাকার পর বুধবার সন্ধ্যার পর থেকে শহরে শুরু হয় বৃষ্টি। বৃহস্পতিবার বৃষ্টি হলেও খুব জোরে হয়েছে বা রাস্তায় জল জমেছে এমনটা বলা যাবে না। ঝিরঝির থেকে মাঝারির মধ্যেই ছিল তীব্রতা। যদিও তুলে রাখা ছাতা ও বর্ষাতিকে ফের নামিয়েছেন শহরবাসী। পাশাপাশি বৃষ্টি ও হালকা ঠান্ডার মধ্যে জমিয়ে খিচুড়ি-পাঁপড়ভাজা খাওয়া শুরু হয়েছে।

পুজোপর্ব মেটার পর ধীরে ধীরে শীত আসার অপেক্ষায় সকলে। কিন্তু 'মন্থা'র দৌলতে যে এভাবে বর্ষা ও শীত উভয়েরই মুখোমুখি হতে হবে, তা আশা করেননি কেউ। এদিন বৃষ্টির জন্য শহরের রাস্তায় অনেককেই ছাতা মাথায় ও বর্ষাতি গায়ে দিয়ে চলতে দেখা গিয়েছে। কলেজ পড়ুয়া ডোনা প্রামাণিক বলেন, 'ঝিরঝির বৃষ্টি চলছে গত রাত থেকেই। বেশিক্ষণ বাইরে থাকলে ভিজে ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনা। তাই সব জায়গায় ছাতা মাথায় দিয়েই যেতে হচ্ছে।' তুহিন পাল নামের এক শিক্ষকের কথায়, 'বৃষ্টি জোরে হচ্ছে না। তবে বাইকে করে স্কুলে যেতে গিয়ে ভিজতে হবে ভালোই। তাই গায়ে রেইনকোট চাপিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে।' আবার যাঁরা অল্প বৃষ্টিতে ভিজলে কিছু হবে না মনে করেন, তাঁদের অনেকেই ইতিমধ্যে জ্বর ও কাশির শিকার হয়েছেন। সুজয় সরকার নামের এক বাসিন্দা বলেন, 'ভেবেছিলাম এটুকু বৃষ্টিতে ভিজলে কিছু হবে না। তাই ছাতা ছাড়াই বাজারে যাতায়াত করি। বাড়ি ফিরে বুঝতে পারি যে জামা পুরো ভিজে গিয়েছে। শুরু হয়েছে সর্দিকাশি।'

তবে খাদ্যরসিক বাঙালি এমন আবহাওয়ায় কিন্তু খিচুড়ির আমেজ নেওয়ার সুযোগ পেয়ে গিয়েছে। মশুর ডালের খিচুড়ির সঙ্গে পাঁপড়ভাজা, অমলেট সহযোগে ভালোই পেটপুজো চলছে। সুনীল চৌধুরী নামের শহরের এক প্রৌঢ়ের মন্তব্য, 'আবহাওয়া একদম খিচুড়ি খাওয়ার মতোই। ধোঁয়া ওঠা খিচুড়ির সঙ্গে ঝাল আলুর দম হলে তো কথাই নেই। আলুর দম না হলেও পাঁপড়ভাজা ও ডিমের কারি কিংবা অমলেট জরুরি। বুধবার রাতের পর বৃহস্পতিবার দুপুরেও এই জিনিস খেয়েছি।'

প্রগতি মজুমদার নামের শহরের এক বাসিন্দা বলেন, 'আর কিছুদিন পর এদিকে বিঘোরের বেগুন পাওয়া যাবে। নাহলে এখনই খিচুড়ির সঙ্গে বেগুনভাজা খাওয়া যেত। অগত্যা ডিম ও পাঁপড় দিয়েই সারতে হচ্ছে।'

ছাতা মাথায়। বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জে। -সংবাদচিত্র

এসআইআরের কর্মশালা

কালিয়াগঞ্জ, ৩০ অক্টোবর : উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাবাসীর মন থেকে সিএএ এবং এসআইআর ভীতি দূর করতে স্থানীয় কার্যকর্তাদের মাঠে নামাতে চলেছে বিজেপি। বৃহস্পতিবার দুপুরে কালিয়াগঞ্জ শহরের নজমু নাট্য নিকেতনে দুই জেলার কার্যকর্তাদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলার বিজেপি প্রমুখ বাসুদেব সরকার, উত্তর দিনাজপুর জেলার বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী প্রমুখ। বাসুদেব বলেন, 'রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল মানুষকে বিভ্রান্ত করতে সিএএ এবং এসআইআর নিয়ে মিথ্যাচার করছে। আমরা চাই, সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করে বাংলার মানুষ সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করুক। সেই কারণে উত্তর দিনাজপুরের ১৩৭ জন কার্যকর্তা এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রায় ১০০ জন কার্যকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হল। আগামী ১ নভেম্বর থেকে তাঁরা দুই জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে এবং শহরে ক্যাম্প করে জনসাধারণকে সহযোগিতা করবেন।'

পুলিশের জালে ৪ দুষ্কৃতী

পুরাতন মালদা, ৩০ অক্টোবর : জাতীয় সড়কের বাইপাসে বড়সড়ো ছিনতাইয়ের ছক ভেস্তে দিল মালদা থানা। বৃহস্পতিবার ভোরে অভিযান চালিয়ে ৪ সশস্ত্র দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম বিজয় কর্মকার, সুজিত কর্মকার, রনি দাস এবং জিৎ ঘোষ। সকলেই পুরাতন মালদার বাগানপাড়ার বাসিন্দা। এলাকায় দুষ্কৃতীদের দাপাদাপি বাড়ায় উদ্বিগ্ন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশি টহল বাড়ানোর দাবি তুলেছেন তাঁরা।

পুলিশ সূত্রে খবর, রশিলাদহ বাগানপাড়া সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের বাইপাসে তাঁরা গাড়ি বা পণ্যবাহী লরি টার্গেট করে ছিনতাইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। বিশেষ সূত্রে সেই খবর পেয়ে মালদা থানার পুলিশ দ্রুত অভিযান চালিয়ে চারজনকে পাকড়াও করে। তাঁদের কাছ থেকে অস্ত্র, রড এবং নাইলনের দড়ি উদ্ধার হয়েছে। মালদা থানার কর্তারা বলেন, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জেলা আদালতে তোলা হবে।

রাস্তা পরিষ্কার করছেন দমকলকর্মীরা। রায়গঞ্জে। -সংবাদচিত্র

পিচ্ছিল পথে পরপর দুর্ঘটনা

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৩০ অক্টোবর : রায়গঞ্জের ফরেস্ট মোড় এলাকার পুরোনো জাতীয় সড়কে পাখির বিষ্ঠার পাশাপাশি বৃষ্টির কারণে রাস্তাটি অস্বাভাবিক পিচ্ছিল হয়ে যায়। ফলে ওই রাস্তায় বুধবার সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনা হয়। এতে বেশ কয়েকজন আহত হন। এমন পরিস্থিতিতে রাস্তায় ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়।

এরপর স্থানীয় বাসিন্দা পুলিশকে ওই ঘটনার খবর দেন। পুলিশ এসে পরিস্থিতি দেখে দমকলবাহিনীকে খবর দিলে তারা এসে গোটা রাস্তা ধুয়ে দেয়। পাশাপাশি ট্রাফিক পুলিশ রাস্তায় শ্যাওলানাশক ছিটিয়ে দেয়। এরপর ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এবিষয়ে দমকলের আধিকারিক জয়ন্ত বসু বলেন, 'ট্রাফিক ওসির ফোন পেয়ে আমরা সেখানে যাই। আমাদের কাছে খবর আসে মোবিল পড়ে রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম পরিযায়ী পাখিদের বিষ্ঠার ওপর বৃষ্টির জল পড়ায় রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছে। তাই জল দিয়ে পুরো রাস্তা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। তবে এই এলাকায় ধীরগতিতে বাইক বা টোটো চালাতে হবে। তা না হলে যে কেউ এমন দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারেন।'

এই রাস্তাটি পুরোনো জাতীয় সড়ক হওয়ায় এখনও অনেক যানবাহন রাস্তাটি দিয়ে যাতায়াত করে থাকে। তাই এই এলাকায় সচেতনভাবে ট্রাফিক আইন না মেনে যদি কেউ গাড়ি চালান তাহলে যে কোনওদিন যে কেউ দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারেন বলে আশঙ্কা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের।

স্থানীয় বাসিন্দা সহদেব ধর বলেন, 'রাস্তার ওপর কুলিক পক্ষীনিবাসের বেশকিছু গাছের ডালপালা ছড়িয়ে রয়েছে। ওই ডালগুলিতে পরিযায়ী পাখির দল বাসা বেঁধে রয়েছে। ওই পাখিদের বিষ্ঠা দিনভর ওই রাস্তার ওপর পড়ে। তার ওপর বুধবার বিকেল থেকে ঝিরঝির বৃষ্টি হওয়ায় শিব মন্দির এলাকায় পুরো রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে যায়। আর এতেই এমন দুর্ঘটনা হয়। আগেও এই কারণে দুর্ঘটনা হয়েছে। কিন্তু কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।'

> **যা ঘটেছে**
>
> ■ পাখির বিষ্ঠার পাশাপাশি বৃষ্টির কারণে রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে যায়
>
> ■ এতে ওই রাস্তায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ৫০ থেকে ৬০টি বাইক ও টোটো
>
> ■ ট্রাফিক পুলিশ ও দমকলবাহিনী এসে রাস্তা ধুয়ে ও শ্যাওলানাশক ছিটিয়ে দেয়
>
> ■ আগেও একই কারণে দুর্ঘটনা হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের
>
> ■ ওই রাস্তা দিয়ে ট্রাফিক আইন মেনে যান চলাচলের পরামর্শ দিয়েছেন দমকলের আধিকারিক

দায়িত্ব নিলেন নতুন জেলা শাসকরা

মালদা ও বালুরঘাট, ৩০ অক্টোবর ঃ একই দিনে মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরে দায়িত্ব নিলেন নতুন জেলা শাসকরা। এদিন মালদার জেলা শাসকের দায়িত্ব নেন প্রীতি গোয়েল। নীতিন সিংহানিয়ার জায়গায় তিনি এসেছেন। নীতিন সিংহানিয়া মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক হয়ে গিয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসক পদে দায়িত্ব নেন বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি। এদিন বিদায়ি জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা নতুন জেলা শাসককে দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেন। দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসক হিসেবে কাজে যোগ দেওয়ার আগে বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি কালিম্পংয়ের জেলা শাসক ছিলেন। বিজিন কৃষ্ণা বদলি হয়ে গেলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়।

এদিকে, নীতিন সিংহানিয়াকে ভারাক্রান্ত মনে বিদায় জানালেন রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠনের সদস্যরা। 'উই উইল মিস ইউ স্যর', এদিন সকালে মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে এমনই প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন সরকারি কর্মীরা। আর তা দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন নীতিন সিংহানিয়াও। তাঁর কথায়, 'এটাই টিম মালদার বৈশিষ্ট্য।'

কালিয়াগঞ্জে নতুন কমিটি

কালিয়াগঞ্জ, ৩০ অক্টোবর : আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে কালিয়াগঞ্জে নতুন কমিটি গঠন করল তৃণমূল। শহরের হাসপাতাল রোড সংলগ্ন দলীয় কার্যালয়ে গত বুধবারের বৈঠকে তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, শহর তৃণমূল সভাপতি সুজিত সরকার, চেয়ারম্যান রামনিবাস সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে সুজিত বলেন, 'দলের নতুন ও পুরোনো কর্মীদের মধ্যে থেকে প্রতিটি ওয়ার্ডের ওয়ার্ড সভাপতি ও যুগ্ম আহ্বায়কের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। শুধুমাত্র ১১ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও নতুন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। সেখানেও দ্রুত নাম ঘোষণা করা হবে। এছাড়া দলের প্রবীণ সদস্যদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। মোট ৬৫ জন সদস্য রয়েছেন কমিটিতে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

কায়াক চড়ে সাত বছর

অস্কার স্পেক নামে এক জার্মান অভিযাত্রী ১৯৩২ সালে একটি ফোল্ডিং কায়াক নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। প্রথমে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সাইপ্রাসের খনিতে কাজ করা। কিন্তু সেই যাত্রা সাত বছরের এক অবিশ্বাস্য অভিযানে পরিণত হয়, তাতে ছিল ৫০ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি পথ পাড়ি দেওয়ার অভিজ্ঞতা। সাইপ্রাসে থেমে যাওয়ার বদলে তিনি দানিয়ুবের মতো নদী পেরিয়ে গ্রিস, সিরিয়া, ইরাক ও পারস্য উপসাগরের উপকূলীয় জলপথ পাড়ি দেন। পথে তিনি ম্যালেরিয়া, চুরি, ঝড়, এমনকি ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপবাসীদের আক্রমণের শিকারও হন। শেষপর্যন্ত ১৯৩৯ সালে যখন তিনি অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছালেন, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় তিনি বিদেশি শত্রু হিসেবে গ্রেপ্তার হন! এত কষ্ট সত্ত্বেও তাঁর এই একক কায়াক যাত্রা আজও এক বিশ্বরেকর্ড।

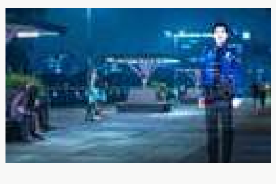

হলোগ্রাম পুলিশ, অপরাধ সাবাড়!

সিওল পুলিশ জেও-ডং ৩ পার্কে অপরাধ দমন করার জন্য এক আশ্চর্য কৌশল নিয়েছে। তারা একটি পূর্ণ আকারের হলোগ্রাফিক পুলিশ অফিসারকে কাজে লাগিয়েছে। এই ডিজিটাল অফিসারটি প্রতি রাতে সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত উপস্থিত থাকে এবং সিসিটিভি ও পুলিশের উপস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করে। পুলিশ বলছে, এটি স্থাপনের পর পার্শ্ববর্তী এলাকায় অপরাধের হার প্রায় ২২ শতাংশ কমে গিয়েছে। কেন জানেন? কারণ, চোখের সামনে একজন পুলিশকে ঘুরতে দেখলেই লোকজনের মনে এক ধরনের ভয় কাজ করে। এটি একটি 'মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরোধক' হিসেবে দারুণভাবে কাজ করছে। এখন হলোগ্রামই অপরাধীদের হুঁশিয়ারি দিচ্ছে!

৫জিতে চাষাবাদ

সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত, এমনকি তার পরেও চিনের স্বয়ংক্রিয় ট্র্যাক্টরগুলো কৃষিকাজকে বদলে দিচ্ছে। ৫জি, এআই এবং স্যাটেলাইট প্রযুক্তিতে সজ্জিত এই ট্র্যাক্টরগুলো মানুষের সাহায্য ছাড়াই জমি চাষ, বীজ বপন এবং ফসল কাটতে পারে। দূরবর্তী অঞ্চল এবং বড় বড় খামারগুলিতে এই ট্র্যাক্টরগুলি শ্রমিকের উপর নির্ভরতা কমায়, নির্ভুল কাজ এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। এখন কৃষকরা একটি স্মার্টফোন থেকেই পুরো মাঠের কাজ তদারক করতে পারেন। আগে যা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মানুষের পরিশ্রমে হত, এখন তা অ্যালগরিদম আর সেন্সর দিয়ে করা হচ্ছে। চিনের এই ডিজিটাল কৃষির পথ চলা হয়তো বিশ্বজুড়ে খাদ্য উৎপাদনের পদ্ধতি পালটে দেবে।

মহাকাশ থেকে সৌরশক্তি

২০২৫ সালে জাপানই বিশ্বের প্রথম দেশ হতে চলেছে, যারা মহাকাশ থেকে সৌরশক্তি সরাসরি পৃথিবীতে পাঠাবে। এই যুগান্তকারী প্রকল্পটি বিশ্বব্যাপী বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ব্যবহারের প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে পারে। উপগ্রহে বসানো সোলার প্যানেল মহাকাশে একটানা সূর্যালোক সংগ্রহ করবে, সেটিকে শক্তিতে রূপান্তরিত করবে এবং ওয়্যারলেস উপায়ে পৃথিবীতে পাঠাবে। ভূমিতে থাকা সোলার প্যানেলের মতো মেঘ বা রাতের অন্ধকারের ওপর এটি নির্ভর করবে না। এর মানে হল, অবিচ্ছিন্ন এবং অফুরন্ত নবায়নযোগ্য শক্তির প্রবাহ। ভবিষ্যতের বিদ্যুৎ আসছে আকাশ থেকে!

জেমিমার ব্যাটে রূপকথা

প্রথম পাতার পর

ঘরের মেয়ে জেমিমা রডরিগেজ (অপরাজিত ১২৭) চিরস্মরণীয় ইনিংস খেললেন। নিটফল, ৯ বল হাতে রেখে সেমিফাইনালে অজিদের ৫ উইকেটে হারিয়ে ৮ বছর পর ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠলেন ভারতের মেয়েরা। শুধু তাই নয়, মহিলাদের ওডিআইয়ে সর্বাধিক রানতাড়া করেও জিতল ভারত।

এদিন দুপুর ২টায় সম্প্রচারের শুরুতেই প্রি-ম্যাচ শোয়ের অ্যাঙ্কর বলে উঠলেন, 'আজ ১৪০ কোটি ভারতীয় দেশের মেয়েদের পাশে আছে। সবাই প্রার্থনা করুন। কারণ প্রার্থনার জোর অনেক।' কিন্তু টস ভাগ্য এদিন হরমনপ্রীতের সঙ্গ দেয়নি। তবে ভারতীয় দল টসে হেরে ফিল্ডিংয়ে নামার আগে দারুণ একটি দৃশ্য দেখা গেল। টিম ইন্ডিয়ার হাডলে পেপটক দিচ্ছে বছর দশেকের একটি বাচ্চা মেয়ে! এরকম ঘটনা অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে একটা দলকে বাড়তি উদ্বুদ্ধ করে।

ক্রান্তি গৌড় অজি অধিনায়ক অ্যালিসা হিলিকে (৫) তুলে নেওয়ায় শুরুটা ভালো করেছিল ভারত। যার ফলে তৃতীয় ওভারে হরমনপ্রীতের হাত থেকে হিলির ক্যাচ গলে যাওয়া ভারতকে বেশি ভোগায়নি। কিন্তু হিলি ফেরার পরই অ্যালিস পেরিকে (৭৭) নিয়ে খেলা ধরে নেন ওপেনার ফোয়েবি লিচফিল্ড (১১৯)। বাংলাদেশ ম্যাচের একাদশে তিনটি পরিবর্তন করে ভারত। প্রতীকা রাওয়াল, উমা ছেত্রী ও হার্লিন দেওলের বদলে দলে আসেন যথাক্রমে শেফালি ভার্মা, রিচা ঘোষ এবং ক্রান্তি। ফলে ষষ্ঠ বোলারের বিকল্প তৈরি হয় ভারতের।

লিচফিল্ডের দাপটে অবশ্য ৩০ ওভার পর্যন্ত ম্যাচে অনেকটাই পিছিয়ে ছিল হরমনপ্রীত ব্রিগেড। তবে ফিরতি স্পেলে নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি (৪৯/২), দীপ্তি শর্মারা (৭৩/২) ছন্দ পাওয়ায় অস্ট্রেলিয়া ৩৩৮-এর বেশি এগোতে পারেনি।

ব্যাটিং সহায়ক পিচে ভারতের শুরুটা অবশ্য ভালো হয়নি। দ্বিতীয় ওভারে ফিরে যান শেফালি (১০)। সহ অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানার থেকে অবশ্য মিদাস টাচ পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ২৪ রানের মাথায় কিম গার্থের লেগসাইডের বলে খোঁচা মেরে বসেন তিনি। ৫৯/২ হয়ে যাওয়ার পর দলকে টানেন হরমনপ্রীত (৮৯) ও জেমিমা। ১৬৭ রানের জুটিতে আস্কিং রেটের বিষদাঁত অনেকটাই ভোঁতা করতে সক্ষম হন তাঁরা। সঙ্গে ছিল শিশিরের বন্ধুত্ব। ভাগ্যের সাহায্যও পান জেমিমা। ৮২ রানে তাঁর লোপ্পা ক্যাচ মিস করেন হিলি। ১০৬ রানের মাথায় জেমিমার সহজ ক্যাচ ফেলে দেন তাহিলা ম্যাকগ্রাথ।

হরমনপ্রীত আউট হওয়ার সময় ভারতের জয়ের জন্য লাগত ৮৮ বলে ১১৩ রান। সাজানো মঞ্চ খারাপ হতে দেননি জেমিমা। রিচাও (২৬) তাঁকে সাহায্য করেন। শেষপর্যন্ত জেমিমার পরিশ্রমকে কুর্নিশ জানিয়ে জোড়া চারে জয় সম্পূর্ণ করেন আমনজ্যোৎ কাউর (অপরাজিত ১৫)। ভারত ৪৮.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ৩৪১ রান তুলে নেয়।

মৃত্যু প্রৌঢ়ের

প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে দাঁড়িয়ে মৃতের মা বললেন, 'কাকা-ভাইঝির প্রেমের কারণে দীর্ঘদিন ধরেই আমার দেওরের পরিবারের সঙ্গে আমার ছেলের পরিবারের গণ্ডগোল চলছে। আজকে দুপুরে সামান্য কারণে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। আমি সেটা থামাতে যাই। দেওর আমাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়। রেগে ছেলে প্রতিবাদ করতে যায়। সেই সময় দেওর ধারালো অস্ত্র দিয়ে আমার ছেলেকে আক্রমণ করে। ঘটনায় ও গুরুতর আহত হয়। হাসপাতালে নিয়ে আসতে আসতেই ওর মৃত্যু হয়েছে।' দোষীর কড়া শাস্তির দাবিতে ওই মহিলা সরব হয়েছেন।

চিরদিন কাহারো... ক্যাফে কালচারে

প্রথম পাতার পর

স্বাদ বাদে বাকি সব খাবারের মান নীচে নেমেছে। কফি তো সাধারণ দোকানগুলোর থেকেও খারাপ। দেখলাম, কিছু নতুন ক্যাফে খুলেছে। সেখানকার স্বাদ বেশ ভালোই।'

১৯১১ সালে সুইডেনের ব্যবসায়ী এডওয়ার্ড কেভেনটার কাফেটারিয়াটি শুরু করেছিলেন। এরপর ১৯৭০ সালে 'ঝা' পরিবারের হাতে হস্তান্তর হয়। বর্তমানে রাহুল ঝা ক্যাফের কর্ণধার। ইংলিশ প্ল্যাটার থেকে চিকেন স্যান্ডউইচ, চিজ অমলেট থেকে কফি- খাবারের প্রচুর বিকল্প। একসময় ভোর থেকে লাইন পড়ত ওই কাফেটারিয়ার সামনে। ভরা মরশুমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতেন দেশ-বিদেশের পর্যটকরা। ১৮৮৫ সাল থেকে একইরকমভাবে রাজত্ব করে আসছিল গ্লেনারিজ। ব্রিটিশ ব্যবসায়ীর হাত ধরে পত্তন হলেও এখন এডওয়ার্ড পরিবার দায়িত্ব সামলাচ্ছে।

এই দুই সংস্থাকে এবার টেক্কা দিচ্ছে স্থানীয় ছোট ছোট ক্যাফে। মেনু কার্ডে প্রায় একই খাবার। কফি, স্ন্যাক্সে বৈচিত্র্য। সঙ্গে থাকছে বেকারি আইটেমও। অধিকাংশ জায়গায় তুলনামূলক কম খরচ। স্বাদে মন না ভরায় অনেকেই নতুন ঠিকানায় ঢুঁ মারছেন। সেখানে মন মজলে পরের ট্যুরে 'টু ডু'র তালিকায় বদল হচ্ছে কাফেটারিয়ার নাম। পরামর্শ যাচ্ছে বন্ধু, স্বজনদের কাছেও।

গত রবিবার ছুটির দিনে পাহাড় ভিড়ে ঠাসা হলেও সকাল দশটায় নেহরু রোডের ক্লাব সাইডের সেই বিখ্যাত ক্যাফে দুটোতে কোনও লাইন চোখে পড়েনি। দার্জিলিং ম্যাল থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে থাকা বেকারির বাইরে দাঁড়িয়ে পর্যটকরা ছবি তুলতে ভিড় করলেও খাবার জায়গায় স্থানীয়দের উপস্থিতি বেশি নজরে এল।

বিএলএ দিতে কালঘাম

প্রথম পাতার পর

তবে শীঘ্রই আমরা তালিকা চূড়ান্ত করে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে পাঠাব। তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হবে রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে।' সাংসদ তথা মালদা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ঈশা খান চৌধুরীর কথায়, 'আমরা সমস্ত বুথেই বিএলএ'র তালিকা চূড়ান্ত করেছি। ইতিমধ্যে কলকাতায় প্রশিক্ষণ হয়েছে।'

পুরোনো ভোটার তালিকা অনুযায়ী মালদা জেলায় ৩১০৭টি বুথ রয়েছে। সেই হিসেবে নির্বাচন কমিশনের তরফে বিএলও-দের (বুথ লেভেল অফিসার) পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলি থেকে বিএলএ থাকবেন। ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে তোড়জোড়। সাধারণ ভোটারদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করবেন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা। সঙ্গে সরকারি বিএলও'র সহযোগিতা করবেন। সেই হিসাবে বুথ স্তরের কর্মীদের নিযুক্ত করছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। কংগ্রেস ও সিপিএম তালিকা চূড়ান্ত করে ফেলেছে। সিপিএম সূত্রে খবর, সমস্ত শরিক দল নিয়েই তালিকা তৈরি হয়েছে। এখন থেকেই কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। মালদা জেলা বামফ্রন্টের সম্পাদক কৌশিক মিশ্র বলেন, 'আমরা সমস্ত বুথ স্তরে বিএলএ'র তালিকা তৈরি করেছি। সমস্ত রকম সহযোগিতা আমরা সাধারণ ভোটারদের করার জন্য তৈরি। বিএলএ-দের ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজও শুরু হয়েছে।'

মালদা জেলায় দুটি লোকসভা আসন। সেইমতো জেলা বিজেপির সাংগঠনিক সংগঠন দুটি। দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রে সংখ্যালঘু সংখ্যা তুলনায় বেশি। কোনও কোনও এলাকায় ৯৫ শতাংশ আবার কোনও এলাকায় ৯৭ শতাংশ সংখ্যালঘু। দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রে প্রায় ১৮০০ বুথ রয়েছে। এখন পর্যন্ত বিজেপির তরফে দক্ষিণ মালদায় ৭৪১ জন বিএলএ'র তালিকা তৈরি হয়েছে। বাকিগুলির নাম চূড়ান্ত হয়নি। উত্তর মালদার ক্ষেত্রে প্রায় প্রতিটি বুথেই বিএলএ দেওয়া সম্ভব হয়েছে বলে গেরুয়া শিবিরের দাবি। দক্ষিণ মালদা বিজেপির সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'এখনও চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা যায়নি। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে কিছুটা সমস্যা তৈরি হয়েছে।' রাজ্যের শাসক শিবির এখনও তালিকা চূড়ান্ত করতে পারেনি। মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র আশিস কুণ্ডু বলেন, 'গোটা জেলায় বিএলএ দেওয়ার মতো লোক নেই বিরোধীদের। আমরা তৃণমূল কংগ্রেস একমাত্র সমস্ত বুথে বিএলএ দেবে। শীঘ্রই তালিকা প্রকাশ করা হবে।'

জলঙ্গিতে পুলিশের জালে তরুণ

সোনা চোরাচালানের চেষ্টা

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ৩০ অক্টোবর : কাঁটাতার টপকে ভারত ভূখণ্ডে সোনা আনার চেষ্টা করল দুষ্কৃতী। যদিও সেই পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ। ডোমকল মহকুমার এসডিপিও শুভম বাজাজের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী অভিযান চালিয়ে পাচারকারীকে পাকড়াও করেছে। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ডোমকলের জলঙ্গিতে। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক সোনা চোরাচালানকারী নেটওয়ার্কের সক্রিয়তা আরও একবার সামনে চলে আসায় কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে প্রশাসনের।

চোরাপথে বাংলাদেশ থেকে ভারতে সোনা আমদানিতে তৎপর হয়ে উঠেছে মাফিয়ারা। সেক্ষেত্রে তারা সফট টার্গেট হিসেবে মূলত সীমান্ত ঘেঁষা এলাকাগুলিকে বেছে নিচ্ছে। এমনই একটি দল সক্রিয় হয় মুর্শিদাবাদের জলঙ্গির ঘোষপাড়া এলাকায়। ওপার বাংলার থেকে বিপুল টাকার সোনা আমদানির ছক কষে তারা। সেই খবর গোপন সূত্র মারফত জেলা পুলিশের কর্তাদের কাছে এসে পৌঁছায়। তারপরেই আর সময় নষ্ট না করে ব্লু প্রিন্ট বানিয়ে কাজে নেমে পড়েন খোদ এসডিপিও শুভম বাজাজ।

পুলিশি হেপাজতে পাচারকারী। -সংবাদচিত্র

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন এক তরুণ বাইকের আড়ালে বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে সোনা এনে এলাকায় রেইকি করতে থাকে। সেসময়ে তাঁকে ঘিরে ধরে পুলিশ। ধৃতের নাম সাকিল আহমেদ (২৮), বাড়ি জয়কৃষ্ণপুরে। তাঁকে জেরা করতেই নানা অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে থাকেন। তারপর সন্দেহ বাড়ায় তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা করেও শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হন তিনি। তাঁর থেকে উদ্ধার হয় ২৫০ গ্রামের দুটি সোনার বাট। যার বাজারমূল্য প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা।

এই ব্যাপারে এসডিপিও শুভম বাজাজ বলেন, 'এই সাফল্য আমাদের পুরো দলের। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে সঠিক পরিকল্পনামাফিক এগিয়ে যাওয়ার ফলেই এই সাফল্য মিলেছে। একইসঙ্গে ধৃতকে জেরা করে আগামীদিনে এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে আর কে বা কারা যুক্ত রয়েছে এবং কোথায় তাদের জাল বিস্তার রয়েছে তা জানতে জোরকদমে তদন্ত শুরু হয়েছে।' এদিন সন্ধ্যায় পাওয়া শেষ খবরে জানা যায়, ধৃত ওই তরুণের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। শুক্রবার সাতদিনের পুলিশ হেপাজত চেয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা আদালতে তাঁকে তোলা হবে। অন্যদিকে, এই ঘটনার পরই সীমান্ত এলাকায় পুলিশের পক্ষ থেকে নজরদারি যেমন কড়া করা হয়েছে, সেইসঙ্গে বিএসএফ অর্থাৎ সীমান্ত রক্ষীবাহিনীকেও পুরো বিষয়টি জানানো হয়েছে।

কী ঘটেছে

- সাকিল আহমেদেহ কাছ থেকে ২৫০ গ্রামের দুটি সোনার বাট বাজেয়াপ্ত
- বাজেয়াপ্ত হওয়া সোনার বাজারমূল্য প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা
- ধৃতকে জেরা করে এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে আর কারা যুক্ত, তার খোঁজ চলছে

তরুণের মৃত্যু

পতিরাম, ৩০ অক্টোবর : গোপালবাটী গ্রাম পঞ্চায়েতের বরকইলে করবী ফুলের বীজ খেয়ে এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যু হল। ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। রূপাল মুর্মু (২৭) নামে তরুণ ৯ দিন আগে মাঠে কৃষিকাজ করার সময় করবীর বীজ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হলে বুধবার রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়। বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ।

ছাড়াল ১ লক্ষ

প্রথম পাতার পর

করা মাঝেমধ্যে কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতিতে ঠিক কীভাবে পাখি গণনা করা হয়? বিভাগীয় বনাধিকারিক বলেন, 'গণনাকারীরা ৩২টি ভিন্ন প্রজাতির মোট ১০৯৩টি গাছের পাখির বাসার হিসেব করে পরিযায়ীদের সংখ্যা বের করেছেন।' সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, বাসা বাঁধতে পছন্দের গাছ হিসেবে পরিযায়ী পাখিগুলি শিমুল, জারুল ও পিটালি গাছকে মূলত পছন্দের তালিকায় রেখেছে। গ্লসি আইবিসকে এই পক্ষীনিবাসে নতুন প্রজাতির পরিযায়ী পাখি ধরা হয়। গতবার এই পাখির সংখ্যা ছিল ২১৫। এবারে সেই সংখ্যা বেড়ে ১৫০৬ হয়েছে। যেভাবে গোটা গণনা প্রক্রিয়া চালানো হয়েছে তাতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম বলে রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দিলীপ দে সরকারের দৃঢ় বিশ্বাস।

বৃষ্টি ভেজা শিলিগুড়ির হংকং মার্কেট। বৃহস্পতিবার সূত্রধরের ক্যামেরায়।

পাহাড়ে লাল সতর্কতা, বন্ধ ট্রেক রুট

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩০ অক্টোবর : দুর্যোগের আশঙ্কায় সতর্ক পদক্ষেপ প্রশাসনের। মন্থার পরোক্ষ প্রভাব এবং পশ্চিমী ঝঞ্ঝার অতি সক্রিয়তায় শুক্রবার ফের প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে। ভারী থেকে অতিভারী বর্ষণের সম্ভাবনায় আবহাওয়া দপ্তরের তরফে দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়েও লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আর এমন সতর্কবার্তা পেয়ে সান্দাকফু সহ সংলগ্ন এলাকায় যাবতীয় ট্রেক রুট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জোরবাংলো-সুখিয়াপোখরি ব্লক প্রশাসন। যাবতীয় অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম বন্ধ রাখার পাশাপাশি দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের সমস্ত পার্ক অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। পর্যটকদের নিরাপদ জায়গায় থাকার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি ধসপ্রবণ এলাকাগুলিতে এবং অতি বর্ষণের সময় যান চলাচল বন্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফে।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, অন্তত ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে আগামী ২৪ ঘণ্টায়। তা হলে ৪ অক্টোবরের প্রাকৃতিক দুর্যোগে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মিরিক, সৌরিণী সহ দার্জিলিংয়ের জোরবাংলো-সুখিয়াপোখরি ব্লক নতুন করে বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। দুধিয়ায় 'হিউমপাইপ সেতু'র অস্তিত্ব থাকবে কি না, তা নিয়েও শঙ্কিত অনেকে। কয়েকটি জায়গা চিহ্নিত করে বৃহস্পতিবার থেকেই নজর রাখা হয়েছে বলে জেলা প্রশাসনিক কর্তাদের বক্তব্য।

দুর্গাপুজো শেষ হতেই চরম দুর্যোগের সাক্ষী থেকেছে সমতলের বড় একটা অংশের সঙ্গে দার্জিলিং পাহাড়। যার ক্ষত এখনও টাটকা। প্রাণহানির ঘটনাও এড়ানো যায়নি পুজো শেষের দুর্যোগে। ওই ঘটনার থেকে মূলত শিক্ষা নিয়ে এবার আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিল প্রশাসন। জোরবাংলো-সুখিয়াপোখরি ব্লক প্রশাসনের তরফে বৃহস্পতিবার এক নির্দেশিকা জারি করে অনির্দিষ্টকালের জন্য সান্দাকফু ট্রেক রুট বন্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ওই অঞ্চলের অন্য ট্রেক রুটগুলিও। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ছাড়া পর্যটকদের যাতে এখানে না নিয়ে আসা হয়, তা ব্লক প্রশাসনের তরফে লিখিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সিঙ্গালিলা ড্রাইভার অ্যাসোসিয়েশন ও গাইড অ্যাসোসিয়েশনকে। এই অঞ্চলে বর্তমানে থাকা পর্যটকদের নিরাপদ জায়গায় থাকার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। পর্যটকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে জিটিএ। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে জিটিএ'র তরফে সমস্ত ধরনের পার্ক, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম বন্ধ রাখা হয়েছে। জিটিএ'র সংশ্লিষ্ট এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর এক নির্দেশিকা জারি করে বলেছেন, পর্যটক ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

৪ অক্টোবরের বিপর্যয়ে দার্জিলিংয়ের মিরিক, সুখিয়াপোখরি, বিজনবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায় মাটির সঙ্গে মেশে কয়েকশো বাড়ি। দুধিয়ায় ভেঙে যায় লোহার সেতু। সেতু ভাঙে পুলবাজার থেকে চুংথুং যাওয়ার রাস্তায়। জিরো পয়েন্টে রাস্তা ধসে যাওয়ায় এখনও বন্ধ রোহিণীর রাস্তা। এরই মধ্যে যদি শুক্রবার প্রবল বর্ষণ হয়, তবে পরিস্থিতি নতুন করে বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'মন্থার পরোক্ষ প্রভাব ও পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রত্যক্ষ প্রভাবে অতিভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। সিকিমে ভারী তুষারপাতের আশঙ্কা রয়েছে। সমস্ত জেলা প্রশাসনকে সতর্ক করা হয়েছে।'

প্রশাসনের নির্দেশ

- সান্দাকফু সহ বিভিন্ন ট্রেক রুট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ব্লক প্রশাসনের
- যাবতীয় অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম সহ পার্ক ও উদ্যান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত জিটিএ'র
- পর্যটকদের নিরাপদ জায়গায় থাকার, চালকদের বৃষ্টির সময় ধসপ্রবণ এলাকা এড়িয়ে চলার পরামর্শ

তালিকায় কারচুপির

প্রথম পাতার পর

আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রের মাঝেরডাবরিতে ভোটার তালিকায় এক বিএলও-র বাবা-মা ও ভাইয়ের নামও বাদ চলে গিয়েছে।

কুণালের অভিযোগ, 'বিজেপির অফিসে বসে নামগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। কমিশন সেটাই আপলোড করেছে। অনেক হিন্দু ভোটারের নামও বাদ গিয়েছে। সাইলেন্ট রিগিং চলছে।' মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল এই অভিযোগ কিন্তু একেবারে অস্বীকার করেননি। তাঁর যুক্তি, বেশকিছু জেলায় ২০০২-এর ভোটার তালিকার পুরোটা পাওয়া যায়নি। সেইসব ক্ষেত্রে ২০০৩-এর খসড়া তালিকাকে ভিত্তি ধরা হয়েছে।'

তাছাড়া সীমানা পুনর্বিন্যাসের ফলে অনেক জায়গায় বুথের অস্তিত্ব মুছে যাওয়ায় কিছু অসংগতি থাকতে পারে বলে মেনে নিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক। একের পর এক আত্মহত্যাও ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগকে আরও হাওয়া দিচ্ছে। ইলামবাজারে গলায় ফাঁস দিয়ে মৃত ক্ষিতীশের পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিন আগে তিনি বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন। বেশ কয়েকবার ভোটও দিয়েছেন। কিন্তু ২০০২ সালের তালিকায় নাম না থাকায় বাংলাদেশে ফিরতে হবে ভেবে আতঙ্কিত ছিলেন।

এই ঘটনাকেও চটজলদি বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে হাতিয়ার করেছে তৃণমূল। খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজমাধ্যমে কড়া ভাষায় লেখেন, 'বিজেপির ভয়, বিভাজন ও ঘৃণার রাজনীতির মর্মান্তিক পরিণতি। রাজনৈতিকভাবে সৃষ্ট এই মৃত্যুর দায় কি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নেবেন? সত্যটা স্বীকার করার সৎ সাহস কি আছে বিজেপির?'

যদিও তিনি ঘোষণা করেন, 'আমরা থাকতে একজন বৈধ নাগরিকেরও নাম বাদ দিতে দেব না। মানুষের অধিকার রক্ষায় শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়ব।' বিজেপি অবশ্য প্রত্যেকটি আত্মহত্যার অভিযোগ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'রাজ্যে যেখানে যত লোক মারা যাবেন, তাঁদের ধরে এনে এনআরসি, সিএএ-র জন্য আত্মহত্যা করছেন বলে তৃণমূল প্রচার করবে। কিন্তু তাতে কাজ হবে না। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, পানিহাটির মৃতের নামে যে সুইসাইড নোট দেখানো হচ্ছে, তা সেন্ট্রাল ফরেন্সিকে পাঠানো হোক সত্যতা যাচাইয়ের জন্য। পাশাপাশি আদালতের নজরদারিতে নিরপেক্ষ তদন্ত হোক।'

দিনহাটায় বিষপানে অসুস্থ খাইরুল শেখের শারীরিক অবস্থা বৃহস্পতিবার ছিল উদ্বেগজনক। তিনি এমজেএন মেডিকেল কলেজে আইসিইউয়ে ভেন্টিলেশনে চিকিৎসাধীন। মেডিকেলের অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডল বলেন, 'চিকিৎসকরা নিয়মিত ওঁর স্বাস্থ্যের উপর নজর রাখছেন।' ২০০২-এর তালিকা ও ভোটার কার্ডে নামের বানানে অমিল থাকায় তিনি আতঙ্কে বিষপান করেছিলেন বলে বুধবার নিজেই জানিয়েছিলেন।

হাসপাতালে এখন তাঁকে দেখতে তৃণমূল নেতাদের ভিড় লেগে আছে। বৃহস্পতিবার রাতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ গিয়ে খোঁজখবর নেন। সকালে তৃণমূল মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়। এই নিয়ে বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মনের দাবি, 'তৃণমূল রাজনীতি করার জন্য বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।'

পালটা উদয়ন বলেন, 'বিজেপি বারবার বলছে, বহু ভোটারের নাম বাদ যাবে। সেজন্য সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুযায়ী পানিহাটিতে বৃহস্পতিবার তৃণমূল 'জাস্টিস ফর প্রদীপ কর' স্লোগান দিয়ে মিছিল করে। অন্যদিকে, বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের মন্তব্য, 'যে মানুষটি আত্মহত্যা করেছেন, তাঁর হাতে কী করে সুইসাইড নোট থাকতে পারে?' তাঁর অভিযোগ, 'জানলা খোলা ছিল। বাইরে থেকে কেউ ঢুকে মৃতের হাতে সুইসাইড নোট গুঁজে দিয়েছে।

অন্যদিকে, ইলামবাজারে মৃত ক্ষিতীশের বাড়িতে গিয়ে বৃহস্পতিবার তাঁর পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন অনুব্রত মণ্ডল সহ বীরভূমের বিভিন্ন তৃণমূল নেতারা। একইদিনে বাংলায় বুথ লেভেল এজেন্টদের (বিএলএ) সঙ্গে বৈঠক করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার তিনি দলের মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, ব্লক স্তরের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকও করবেন।

বুধবার পানিহাটিতে গিয়ে অভিষেক বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছিলেন। রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার পালটা বৃহস্পতিবার বলেন, 'উনি এসআইআরের কিছুই জানেন না। তাই উলটোপালটা বকছেন। রাজনীতিতে পড়াশোনা জানা লোক দরকার। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কি এসআইআর পড়েছেন।'

সুকান্তর পালটা অভিযোগ, 'এসআইআর হলে ডায়মন্ড হারবার সহ গোটা বাংলায় ভুয়ো ভোটারদের নাম বাদ যাবে বলে তৃণমূলের এত আতঙ্ক।'

বন্যা বইবে নাটক আর সংলাপের

প্রথম পাতার পর

দুজনের সম্পর্ক মোটেই ভালো নয়। তবে মজা হল, একজন যখন উলটোপালটা বলে থাকেন, অন্যজন চুপ করে থাকেন। এখন যেমন বংশীবদনের বলার পালা। তৃণমূলকে জানান দিচ্ছেন, আমি আছি, আমাকে ভুললে চলবে না। নগেন যেমন মাঝে বিজেপিকে বোঝাচ্ছিলেন, আমাকে হেলাফেলা কোরো না বাবা।

এঁরা কোচবিহারে রাজবংশীদের ভুল বোঝাতে ওস্তাদ। হুমায়ুন যেমন মুর্শিদাবাদে মুসলিমদের বোকা বানাচ্ছেন, ব্যারাকপুরের অর্জুন সিং যেমন বোকা বানান সেখানকার হিন্দিভাষীদের। অর্জুনের বলে বলীয়ান অনেক তরুণ আবার পুলিশকে হুমকি দিয়ে থাকেন সেখানে।

আসলে হিন্দু এবং মুসলিম, দুই ধর্মের মানুষদের বোকা বানানোর মতো প্রচুর নেতা আছেন এই রাজ্যে। সংখ্যাটা গত পাঁচ বছরে বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। যত নির্বাচন এগোবে, ততই এঁদের আরও উদয় হবে। এঁরা আবার নিজের সম্প্রদায়ের মেসাইয়া হিসেবে তুলে ধরবেন বেশি করে।

সল্টলেকের প্রাক্তন মেয়র সব্যসাচী দত্তও কি ওই ধরনের মেসাইয়া ভাবেন নিজেকে? তিনিও তৃণমূল-বিজেপি যাতায়াত করতে করতে হুমায়ুনসুলভই হুংকার দেন মাঝে মাঝে। তখন মনে হয়, তিনি দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বাইরে। ভোট এলে তাঁরও গলার আওয়াজ বাড়বে। সংলাপও।

সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাবার্তাতেও মাঝে মাঝে এমন বেপরোয়া সংলাপ ঘুরেফিরে আসে, আসে দিলীপ ঘোষের কথাতেও। যদিও দুজনের কেউ অন্তত দল ছাড়ার কথা বলেন না।

শুধু নেতারাই যে এই তালিকায় থাকবেন, তা নয়। অভিনেতারাও আছেন। হিসেব বদলও চলবে।

ক'দিন আগে দেখলাম অভিনেত্রী সোহিনী সরকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে হাসিমুখে। বাম মনোভাবসম্পন্ন সোহিনী আরজি করের ঘটনার সময় অনেক বৈপ্লবিক, মিডিয়া কাঁপানো কথা বলেছিলেন। হিন্দুত্ববাদের অন্যতম মুখ সুকান্তের সঙ্গে তাঁর সহাস্য সহাবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই।

রাত দখলের লড়াইয়ের সময় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব কিছু অভিনেত্রী আস্তে আস্তে আবার নানা ছুতোয় তৃণমূল হাইকমান্ডের কাছে যাওয়ার চেষ্টায়। কেউ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে ভাইফোঁটা দিতে ছুটেছেন, কেউ আলিঙ্গন করছেন তাঁকে। কেউ রেড রোডে দুর্গাপুজোর কার্নিভালে সোচ্চারে হাজির। জানেন, টালিগঞ্জের অভিনয় বৃত্ত বিশ্বাস ভাইদেরই দখলে। আদালতে গিয়েও কোনও লাভ হয়নি অজ্ঞাত কারণে। তার মধ্যে বাংলা ছবির বাজার অতি খারাপ। বহু ঢাকঢোল পিটিয়েও পুজোর বাজারে একটি ছবিও বাণিজ্যসফল নয়।

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মতো তথাকথিত সুশীল সমাজও জল মাপার খেলায় ব্যস্ত। আপাতত অধিকাংশই চুপ। সম্প্রতি কৌশিক সেন বলেছেন, 'বিজেপি সবচেয়ে বিপজ্জনক দল। তৃণমূল সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দল। সিপিএম আর কংগ্রেস বিভ্রান্তির মধ্যে থাকে। ওরা দিশেহারা। সারাবছর একে অন্যের যোগাযোগ নেই ভোটের সময় জোট বাঁধে।' সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে এর জন্য ট্রোলের সামনে পড়তে হয়েছে বহুবার। সব পার্টির ভক্তদের কাছে।

এই সত্যি উপলব্ধিটা সাংস্কৃতিক জগতের কেউ স্পষ্ট করে বলেননি এতদিন। ভয়ে, বিতর্ক এড়াতে। এর মাঝে চাপা পড়ে গিয়েছে কৌশিকের আসল কথাটা। 'এই চারটে পার্টির মধ্যে মানুষকে বিবেচনা করে বেছে নিতে হচ্ছে। বোঝাই যায়, মানুষ কতটা খারাপ আছে। আমাদের কাছে কোনও অপশন নেই, তার ছাপ শিল্পেও পড়েছে।'

তারই প্রতিফলন হয়তো দেখি স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে কিছু প্রযোজকের বৈঠকে বাংলা সিনেমার মুক্তির বিশেষ দিন ঘোষণায়। সাংবাদিক সম্মেলনে স্বরূপ বাদে বাকিরা যেন বালক! প্রশ্ন হচ্ছে, সিনেমা তো ব্যক্তিগত সৃষ্টি, আমি কেন যখন-তখন সিনেমা করতে পারব না? এবার কি বই প্রকাশের জন্য এরকম বিশেষ দিন তৈরি করে দেবেন কোনও 'সরকারি স্বরূপ'? লেখকরাও সেটা মেনে নেবেন দিব্যি সুবোধ বালক হয়ে?

কৌশিক যেটা বলছিলেন! শিল্পেও এসবের ছাপ পড়েছে, রাজনীতিতেও পড়েছে।

বারবার দল বদল করা ধান্দাবাজ লোকও তাই ভক্তদের কাছে ভগবান। মানুষই তো তাঁকে ভোটে জেতাচ্ছে। বাংলার বহু ভোটারের কাছেও আদর্শ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, দুর্নীতি, বেলাগাম কথাবার্তা, দলবদল মূল্যহীন। এবং সেই কারণে হুমায়ুন থেকে নগেন-বংশীবদনরা অকুতোভয়।

ভোটের মুখে এঁরা আরও অকুতোভয় হয়ে উঠবেন নিত্যনতুন হাস্যকর সংলাপে।

বাগানের থেকে এগিয়ে নামছে ইস্টবেঙ্গল

সুপার কাপ সেমিফাইনালের লক্ষ্যে

ডার্বিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে ভরসা দিতে তৈরি হচ্ছেন জেমি ম্যাকলারেন। বৃহস্পতিবার।

মারগাঁও, ৩০ অক্টোবর : অ্যাডভান্টেজ ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিপক্ষে দরকার মাত্র একটাই গেম পয়েন্ট।

সুপার কাপের কলকাতা ডার্বির চিত্রটা খানিকটা যেন টেনিস ম্যাচের স্কোরের মতো। বহুকাল বাদে পরপর দুই টুর্নামেন্টে মোহনবাগানের থেকে এগিয়ে মাঠে নামছে ইস্টবেঙ্গল। আইএফএ শিল্ডেও ম্যাচ শুরুর আগে পর্যন্ত এগিয়েই ছিল অস্কার ব্রুজোঁর দল। যদিও পরে টাইব্রেকারে হেরে ট্রফি খোয়াতে হয় সেই মুহূর্তে মানসিকভাবে পিছিয়ে থাকা মোহনবাগানের কাছে। যার জ্বালা এখনও অস্কার ভুলতে পারেননি বলেই মনে হল। নাহলে কোন কোচ বলেন যে, ‘আইএফএ শিল্ড ফাইনালেও আমরা বেশি ভালো খেলেছি। ম্যাচটা নিয়ন্ত্রণ করি ও এখন সবাইকে বোঝাতে পারছি যে এদেশের বড় দলগুলির সঙ্গে আমাদের বিশেষ পার্থক্য নেই।’ খাতায়-কলমে এবারও পিছিয়েই নামছে মোহনবাগান। তাদের জিততেই হবে মানসিক চাপকে সঙ্গী করে। ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব যদি পাঁচ গোলের ব্যবধানে না জিততে পারে তাহলে এই ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের ড্র করলেই চলবে। যদিও সবুজ-মেরুন কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা বলছেন, ‘দেখুন আজ যদি আমরা ডেম্পোর বিপক্ষে জিতে থাকতাম এবং ম্যাচটা আমাদের ড্র করতে হত তাহলেও কিন্তু আমরা জয়ের লক্ষ্যেই নামতাম। কারণ ডার্বি মানেই সমর্থকদের জয়ের আবদার। আপনারা জানেন না, শিল্ড ফাইনালে জেতার পর যখন আমি সাংবাদিক সম্মেলন করতে যাচ্ছি তখন কয়েকজন সমর্থক আমাকে ঘিরে ধরে বলছেন, কোচ আমাদের কিন্তু সুপার কাপ ডার্বি জিততেই হবে। ভাবুন, ওরা তখন জয়ের আনন্দ ছেড়ে পরের ডার্বি নিয়ে ভাবছে!’ তাই যুগ যুগ ধরে ডার্বি মানেই অন্য খেলা। সমর্থকদের জয়ের আবদার।

এই কারণেই আয়োজকরা এখন ড্রয়ের নামে এই দুই দলকে এক গ্রুপে রেখে একটা ম্যাচ খেলিয়ে নেন প্রতিটি টুর্নামেন্টে। নানা কারণে অনেকের অপছন্দের হলেও কলকাতার এই দুই প্রধান আজও ভারতীয় ফুটবলে একমাত্র বিক্রিয়যোগ্য পণ্য। কিন্তু সুপার কাপটা গোয়াতে করে সম্ভবত সেখানেও পেরেক পুঁতেছেন এআইএফএফ কর্তারা। গোয়ার মানুষ এখন আর ফুটবলে বাঁচেন না। জাতীয় দলের খেলা, এফসি গোয়ার আইএসএল কী এই সুপার কাপের ম্যাচেই লোক হচ্ছে না তো কলকাতা ডার্বি দেখতে কারা আসবেন? টিকিটের চাহিদা আছে বলে তো মনে হল না। ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের আসার খবর থাকলেও মোহনবাগানের নেই। সমর্থকরা আসুন বা নাই আসুন, দুই দলই মরিয়া হয়ে মাঠে নামবে। ব্রুজোঁ চেষ্টা করবেন তাঁর প্রথম ট্রফিটা উপহার দিতে। নাহলে এবার তাঁকে নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। একই অবস্থা মোলিনারও। গুচ্ছের তারকা নিয়েও এবার গত পাঁচ-ছয় বছরের সেই ঝাঁঝটা কিছুতেই আনতে পারছেন না। ফুটবলাররা যদি ফিট না হন সেই দায় তো তাঁর উপরেও বর্তায়। ডেম্পো ম্যাচের হতশ্রী পারফরমেন্সের পর বিস্তর চটেছেন সুপার জায়েন্টের বড় কর্তারা। হারলে অস্কার-বিদায় হোক বা নাই হোক, মোলিনা বিদায় হতেই পারে। কারণ আইএসএলের দেরি আছে। নতুন কেউ এলে সময় পাবেন।

আগের ম্যাচে একাধিক পরিবর্তন করে দলকে ডুবিয়েছেন মোলিনা। উলটোদিকে মাত্র গুটিকয়েক পরিবর্তনেই জয় এবং আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনেন অস্কার। মোহনবাগান সম্ভবত চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচের দলই নামাবে। সম্ভবত ইস্টবেঙ্গলও তাই। মাঠ নিয়ে বিস্তর অভিযোগ আছে দুই কোচেরই। অস্কার বলছেন, ‘এই মাঠটার অবস্থা ব্যাম্বোলিমের থেকে খারাপ। তাছাড়া ফতোরদা ছোট এবং বেশ শক্ত।’ বৃষ্টির একটা পূর্বাভাস আছে ডার্বির দিন ম্যাচের সময়েই। সেটা হলে নিশ্চিতভাবেই খেলার মান পড়বে দুই দলেরই। সেক্ষেত্রে মোহনবাগান কিছুটা হয়তো এগিয়ে থাকলেও থাকতে পারে। কারণ এরকম পরিস্থিতিতে ইতিমধ্যেই এই মাঠে তাদের খেলার অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। হয়তো এবারের ডার্বিতে এই একটা জায়গাতেই পিছিয়ে ইস্টবেঙ্গল।

ডার্বিতে অস্কার ব্রুজোঁর তুরুপের তাস হয়ে উঠতে পারেন মহম্মদ রশিদ।

---

১৩ দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার ডার্বিতে মুখোমুখি হচ্ছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও ইস্টবেঙ্গল এফসি। তার আগে গোয়ায় দুই শিবিরে চোখ রাখলেন সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়।

বড় ম্যাচ উপভোগ্য সাউল-শুভাশিসের কাছে

মারগাঁও, ৩০ অক্টোবর : আয়োজকদের ক্রমাগত ডার্বি খেলানোর প্রবণতায় যতই সমর্থকদের আগ্রহ কমতে থাকুক, ফুটবলাররা কিন্তু এই একটা ম্যাচকেই নিজেদের মঞ্চ হিসাবে বেছে নিতে আগ্রহী।

এই বিষয়ে মানসিকতার কোনও পার্থক্য নেই সাউল ক্রেসপো, শুভাশিস বসুর। দুই দলের দুই অধিনায়ককেই অবশ্য বেশ হালকা মেজাজে পাওয়া গেল এই মেগা ম্যাচের আগে। তাঁদের কি মনে হয় না, এত ডার্বি খেললে এই ম্যাচের যে উত্তেজনা সেটা ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাবে? একমত নন ক্রেসপো, ‘আমার তা মনে হয় না। প্রতিটি ডার্বির আলাদা উত্তেজনা থাকে। আগের ডার্বিটা একেবারেই আলাদা ছিল। এটা আবার অন্যরকম। আর আমরা সম্পূর্ণ তৈরি ম্যাচটা খেলার জন্য। এবং মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে হারানোর চেষ্টা করব।’ প্রশ্ন শুনে শুভাশিসের মুখে মুচকি হাসি, ‘সব ফুটবলার চায় প্রচুর সংখ্যায় ডার্বি খেলতে। আমিও শুধু খেলতে নয়, বেশিসংখ্যক ডার্বি জিততে চাই। আর সমর্থকরাও অপেক্ষায় থাকে কবে এই ম্যাচটা খেলা হবে আর আমরা জিতব। এরকম একটা উত্তেজনাপূর্ণ লড়াই পাওয়া যাচ্ছে। যা খুব দরকার। এখন ইস্টবেঙ্গল খুব ভালো খেলছে। আমরাও নিজেদের সেরাটা দিচ্ছি। তাই আমরা চাইব যে এরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচ হতে থাকুক।’

চেন্নাইয়ান এফসি ও ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব ম্যাচের পরই বদলে গিয়েছে দুই শিবিরের পরিবেশ। যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করছেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা সেখানে সবুজ-মেরুন শিবির যে ফুরফুরে ভাবটা নিয়ে এখানে এসেছিল সেটা উধাও। সাউল বলেই দিলেন, ‘আমরা আত্মবিশ্বাস নিয়েই মাঠে নামব। কারণ আমাদের দল দারুণ খেলছে। আমরা নিজেরাই অনুভব করতে পারছি যে আমরা ছন্দে আছি।’ শুভাশিসও বলছেন জয়ের কথা। তবে তাঁর বক্তব্য হল, ড্রয়ের জন্য মাঠে নামার থেকে জয়ের লক্ষ্যে নামাটা অনেক বেশি কার্যকরী হতে পারে। তিনি বলেছেন, ‘দেখুন ড্র করতে মাঠে নামার থেকে জয়ের জন্য নামাটা বেশি ভালো। আমাকে গোল করতেই হবে, এটা মাথায় রাখলে খেলা ভালো হয়। আর আমাদের সমর্থকরাও সেটাই চায়। বলতে পারেন সেমিফাইনালে যাওয়ার জন্য এটা আমাদের কাছে একটা ফাইনাল ম্যাচ। যা আমাদের জিততেই হবে।’ কোচের মতোই সাউলও মনে করেন, ফতোরদার মাঠটা খানিক ছোট। যে মাঠে মোহনবাগান ইতিমধ্যেই খেলে ফেলেছে। কিন্তু এইমুহূর্তে ওসব নিয়ে না ভেবে জয়ই একমাত্র লক্ষ্য তাঁদের। স্প্যানিশ মিডিওর বক্তব্য, ‘বৃষ্টি হলে মাঠটা আরও খারাপ হবে। কিন্তু আমরা এখন এসব নিয়ে ভাবছি না। বরং জয়ের কথা ভাবাই ভালো।’

একদিকে প্রথম ট্রফির দিকে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার ভাবনা, অন্যদিকে দেশের সেরা দলের তকমা ধরে রাখার মরিয়া চেষ্টা। হয়তো এই একটা কারণেই শুভাশিস-সাউলদের লড়াইয়ে ফের আরও একটা ডার্বি আবারও জমে যেতে চলেছে।

সুপার কাপে আজ

ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব বনাম চেন্নাইয়ান এফসি	মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম ইস্টবেঙ্গল এফসি
সময় : বিকাল ৪.৩০ মিনিট **স্থান :** ব্যাম্বোলিম	**সময় :** সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট **স্থান :** ফতোরদা
সম্প্রচার : এআইএফএফ-এর ইউটিউব চ্যানেলে	**সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস খেল চ্যানেল ও জিওহটস্টার

সাংবাদিক সম্মেলনে শুভাশিস বসু (উপরে) ও সাউল ক্রেসপো। ছবি : প্রতিবেদক

দুই স্প্যানিশ কোচের মস্তিষ্ক বড় ফ্যাক্টর

অনুশীলনে নজর রাখছেন অস্কার ব্রুজোঁ।

মারগাঁও, ৩০ অক্টোবর : দুই কোচই বেশ চাপে। সুপার কাপ জয়ই পারে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা এবং অস্কার ব্রুজোঁকে লাইফলাইন দিতে।

দুইজনের মধ্যে মোলিনার সুবিধাটা হল, তিনি স্প্যানিশ ফুটবলে পরিচিতি মুখ। ফিরে যেতে হলেও ইউরোপে কাজ পাবেন। সেখানে বাংলাদেশ-নেপাল এবং এদেশের কিছু ক্লাব ছাড়া অস্কারের গ্রহণযোগ্যতা তেমন নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে দ্বিতীয়জনই পরিস্থিতির বিচারে এগিয়ে আছেন। সুপার জায়েন্ট কর্তৃপক্ষের ধৈর্য বলে যে কিছু নেই, লোকেশ রাহুল ইস্যুতে গোটা ক্রিকেটবিশ্ব দেখেছে। শেষ পাঁচ বছরে এদেশের ফুটবল শাসন করা দলের কর্তারা নিশ্চিতভাবেই কোচকে বাড়তি সময় দেবেন না। এবার শুরু থেকেই নড়বড়ে ভাব। দল সেরাটা মাঠে উজাড় করে না দিতে পারলে সবচেয়ে আগে ফাঁসিকাঠে তোলা হয় কোচকেই। আর মোলিনা নিজেই সমালোচকদের সুবিধা করে দিয়েছেন ডুরান্ড ডার্বি, আইল এফকে, ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবের মতো ম্যাচগুলি নিজের দোষে হেরে বা ড্র করে। সেই কারণেই সম্ভবত এই ম্যাচে আর বাড়তি পরীক্ষানিরীক্ষার ঝুঁকি তিনি নেবেন না। অনুশীলন দেখে মনে হল, একেবারে পূর্ণ শক্তির দলই নামাতে চলেছেন। শুধু মাঝমাঠ নিয়ে খানিক ধাঁধা রেখে দিলেন। জেমি ম্যাকলারেনের পিছনে সাহাল আবদুল সামাদ নাকি জেসন কামিন্স আর বাঁদিকে লিস্টন কোলাসো না রবসন রোবিনহো, ধাঁধাটা সেই নিয়েই। আপাতত মোলিনা এবং তাঁর দলের একটাই লক্ষ্য সমর্থকদের খুশি করা। সেটাই বললেন মোলিনা, ‘এই মরশুমটা এখনও সহজ বলা যাবে না। এরকম পরিস্থিতিতে আমরা সমর্থকদের জন্যই লড়ব। এবং চেষ্টা করব তাঁদের খুশি করতে।’ ইতিমধ্যেই সিনিয়ার দলের মধ্যে তিনবার দেখা হয়ে গিয়েছে। তাই মোলিনার মন্তব্য, ‘দুই দলই আমরা একে অপরকে ভালোভাবে চিনি। চমক বিশেষ নেই। এখন যে বেশি সুযোগ কাজে লাগাতে পারবে, সেই জিতবে।’

ব্রুজোঁর দলে সম্ভবত মোলিনার মতো ধাঁধাটুকুও নেই। তিনি হিরোশি ইবুসুকিকে বসিয়ে রেখে সম্ভবত বাকি পাঁচ বিদেশি নিয়েই শুরু করবেন। তাঁর দলের খেলা তৈরির মূল কারিগর নাওরেম মহেশ সিং এবং গোলের সামনে মারাত্মক বিপিন সিং। এই দুজনের উপরে অনেক কিছুই নির্ভর করছে। এঁদের কাজে লাগিয়ে অস্কার চাইবেন শুরুতেই প্রতিপক্ষের উপর গোল চাপিয়ে দিতে। কারণ মোহনবাগানে গোল করার লোক অনেক বেশি সেকথা মাথায় রাখছেন বলে নিজেই জানালেন, ‘৮ বা ৮০ মিনিট যখনই গোল পাই না কেন, আমাদের শেষ মিনিট পর্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। কারণ মোহনবাগানে যে কেউ তখন তখন গোল করে দিতে পারে। আমাদের হয়তো ড্র করলেই চলবে কিন্তু আমরা জয়ের কথাটাই মাথায় রাখছি।’

শুধু ফুটবলাররা নয়, এই ম্যাচে চিরকালই কোচেদের মস্তিষ্কও ফ্যাক্টর হয়েছে। দুই স্প্যানিশ ট্যাকটিশিয়ান এবার কে কাকে টক্কর দিতে পারেন তার উপরেও নির্ভর করবে ডার্বির ফলাফল।

সাংবাদিক সম্মেলনে ফুরফুরে মেজাজে হোসে মোলিনা।

অনুশীলনে চোট পেয়ে প্রয়াত অজি ক্রিকেটার

মেলবোর্ন, ৩০ অক্টোবর : এগারো বছর পর ফিল হিউজেসের দুঃখজনক স্মৃতি ফিরে এল ক্রিকেট দুনিয়ায়। ঘাড়ে বলের আঘাত পেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন অস্ট্রেলিয়ার ১৭ বছরের ক্রিকেটার বেন অস্টিন।

মঙ্গলবার মেলবোর্নের ফ্রন্টি গালি ক্রিকেট ক্লাবে অনুশীলনের সময় ঘাড়ে বলের আঘাত পান বেন। তখন তিনি হেলমেট পরে থাকলেও কোনও ‘নেক গার্ড’ ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে বেনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা আপ্রাণ চেষ্টা করলেও বৃহস্পতিবার মারা যান এই অজি ক্রিকেটার। ঠিক একইভাবে হিউজেসও ২০১৪ সালে সিন অ্যাবটের বাউন্সারে মাথায় চোট পেয়ে মারা যান।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকেও শোকপ্রকাশ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভারত ও অস্ট্রেলিয়া মহিলা বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে বেনের স্মৃতিতে দুই দলের ক্রিকেটাররা কালো আর্মব্যান্ড পরে খেলতে নামেন।

এদিকে বেনের বাবা জেস অস্টিন অবশ্য দুর্ঘটনার সময় যিনি নেটে বেনকে বল করছিলেন, সেই ক্রিকেটারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন।

১৭ বছরেই থেমে গেল বেন অস্টিন।

চোট নিয়ে আশ্বস্ত করলেন শ্রেয়সই

সিডনি, ৩০ অক্টোবর : আগের থেকে ভালো আছেন।

ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন। ক্রিকেটপ্রেমীদের এই সুখবর দিয়েছেন স্বয়ং শ্রেয়স আইয়ার। চোটের পর প্রথমবার প্রতিক্রিয়ায় নিজের চোট নিয়ে আশ্বস্ত করেছেন ভারতীয় ওডিআই দলের সহ অধিনায়ক। পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমে করা পোস্টে কঠিন সময়ে পাশে থাকার জন্য সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

তৃতীয় ওডিআই ম্যাচে ফিল্ডিংয়ের সময় পাঁজরে চোট। আঘাত লাগে প্লীহাতে। শরীরের ভিতরে রক্তক্ষরণের ফলে আশঙ্কা তৈরি হয়। ২৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রাখতে আইসিইউতে ভর্তি ছিলেন কয়েকদিন। আপাতত আইসিইউ থেকে জেনারেল বেডে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড, চিকিৎসকরাও জানিয়েছেন, শ্রেয়সের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।

আজ সেই কথাই জানালেন ভারতীয় মিডল অর্ডার ব্যাটার। সামাজিক মাধ্যমে শ্রেয়স লিখেছেন, ‘বর্তমানে আমি চিকিৎসা প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছি। প্রতিদিনই সুস্থ হয়ে উঠছি। কঠিন সময়ে প্রচুর শুভেচ্ছা, সমর্থন পেয়েছি। আমার কাছে যার গুরুত্ব অপরিসীম। পাশে থাকার জন্য প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ সবাইকে।’

অপরদিকে, বুধবারই সিডনিতে পৌঁছে গিয়েছে শ্রেয়সের পরিবারও। সিডনিতে পা রেখে সোজা হাসপাতালে। শ্রেয়সের সঙ্গে লম্বা সময় কাটান পরিবারের সদস্যরা। সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে শ্রেয়সের সুস্থতার খবর সবার সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন শ্রেয়সের বোন শ্রেষ্ঠা আইয়ার।

তৃতীয় ওডিআই ম্যাচে হর্ষিত রানার বলে

সিডনি পৌঁছোল পরিবার

অ্যালেক্স ক্যারির ক্যাচ ধরে মাটিতে পড়ার সময় পাঁজরে চোট পান। শরীরের ভিতরে রক্তক্ষরণও হয়। চিকিৎসকদের কথায়, এই ধরনের চোট খুব বিরল। তবে চিন্তার কিছু নেই। সূর্যকুমার যাদব জানিয়েছিলেন, টি২০ সিরিজ শেষে শ্রেয়সকে নিয়েই দেশে ফিরতে চান। বোর্ড বা মেডিকেল টিমের তরফে অবশ্য এখনও এই ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি। একইভাবে চোট সারিয়ে কবে শ্রেয়স মাঠে ফিরবেন, তা নিয়েও থাকছে সংশয়।

মেসির বেতন ১৮০ কোটি

ফ্লোরিডা, ৩০ অক্টোবর : ইন্টার মায়ামির সঙ্গে আরও তিন বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন লিওনেল মেসি। চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির পরও মেজর লিগ সকারে সর্বোচ্চ বেতনভুক ফুটবলার থাকছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা।

নতুন চুক্তি অনুযায়ী ইন্টার মায়ামি থেকে বছরে ২০.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বেতন পাবেন মেসি। ভারতীয় মুদ্রায় অঙ্কটা প্রায় ১৮০.৫ কোটি টাকা। মেজর লিগ সকারে সর্বাধিক বেতনভুক ফুটবলারদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন টটেনহাম হটস্পার থেকে লস অ্যাঞ্জেলস এফসি-তে যোগ দেওয়া দক্ষিণ কোরিয়ার ফুটবলার সন ইয়ং মিন। তাঁর বেতন বার্ষিক ১১.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মেসির বার্ষিক বেতন তার প্রায় দ্বিগুণ।

এই মুহূর্তে তালিকায় তিন নম্বরে রয়েছেন ক্লাব ফুটবলে মেসির দীর্ঘদিনের সতীর্থ সের্জিও বুস্কেটস। ইন্টার মায়ামি থেকে বছরে ৮.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বেতন পান তিনি। অবশ্য এই মরশুম শেষেই পেশাদারি ফুটবল জীবনে ইতি টানছেন সেই বুস্কেটস।

টি২০ ‘বিপ্লবে’ রোহিতকে কৃতিত্ব দ্রাবিড়ের

জল্পনা ছিল, আগামী আইপিএলে রোহিত শর্মা কলকাতা নাইট রাইডার্সে যেতে পারেন। যা উড়িয়ে দিয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পোস্ট, ‘সূর্য আগামীকাল আবার উঠবে। এটা নিশ্চিত। কিন্তু ‘নাইটে...’ শুধু মুশকিলই নয়, অসম্ভব।’

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর : আগ্রাসী ক্রিকেট। ভয়ডরহীন মেজাজ। অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, সূর্যকুমার যাদবদের আক্রমণাত্মক ক্রিকেটের নেপথ্যে নাকি রোহিত শর্মা! অধিনায়কের দায়িত্ব নিয়ে ভারতের টি২০ দলে কার্যত ‘বিপ্লব’ ঘটিয়েছিলেন হিটম্যানই। বদলে দিয়েছিলেন দলের মানসিকতা। বর্তমান দল যা বহন করে চলেছে। এক অনুষ্ঠানে রোহিতকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে এমন দাবি করেছেন রাহুল দ্রাবিড়।

‘দলের ভাবনাকে বদলে দিয়েছিল ও’

রোহিতের সঙ্গে জুটি বেঁধে গত টি২০ বিশ্বকাপ এনে দিয়েছিলেন দেশকে। হেডকোচ হিসেবে সামনে থেকে দেখেছেন অধিনায়ক রোহিতকে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে এদিন ‘ব্রেকফাস্ট উইথ চ্যাম্পিয়ন্স’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে দ্রাবিড় বলেছেন, ‘আমি দায়িত্ব নেওয়ার আগে কী হয়েছে, তা নিয়ে বলতে চাই না। বলাও উচিত নয় বলে মনে করি। তবে ভারতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর রোহিতের সঙ্গে পরিকল্পনা নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেছি। বরাবর আগ্রাসী ক্রিকেটের কথা বলত। চাইত, দল যেন আরও আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলে।’

রোহিতের যে ভাবনাকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন হেডস্যর দ্রাবিড়। সুফলও পেয়েছিলেন। বুঝে গিয়েছিলেন, টি২০ ক্রিকেটকে বদলে দিতে এটাই সঠিক রাস্তা। যার সুফল সবার সামনে। কৃতিত্বের ভাগ অবশ্য নিজে নিতে নারাজ ‘মিস্টার ডিপেন্ডেবল’। দ্রাবিড়ের কথায়, ‘বেশিরভাগ কৃতিত্বটা প্রাপ্য রোহিতের। ও দলকে এই দিশায় চালিত করেছিল। আরও বেশি করে আগ্রাসন এনেছিল খেলার মধ্যে।’

দ্রাবিড়ের দাবি, শুধু ভারত নয়, টি২০ ক্রিকেটের ভাবনাকেই কার্যত বদলে দিয়েছিল টিম রোহিত। তিনি বলেন, ‘বর্তমানে টি২০ ফর্ম্যাটে ভারতীয় ব্যাটিং একেবারে অন্য পর্যায়ে রয়েছে। প্রতি ম্যাচেই তিনশোর কাছাকাছি রানের হাতছানি। বিশ্বের বাকি দলগুলিও এখন ভারতের পথে হাঁটতে চাইছে। আগামী ৩-৪ বছরের মধ্যে সবাই চাইবে এব্যাপারে ভারতের সঙ্গে টক্কর নিতে।’

ভারতের হয়ে টি২০ ফরম্যাট সেভাবে খেলার সুযোগ পাননি দ্রাবিড়। আইপিএলে বেশ কয়েক বছর চুটিয়ে খেললেও অতিবড় ভক্তও তাঁকে টি২০ স্পেশালিস্ট বলবেন না। যদিও কোচ হিসেবে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হয়নি। ভারতীয় কোচের দায়িত্বে ইতিও টেনেছিলেন টি২০ বিশ্বকাপ জিতে। দ্রাবিড় যদিও পুরো কৃতিত্বটা রোহিত এবং দলকে দিচ্ছেন। বরাবর পর্দার আড়ালে কাজ করায় বিশ্বাস ‘দ্য ওয়াল’-এর যুক্তি, পরিকল্পনা তৈরি করা, ক্রিকেটারদের দিশা দেখানো কোচের দায়িত্ব। কিন্তু মাঠে নেমে তার সঠিক বাস্তবায়নই আসল। অধিনায়ক, দলের বাকি ক্রিকেটাররাই যা করে থাকেন। মাঠে ঝুঁকিটা নিতে হয় খেলোয়াড়দের। প্রশংসা তাই ক্রিকেটারদের প্রাপ্য। আর দলের যে ভাবনাকে চালিত করেন অধিনায়ক। ভারতীয় দলের দায়িত্বে রোহিত সেটাই করে দেখিয়েছেন। বিপ্লব ঘটিয়েছেন টি২০ ক্রিকেটে।

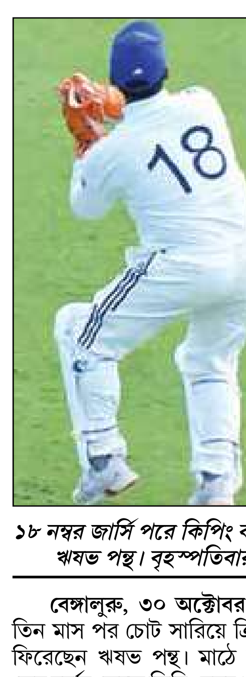

১৮ নম্বর জার্সি পরে কিপিং করলেন ঋষভ পন্থ। বৃহস্পতিবার।

চোট সারিয়ে বিরাট জার্সিতে ঋষভ

বেঙ্গালুরু, ৩০ অক্টোবর : প্রায় তিন মাস পর চোট সারিয়ে ক্রিকেটে ফিরেছেন ঋষভ পন্থ। মাঠে ফিরেই ফের চর্চার কেন্দ্রে তিনি। বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে প্রথম বেসরকারি টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’-র বিরুদ্ধে নেমেছে ভারত ‘এ’। আর সেই ম্যাচেই বিরাট কোহলির ১৮ নম্বর জার্সি গায়ে মাঠে নামেন ভারত ‘এ’ দলের অধিনায়ক ঋষভ।

সামাজিক মাধ্যমে ঋষভের নতুন জার্সি নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা। ক্রিকেটপ্রেমীরা দাবি জানিয়েছেন, শচীন তেন্ডুলকারের ১০ এবং মহেন্দ্র সিং ধোনির ৭ নম্বর জার্সির মতো বিরাটের ১৮ নম্বর জার্সিও অবসরে পাঠানো হোক।

টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে প্রথম দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর ২৯৯/৯। ৭১ রান করেন ওপেনার জর্ডন হারমান। তাঁকে যোগ্য সংগত দেন জুবেইর হামজা (৬৬)। তনুষ কোটিয়ান ৪ উইকেট পেয়েছেন।

শতরানের পথে রিভার্স ফ্লিকে বাউন্ডারি মারছেন জেমিমা রডরিগেজ। ১৩৪ বলে ১২৭ রান করে অপরাজিত থাকলেন। যার সুবাদে ওডিআইয়ে রানতাড়ার রেকর্ড গড়ে ৮ বছর পর মহিলাদের বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠল ভারতীয় দল। বৃহস্পতিবার নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে।

ফাইনালে তুলে কাঁদলেন জেমিমা

নভি মুম্বই, ৩০ অক্টোবর : বিশ্বকাপের শুরুতে পাঁচ নম্বরে ব্যাট করছিলেন জেমিমা রডরিগেজ। পর্যাপ্ত বল খেলার সুযোগ না পাওয়ায় বড় রান আসছিল না তাঁর ব্যাটে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে ৩ নম্বরে সুযোগ মিলতেই বিস্ফোরক অর্ধশতরান করে দেন জেমিমা। বৃহস্পতিবার তিন নম্বরে নেমে খেললেন ১৩৪ বলে অপরাজিত ১২৭ রানের ইনিংস। যা ভারতকে ফাইনালের টিকিট এনে দিয়েছে। আর তারপরই ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে তিনি কেঁদে ভাসালেন। বললেন, 'যিশুকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দিতে চাই আমার মা-বাবা ও কোচকে - যারা আমার ওপর বিশ্বাস রেখেছেন।' এরপরই জেমিমা শুনিয়েছেন, 'জানতাম না আজও আমাকে তিন নম্বরে ব্যাটিং করতে হবে। আমি স্নান করছিলাম। ব্যাট করতে নামার ৫ মিনিট আগেই জানতে পারি। তখন থেকেই নিজের জন্য নয়, চেয়েছিলাম দেশের জন্য ম্যাচটা জিততে। কারণ আজ আমার পঞ্চাশ বা শতরান নয়, গুরুত্বপূর্ণ ছিল ভারতের জয়। চেয়েছিলাম, সেই লক্ষ্যে দেশকে পৌঁছে দিতে।'

ভরা গ্যালারির সামনে মেলবোর্ন মহারণ

দ্বিতীয় টি২০-তে পারদ চড়ছে অভিমান জুটি- অভিষেক শর্মা ও শুভমান গিলকে নিয়ে।

মেলবোর্ন, ৩০ অক্টোবর ঃ ক্যানবেরার কাহিনী হতাশার। তুমুল বৃষ্টির। সঙ্গে ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ারও।

সেই হতাশা কাটিয়ে নয়া শুরুর লক্ষ্যে আজ ক্যানবেরা থেকে মেলবোর্ন পৌঁছে গিয়েছে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া, দুই দলই। টানা ম্যাচ ও অস্ট্রেলিয়ার এক শহর থেকে অন্যত্র যাতায়াতের ঝক্কির কারণে বৃহস্পতিবার দুই দলেরই অনুশীলন ছিল না। তবে অনুশীলন না থাকলেও মেলবোর্ন বিমানবন্দরে দুই দলকে নিয়েই হুড়োহুড়ি নজরে এসেছে। সঙ্গে ছিল টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের একটু ছুঁয়ে দেখার আকুতি।

শুক্রবার মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে সেই একই ছবি দেখা যাবে। ক্যানবেরার মতো মেলবোর্নে শুক্রবার বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। ফলে মনে করা হচ্ছে, পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচ ভেস্তে গেলেও আগামীকাল দ্বিতীয় ম্যাচে মেলবোর্ন মহারণ জমজমাট হতে চলেছে।

অস্ট্রেলিয়া বনাম **ভারত**
দ্বিতীয় টি২০
সময় : দুপুর ১.৪৫ মিনিট
স্থান : মেলবোর্ন
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

দুই দলের প্রথম একাদশেই বদলের সম্ভাবনা প্রায় নেই। যদি একান্তই কিছু রদবদল হয়, তাহলে খেলা শুরুর আগে সেটা হতে পারে। শেষ পর্যন্ত দুই দল তাদের প্রথম একাদশে কোনও পরিবর্তন করবে কিনা, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে আগামীকাল সন্ধ্যার এমসিজি-তে একটি আসনও খালি থাকার কথা নয়। স্থানীয় ক্রিকেটমহলের দাবি, ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচকে কেন্দ্র করে গ্যালারিতে অন্তত ৯০ হাজার দর্শক থাকবেন। সেই দর্শকাসনের একটা বড় অংশ নিশ্চিতভাবেই সূর্যকুমার যাদবের ভারতের জন্য গলা ফাটাবে।

ক্যানবেরায় খেলা হয়েছিল মাত্র ৯.৪ ওভার। গতরাতের সেই বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়া সেই ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিং করে ৯৭-১ করেছিল টিম ইন্ডিয়া। অভিষেক শর্মা দুর্দান্ত শুরু করেছিলেন। পরে তিন নম্বরে নেমে অধিনায়ক সূর্যকুমার ছন্দে ফেরার ইঙ্গিতও দিয়েছেন। ২৪ বলে অপরাজিত ৩৯ রানের ইনিংসের মাধ্যমে স্কাই প্রমাণ করেছেন, তিনি ছন্দেই রয়েছেন। সাম্প্রতিক অতীতে তাঁর ব্যাটে রান নেই বলে যে রটনা চলছিল, সেটা সঠিক তথ্য নয়। সূর্যকুমারের ফর্ম যদি ভারতীয় দলের জন্য দারুণ পজিটিভ একটি দিক হয়ে থাকে ক্যানবেরায়। তাহলে অন্য একটি দিকও রয়েছে। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে টি২০ ক্রিকেটের আসরে গতরাতে তিন স্পিনারে দল নামিয়েছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর। রহস্যজনকভাবে টি২০ ক্রিকেটের এক নম্বর জোরে বোলার অর্শদীপ সিংকে প্রথম একাদশে রাখা হয়নি। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে ইতিমধ্যেই তুমুল সমালোচনা হয়েছে। কাল দল অপরিবর্তিত রাখলে ফের সমালোচনা শুরু হবে নিশ্চিতভাবেই।

তার আগে আজ ক্যানবেরা থেকে মেলবোর্ন পৌঁছানোর পথে টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের দারুণ মেজাজে দেখা গিয়েছে। বিধ্বংসী ওপেনার অভিষেকের সঙ্গে অর্শদীপ ও শুভমান গিলদের খুনশুটির ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে ইতিমধ্যেই। এমন ফুরফুরে আবহাওয়ার মধ্যে টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা দেখিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা ক্যানবেরাকে অতীত করে দিয়ে কাল মেলবোর্নে নয়া শুরু করতে তৈরি। ২০২২ সালে টি২০ বিশ্বকাপের আসরে এমসিজি-র দরবারেই দুর্দান্ত কিছু ম্যাচ জয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। তুলনায় অস্ট্রেলিয়া দলে তরুণ ক্রিকেটারে ভর্তি। নাথান এলিস, টিম ডেভিডরা আগামীকাল অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে প্রথমবার মেলবোর্নের ভরা গ্যালারির সামনে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে নামছেন। ফলে এলিসের মতো তরুণ ক্রিকেটারদের মনের অন্দরে টেনশনের চোরাস্রোত বইছে।

বিপক্ষ শিবিরের মানসিকতা, টেনশনের আবহের কথা না ভেবে সূর্যকুমারের ভারত আগামীকাল এমসিজি-তে নয়া শুরু চাইছে। যে শুরুর শেষটা হয়তো আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চের টি২০ বিশ্বকাপের মাধ্যমে হবে।

গুয়াহাটি টেস্টে আগে টি, পরে লাঞ্চ!

গুয়াহাটি, ৩০ অক্টোবর : ১৪৮ বছরের টেস্ট ইতিহাসে প্রথমবার। আগে চা পানের বিরতি। তারপর লাঞ্চ! এমন অবাক কাণ্ড ঘটতে চলেছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের গুয়াহাটি টেস্টে (২২-২৬ নভেম্বর)। দেশের পূর্বদিকে অবস্থিত গুয়াহাটিতে আগে সূর্যোদয় হয়। সূর্যাস্তও তাড়াতাড়ি। তাই দিনের আলো ভালোমতো থাকতে থাকতে যত বেশি সম্ভব ওভার করে নিতেই এই অভিনব পদক্ষেপ। সম্মতি জানিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাও। আধঘণ্টা এগিয়ে খেলা শুরু সকাল ৯টায়। ১১.২০ মিনিটে টি ব্রেক। দুপুর ১.২০ থেকে ৪০ মিনিটের লাঞ্চ। পরবর্তী ২ ঘণ্টায় দিনের অন্তিম সেশন।

কষ্টার্জিত জয় কেরালার

মারগাঁও, ৩০ অক্টোবর : জয় দিয়ে সুপার কাপ অভিযান শুরু করল কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি। দক্ষিণের দলটির বিরুদ্ধে লড়েও ১-০ গোলে হার রাজস্থান ইউনাইটেড এফসি-র।

কেরালাকে চাপে ফেলতে না পারলেও তাদের রক্ষণকে কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলল আই লিগের ক্লাব রাজস্থান ইউনাইটেড। প্রথমার্ধে বহু চেষ্টা করেও রাজস্থানের রক্ষণে চির ধরাতে ব্যর্থ আদ্রিয়ান লুনা, দানিশ ফারুখরা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সরাসরি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন রাজস্থানের গুরসিমরত সিং। অবশেষে ৮৭ মিনিটে দশজনের রাজস্থানের বিরুদ্ধে কেরালার হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন কোলডো ওবিয়েতা।

অলিম্পিকে ক্রিকেট

আইওসি-র সঙ্গে আলোচনায় শা

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর : আগামী লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ক্রিকেটের প্রত্যাবর্তন নিয়ে চলতি সপ্তাহের শুরুতে আইওসি সভাপতি ক্রিস্টি কভেন্ট্রির সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শা। দুই পক্ষের মধ্যে বৈঠকের বিষয়বস্তু নিয়ে পরে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'অলিম্পিকের প্রসারে ক্রিকেট কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে, তা নিয়ে আইওসি সভাপতির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।'

রিঙ্কুদের নতুন কোচ হলেন অভিষেক নায়ার

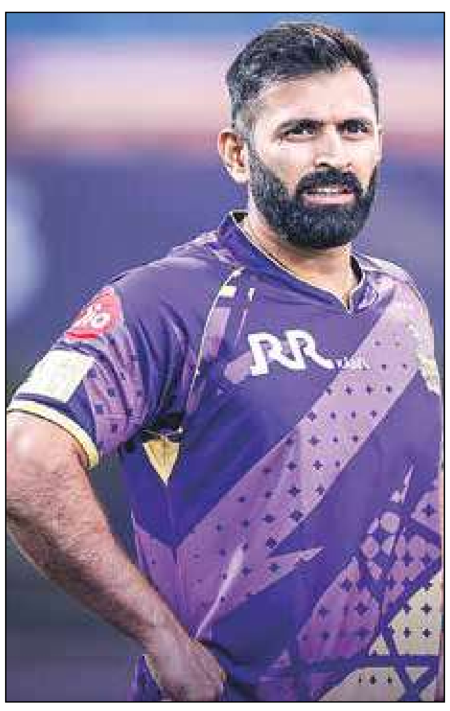

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : জল্পনায় অবসান। কলকাতা নাইট রাইডার্সের নতুন কোচ হলেন অভিষেক নায়ার। দিনকয়েক আগেই অভিষেক রিঙ্কু সিংদের নয়া কোচ হতে পারেন, এমন সম্ভাবনার প্রতিবেদন উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়েছিল। আজ কেকেআরের তরফে সেই জল্পনায় সিলমোহর পড়ল।

শেষ আইপিএল মরশুমটা একেবারেই ভালো যায়নি নাইটদের। ব্যর্থতার পর দলের কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত ছাঁটাই হয়েছিলেন। দলের বোলিং কোচ ভরত অরুণ কেকেআর ছেড়ে লখনউয়ে চলে গিয়েছিলেন। ফলে নাইটদের অন্দরে নতুন কোচের সন্ধান চলছিলই। পণ্ডিতের উত্তরসূরি হিসেবে মাঝের সময়ে ইংল্যান্ডের ইয়োন মরগ্যান, প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক রাহুল দ্রাবিড়ের নাম ভেসেছিল। যদিও বাস্তবে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে নতুন কোচ হিসেবে এমন একজনকে বেছে নেওয়া হল, যাঁকে নাইটদের ঘরের ছেলে বললেও ভুল হবে না। আজ বিকেলের দিকে ২০২৬ সালের আইপিএলের লক্ষ্যে নাইটদের নয়া কোচ হিসেবে অভিষেকের নাম ঘোষণা করে সিইও ভেঙ্কি মাইসোর বলেছেন, '২০১৮ সাল থেকে অভিষেক কেকেআর পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। মাঠের ভিতরে, বাইরে ও আমাদের ক্রিকেটারদের তৈরি হতে সাহায্য করে। দলের সকলের সঙ্গেই অভিষেকের দারুণ সম্পর্ক। ওর মতো একজনকে দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব দিতে পেরে আমরা শিহরিত। আশা করব, অভিষেকের কোচিংয়ে কেকেআর আগামী আইপিএলে দারুণ সফল হবে।'

দিনকয়েক আগে সরকারিভাবে অভিষেককে দলের প্রধান কোচ হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। একটু সময় নিয়ে তিনি রাজি হতেই আজ সরকারি ঘোষণা হয়ে গেল। বিকেলের দিকে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে নাইটদের নতুন কোচের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেছেন, 'কেকেআরের সঙ্গে দীর্ঘসময় ধরে রয়েছি। এত বড় দায়িত্ব এই প্রথম। চেষ্টা করব দলকে সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে।'

লড়ে হার মহমেডানের

বেঙ্গালুরু এফসি-২
(কেলভিন ও সুনীল-পেনাল্টি)
মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ৩০ অক্টোবর : সম্পূর্ণ ভাঙাচোরা একটা দল নিয়ে বেঙ্গালুরু এফসি-র মতো হেভিওয়েটকে ৩৪ মিনিট পর্যন্ত আটকে রাখাও কৃতিত্বের। আর সেই কৃতিত্বের ভাগীদার মাঠের এগারোজন। সঙ্গে প্রশংসা করতেই হবে মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুরও। এই প্রবল দুঃসময়ে পাশে থাকার জন্য। তিনি না থাকলে হয়তো মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের এই সুপার কাপে খেলাই হত না। এদিন তো রিজার্ভ বেঞ্চে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফুটবলারও ছিল না। কিন্তু এই নিয়েই তারকাখচিত বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে মহমেডানের লড়াই মনে রাখার মতো। ৩৪ মিনিটে বক্সের মাথা থেকে নেওয়া শটে কেলভিন সিং তাওরেমের গোলটা অনবদ্য। বিশেষকিছু করার ছিল না ডিফেন্স বা গোলরক্ষকের। বাকি সময় গোলের নীচে তৎপর থাকার চেষ্টা করেছেন শুভজিৎ ভট্টাচার্য। ৫৭ মিনিটে রায়ান উইলিয়ামের একটা ক্রস থেকে সুনীল ছেত্রীর শট সামনে থেকে বাঁচান সাদা-কালো গোলকিপার। যদিও তিনি অফসাইড ছিলেন কিন্তু এই অনামী তরুণের চেষ্টা দেখে স্বয়ং সুনীল ছেত্রীই হাততালি দিয়ে তাঁকে উৎসাহ দেন। গত বছর আইএসএলে খেলা সাজ্জাদ হোসেন প্যারি প্রকৃত অধিনায়কের মতোই নেতৃত্ব দিয়েছেন গোটা দলকে।

তবে এর বাইরে প্রথমার্ধে খুব বেশি সুযোগও পায়নি বেঙ্গালুরু। তবে ৭৯ মিনিটে ব্রায়ান স্যাঞ্চেজের শট পোস্টে লাগে। সুনীল দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নামেন। তাঁকে বক্সের মধ্যে ধাক্কা দেন দীনেশ মিতেই। রেফারি অশ্বীন পেনাল্টির নির্দেশ দিলে তা থেকে ৮৬ মিনিটে গোল সুনীলের। এদিন মহমেডান যা খেলেছে তাতে গ্রুপের বাকি দুই ম্যাচে পয়েন্ট পেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

মহমেডান ঃ শুভজিৎ, জোসেফ, দীনেশ মিতেই, সাজ্জাদ, জসিম, যশ চিকারো, লালথানকিমা (ম্যাক্সিওন), লালনগাইসাকা, ট্যাংভা, বামিয়া, অ্যাডিসন (লালরোথাঙ্গা)।

গোলের পর হ্যারি কেন।

মিলানের রেকর্ড ভাঙল বায়ার্ন

মিউনিখ, ৩০ অক্টোবর : সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ১৪টি ম্যাচ জয়। এসি মিলানের রেকর্ড ভাঙল বায়ার্ন। ডিএফবি পোকালের দ্বিতীয় রাউন্ডে কোলন এফসি-কে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে বায়ার্ন মিউনিখ। জোড়া গোল করেন হ্যারি কেন। বাকি দুটি গোল করেন লুইস দিয়াজ ও মাইকেল ওলিসে। কোলনের গোলটি রাংনার আচিরের।

এই জয়ের সুবাদে টানা সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ১৪ ম্যাচ জিতেছে বায়ার্ন মিউনিখ। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে কোনও দলের এই কৃতিত্ব নেই। এর আগে টানা ম্যাচ জয়ের নজির ছিল এসি মিলানের। ১৯৯২-'৯৩ মরশুমে ইতালিয়ান দলটি সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ১৩টি ম্যাচ জিতেছিল। এবার সেই নজির ভেঙে দিলেন কেনরা।

চ্যাম্পিয়ন ডায়মন্ড

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : অয়েল ইন্ডিয়া গোল্ড কাপে চ্যাম্পিয়ন হল ডায়মন্ড হারবার এফসি। ফাইনালে তারা ২-০ গোলে হারাল শিলং লাজং এফসি-কে। ডায়মন্ডের হয়ে গোল দুটি করেন ব্রাইট এনোবাখারে ও জবি জাস্টিন।

ত্রিপুরার বিরুদ্ধে বোলিংয়ে অস্ত্র দুই ভাইয়ের জুটি

জোড়া অভিষেকের সম্ভাবনা বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ অক্টোবর : পিচে ঘাস রয়েছে। কিন্তু খুবই সামান্য। সারাদিন ধরে আকাশে মেঘের আনাগোনা। মেঘলা আকাশের নীচেই আগরতলার মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের মাঠে অনুশীলন সারল বাংলা।

আকাশে মেঘ থাকার ফলে দিনের একটা বড় সময় পিচ ঢাকা ছিল বৃহস্পতিবার। ফলে শনিবার আগরতলায় ত্রিপুরার বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির ম্যাচের লক্ষ্যে দলের কম্বিনেশন এখনও চূড়ান্ত করতে পারেনি বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। তবে দলের অন্দরের খবর, ত্রিপুরা ম্যাচে বাংলার জার্সিতে জোড়া অভিষেক হতে চলেছে নিশ্চিতভাবেই। গুজরাটের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে চোট পেয়ে তিন সপ্তাহের জন্য ক্রিকেটের বাইরে চলে যাওয়া ওপেনার সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে ত্রিপুরা ম্যাচে রনজি অভিষেক হতে চলেছে আদিত্য পুরোহিতের। অন্যদিকে, জোড়া স্পিনারে দল নামানোর ভাবনা থেকে অফস্পিনার রাহুল প্রসাদেরও রনজি অভিষেক হওয়ার কথা শনিবার। সন্ধ্যার দিকে আগরতলা থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, 'প্রথম একাদশের কম্বিনেশন এখনও চূড়ান্ত করিনি আমরা। বৃষ্টির সম্ভাবনার পাশে একটু শুকনো পিচ ভাবাচ্ছে আমাদের। দেখা যাক কী হয়। শুক্রবার সকালে অনুশীলনের পরই প্রথম একাদশ চূড়ান্ত হবে।'

> প্রথম একাদশের কম্বিনেশন এখনও চূড়ান্ত করিনি আমরা। বৃষ্টির সম্ভাবনার পাশে একটু শুকনো পিচ ভাবাচ্ছে আমাদের। দেখা যাক কী হয়। শুক্রবার সকালে অনুশীলনের পরই প্রথম একাদশ চূড়ান্ত হবে।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ম্যাচে বাংলার ওপেনিং জুটি বদলাচ্ছে। চার পেসারে খেলার স্ট্র্যাটেজি থেকে সরছে টিম বাংলা। বদলে এবার দুই ভাইয়ের পেস আক্রমণ বাংলার তুরুপের তাস হতে চলেছে। বড় অঘটন না হলে শনিবার থেকে শুরু হতে চলা ত্রিপুরার বিরুদ্ধে রনজি ম্যাচে বাংলার বোলিংয়ের মুখ হিসেবে মাঠে নামবেন মহম্মদ সামি ও তাঁর ভাই মহম্মদ কাইফ। আজ সকালের অনুশীলনে সামি বোলিং করেননি। কিন্তু তাঁর ভাই কাইফকে দীর্ঘসময় নেটে বোলিং করতে দেখা গিয়েছে। বোলিং কোচ শিবশংকর পালের সঙ্গেও আলাদাভাবে কথা বলেছেন তাঁরা। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'সামি শেষ দুইটি ম্যাচে ৬৮ ওভার বল করেছে। ফলে ওকে ফিট রাখার পাশে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের বিষয়টাও ভাবতে হবে আমাদের। দেখা যাক কী হয়।'

দুই ভাই মহম্মদ সামি ও কাইফকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছেন শিবশংকর পাল।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন দক্ষিণ দিনাজপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ দিনাজপুর - এর একজন বাসিন্দা প্রণব কুমার দাস - কে 06.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 59A 41462 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করে আমি অত্যন্ত আনন্দিত, এমন কিছু যা আমি কখনও কল্পনাও করিনি। এই ছোট্ট টিকিটটি আমার জীবনে অনেক আনন্দ এবং ইতিবাচক অর্থ এনে দিয়েছে। এই অপ্রত্যাশিত বিজয়ের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

কোচবিহারের নেতৃত্বে সাব্বির

দিনহাটা, ৩০ অক্টোবর : মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘিতে এমএলএ কাপ রাজ্য থ্রো বল শুক্রবার শুরু হবে। যার জন্য কোচবিহার দল বৃহস্পতিবার রওনা হল। দলের নেতৃত্বে রয়েছেন সাব্বির হোসেন। বাকিরা হলেন মতিন সরকার, রৌশন আলম, রহমত আলি, সাদ্দাম হোসেন, আব্দুল রহমান, জয়ন্ত বর্মন, আল আমিন রহমান, তন্ময় বর্মন, মনসুর হাবিবুল্লাহ, রাজু ঘোষ ও মাসুম রাজা।

ক্রিকেট দলবদল

আলিপুরদুয়ার, ৩০ অক্টোবর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ও সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের জন্য দলবদল শুক্রবার শুরু হবে। চলবে ২ নভেম্বর পর্যন্ত। ৩১ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর সংস্থার দপ্তরে এবং ২ নভেম্বর ফালাকাটা সুভাষপল্লি ক্লাব ও বীরপাড়া জুবিলি ক্লাবে দলবদল প্রক্রিয়া হবে।

ম্যাচের সেরার পদক গলায় অভিজিৎ বিশ্বাস। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

হার উত্তর দিনাজপুরের

বালুরঘাট, ৩০ অক্টোবর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা টি২০ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার বালুরঘাট স্টেডিয়ামে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি রাইনোসার্স ৯ উইকেটে উত্তর দিনাজপুরে কুলিক বার্ডকে হারিয়েছে। বৃষ্টির জন্য ৫ ওভারের ম্যাচ হয়েছে। উত্তর দিনাজপুর প্রথমে ৫ উইকেটে ৪৩ রান তোলে। অর্ক দাস ১৮ রান করেন। ম্যাচের সেরা অভিজিৎ বিশ্বাস ১০ ও শিবম ঝাঁ ২০ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে জলপাইগুড়ি ৪.২ ওভারে ১ উইকেটে ৪৭ রান তুলে নেয়। ভাস্কর রায় ২১ ও রজত নাগ ১৯ রান করেন।

অন্যদিকে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা টাইগার ও শিলিগুড়ি বিকাশের খেলা বৃষ্টির কারণে বাতিল হয়েছে। দুই দলকে ১ পয়েন্ট করে দেওয়া হয়। এদিকে, সিউড়িতে ডেয়ার ডেভিল দক্ষিণ দিনাজপুর ও হাওড়া ডায়মন্ডসের ম্যাচও বৃষ্টির কারণে স্থগিত হয়েছে।

হার ভোরের আলো

বালুরঘাট, ৩০ অক্টোবর : টাউন ক্লাবের ৮ দলীয় ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল পশ্চিম বর্ধমানের শ্যাম মেটালিক্স ফুটবল অ্যাকাডেমি। বৃহস্পতিবার তারা সাডেন ডেথে ৫-৪ গোলে পতিরাম ভোরের আলোকে হারিয়েছে। টাউনের মাঠে নির্ধারিত সময়ে স্কোর ১-১ ছিল। ভোরের আলোর জয়ন্ত মুর্মু ও শ্যাম মেটালিক্সের ম্যাচের সেরা ফিরোজ কাসৌলি গোল করেন। অন্যদিকে, বুধবার রাতে আয়োজকরা ২-১ গোলে পিএইচএস ৯২ ফুটবল অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। ঘরের মাঠে টাউনের অবিনাশ সোরেন ও শুভ ওরাওঁ গোল করেন। পিএইচএস-এর গোলটি দেবনাথ মুর্মুর। ম্যাচের সেরা টাউনের গোলকিপার সন্দীপ মণ্ডল।

ম্যাচের সেরা সন্দীপ মণ্ডল। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

প্রয়াত ক্রীড়া সংগঠক দিলীপ

রায়গঞ্জ, ৩০ অক্টোবর : প্রয়াত হলেন রায়গঞ্জ তথা উত্তর দিনাজপুর জেলার ব্যাডমিন্টন ও ফুটবলের অন্যতম প্রাণপুরুষ দিলীপ বোস। বুধবার রাতে তিনি প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি জেলার ক্রীড়াক্ষেত্রে সফল খেলোয়াড় ছিলেন। দীর্ঘদিন দায়িত্ব সামলেছেন দক্ষ ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে। রায়গঞ্জ শহরের মিলনপাড়া এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। ১৯৭৮ সালে চালু হওয়া উত্তর দিনাজপুর ব্যাডমিন্টন সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দিলীপ। তাঁর হাত দিয়ে জাতীয় স্তরের অনেক শাটলার তৈরি হয়েছে।

পাশাপাশি জেলার ফুটবল জগতেও অবাধ বিচরণ ছিল তাঁর। অনেক ফুটবলার তিনি নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া জেলার ক্রীড়ামহলে।

উত্তর দিনাজপুর ব্যাডমিন্টন সংস্থার সচিব নির্মল কুমার ঘোষ বলেছেন, 'দিলীপ একজন দক্ষ খেলোয়াড় ও কোচ ছিলেন। বিগত দিনে তাঁর হাত ধরে জেলায় অনেক সাফল্য এসেছে। তাঁর প্রয়াণে জেলার ক্রীড়াজগত বিশেষত ব্যাডমিন্টন জগত অভিভাবকহীন হয়ে পড়ল।'

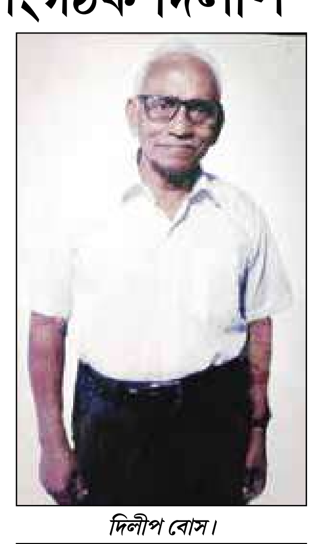

দিলীপ বোস।